ধর্মসূত্রসাহিত্যে বৈখানসধর্মসূত্রের স্থান

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে

এম. ফিল. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা প্রবন্ধ

গবেষক

সেখ সামসুদ্দিন আলি

পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা - MPSA194016

বিশ্ববিদ্যালয় নিবন্ধন ক্রম – ১২৮৬২৪(২০১৪-১৫)

শিক্ষাবর্ষ – ২০১৭-২০১৯

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

২০১৯

DECLARATION

Certified that the thesis entitled, ***ধর্মসূত্রসাহিত্যে বৈখানসধর্মসূত্রের স্থান*** submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Sanskrit of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same institution where the work is being carried out, or to any other institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar at Jadavpur University, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

NAME: **SK SAMSUDDIN ALI**
ROLL NO: **MPSA194016**
REGISTRATION NO: **128624 (2014-15)**

.....
SIGNATURE OF STUDENT

On the basis of academic merit satisfying all the criteria declared above the dissertation work of **SK SAMSUDDIN ALI** entitled ***ধর্মসূত্রসাহিত্যে বৈখানসধর্মসূত্রের স্থান*** is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Sanskrit of Jadavpur University.

Head	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC
Department of Sanskrit		

মুখবন্ধ

বর্তমান ও ভবিষ্যত-কে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে কোনও জাতির পক্ষে তার অতীত ঐতিহ্যের অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস জানা এবং বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমভিত্তিক প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থার হদিশ পেতে গেলে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে ধর্মসূত্রসাহিত্যের পাঠ একান্ত উপযোগী। ধর্মসূত্রসাহিত্যে এমনই এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বৈখানসস্মার্তসূত্র। গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র সম্বলিত এই গ্রন্থটির ধর্মসূত্র অংশটি বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের উপজীব্য।

খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতক থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এই ধর্মসূত্র যথেষ্ট প্রাচীন। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে গবেষণা মানেই যে পরিবর্তনের চক্রকে অতীতের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার নিষ্ফল প্রচেষ্টা – এমন নয়। বর্ণাশ্রমব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত না থাকলেও গ্রন্থে বিবৃত সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের জীবনযাত্রার বর্ণনা থেকে তৎকালীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা ও আধুনিক, যুক্তিনিষ্ঠ উপায়ে তার বিশ্লেষণ করাই বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য।

গবেষণা নিবন্ধের শিরোনাম - **ধর্মসূত্রসাহিত্যে বৈখানসধর্মসূত্রের স্থান।** উক্ত গবেষণা নিবন্ধটি মাননীয় টি. গণপতি শাস্ত্রী মহোদয় সম্পাদিত বৈখানসধর্মপ্রশ্ন নামক গ্রন্থটিকে আধারীকৃত করে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনটি প্রশ্নে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের পালনীয় বিধি-নিষেধ এবং মিশ্রজাতি ও তাদের জীবিকা বিষয়ে আলোচনা আছে। গ্রন্থটির নাম এবং অন্তিম চরণে 'ইতি বিখনাঃ'- এই উল্লেখ থেকে অনুমিত হয় যে ঋষি বিখনস হলেন এই গ্রন্থের প্রণেতা। উক্ত গ্রন্থ ব্যতিরেকে বর্তমান গবেষণাকার্যে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত ডব্লিউ. কালাণ্ড সম্পাদিত বৈখানসস্মার্তসূত্র গ্রন্থটির সাহায্যও নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে বৈখানসধর্মসূত্রে তিনটি প্রশ্নে বিন্যস্ত বর্ণাশ্রমধর্ম এবং মিশ্রজাতি সম্পর্কিত বিধিসমূহ বিষয়ানুসারে সজ্জিত করে উপন্যস্ত করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিচারে অন্যান্য ধর্মসূত্রের সঙ্গে তার তুলনাত্মক আলোচনাও করা হয়েছে।

অনিচ্ছাকৃত বা অনুপলব্ধতার কারণে কিছু ত্রুটি থাকলে আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রদেয় এই গবেষণা নিবন্ধটি অবশেষে সমাপ্ত হল। এবার ঋণ স্বীকারের পালা। যাঁদের অকৃপণ সহযোগিতায় আমার মতো অর্বাচীনের পক্ষে একাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হল, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন গবেষণাকার্যের তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয়া ডঃ পিয়ালী প্রহরাজ মহাশয়া। গবেষণার আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তাঁর পরামর্শ ও উৎসাহ আমাকে পথ চলতে সাহায্য করেছে, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় ডঃ অশোক কুমার মাহাত মহাশয় আমার গবেষণাকার্যের সহ-তত্ত্বাবধায়করূপে নিবন্ধ রচনার প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত গবেষণা কার্যের ত্রুটিগুলি নির্দেশ করে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী থাকব। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকার কাছেও আমি একান্ত ঋণী, তাঁদের উপদেশ ও সাহায্য ব্যতীত এম. ফিল কোর্স-ই সম্পূর্ণ হত না।

জন্ম থেকে যাঁদের কাছে আমি ঋণী তাঁরা হলেন আমার মা ও বাবা। তাঁদের স্বপ্নপূরণের ইচ্ছাতেই আমি এই গবেষণা কার্যে আগ্রহী হয়েছি। এছাড়াও বিভাগের দাদা ও দিদি এবং সহপাঠীদের কাছে আমি ঋণী, তাদের সাহায্য এই গবেষণা কার্যের পাথেয়স্বরূপ।

এই নিবন্ধ রচনার জন্য যে সমস্ত গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি, সেই গ্রন্থাগার সমূহের কর্মীগণের কাছে আমি ঋণী, বিশেষভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মাননীয়া শ্রুতিদি ও মাননীয় নিমাই দা-কে আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্-এর গ্রন্থাগার থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। সেখানকার গ্রন্থাগারিক ও কর্মীগণকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সংকেতসূচী

অথর্ব. সং.	-অথর্ববেদ সংহিতা
আ.ধ.সূ.	-আপস্তম্বধর্মসূত্র
ঋ. সং.	-ঋগ্বেদসংহিতা
ঐ.ব্রা.	-ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
কুল্লূক.	–কুল্লূকভাষ্য
গৌ.ধ.সূ.	-গৌতমধর্মসূত্র
মনু.	-মনুসংহিতা
যজু. সং.	-যজুর্বেদ সংহিতা
যাজ্ঞবল্ক্য. সং.	-যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
ব.ধ.সূ.	-বসিষ্ঠধর্মসূত্র
বৈ.ধ.প্র.	-বৈখানসধর্মপ্রশ্ন
বৈ.স্মার্ত.সূ.	-বৈখানসস্মার্তসূত্র
বৌ.ধ.সূ.	-বৌধায়নধর্মসূত্র
বিবরণ.	–বিবরণ বৃত্তি
হি.ধ.সূ.	–হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র

-ঃ বিষয়সূচী ঃ-

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	
ভূমিকা	ক-ঙ
প্রথম অধ্যায়ঃ ধর্মসূত্রের ইতিহাস - একটি সাধারণ ধারণা	১-১৪
১.১. আপস্তম্বধর্মসূত্র	৪
১.২. গৌতমধর্মসূত্র	৫
১.৩. বৌধায়নধর্মসূত্র	৬
১.৪. বসিষ্ঠধর্মসূত্র	৭
১.৫. হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র	৮
১.৬. বিষ্ণুধর্মসূত্র	৯
১.৭. হারীতধর্মসূত্র	৯
১.৮. শঙ্খলিখিতধর্মসূত্র	১০
১.৯. বৈখানসকল্পসূত্র	১১
১.৯.১. বৈখানসগৃহ্যসূত্র	১১
১.৯.২. বৈখানসপ্রবরসূত্র	১২
১.৯.৩. বৈখানসশ্রৌতসূত্র	১২
১.৯.৪. বৈখানসধর্মসূত্র	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বৈখানসধর্মসূত্র - একটি সমীক্ষা	১৫-৫৯
২.১. চতুর্বর্ণের ধর্ম	১৬
২.২. আশ্রমের প্রকারভেদ	১৭

২.২.১. সদাচার ১৭
২.২.১.১. মূত্রপুরীষবিসর্জন বিধি ১৭
২.২.১.২. শৌচবিধি ১৮
২.২.১.৩. প্রাণায়াম লক্ষণ ১৮
২.২.১.৪. অভিবাদনের প্রকারসমূহ ১৯
২.২.১.৫. অভিবাদনের ফল ১৯
২.২.১.৬. বেদাধ্যয়নের বিধি ও নিষেধ সমূহ ২০
২.২.১.৭. স্নানের বিধিসমূহ ২০
২.২.১.৮. তর্পণ বিধি ২১
২.২.১.৯. খাদ্যগ্রহণ বিধি ২২
২.২.১.১০. খাদ্যবস্তু শুদ্ধিকরণের বিধি ২৩
২.২.২. ব্রহ্মচারীর ধর্ম ২৩
২.২.২.১. ব্রহ্মচারীর প্রকারভেদ ২৪
ক) গায়ত্র ব্রহ্মচারী ২৫
খ) ব্রাহ্ম ব্রহ্মচারী ২৫
গ) প্রাজাপত্য ব্রহ্মচারী ২৫
ঘ) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ২৬
২.২.৩. গৃহস্থের ধর্ম ২৬
২.২.৩.১. গৃহস্থের প্রকারভেদ ২৮
ক) বার্তাবৃত্তি গৃহস্থ ২৯
খ) শালীনবৃত্তি গৃহস্থ ২৯
গ) যাযাবর গৃহস্থ ২৯
ঘ) ঘোরাচারিক গৃহস্থ ২৯
২.২.৪. বানপ্রস্থ ৩০
২.২.৪.১. বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণকালে শ্রামণক অগ্নি স্থাপনের বিধিসমূহ ৩০
২.২.৪.২. বানপ্রস্থের ধর্ম ৩৩
২.৪.৫. বানপ্রস্থের প্রকারভেদ ৩৪
২.২.৫.১. সপত্নীক বানপ্রস্থ ৩৪

ক) ঔদুম্বর বানপ্রস্থ ৩৪
খ) বৈরিঞ্চ বানপ্রস্থ ৩৫
গ) বালখিল্য বানপ্রস্থ ৩৫
ঘ) ফেনপ বানপ্রস্থ ৩৫
২.২.৫.২. অপত্নীক বানপ্রস্থ ৩৬
২.২.৬. ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণের অনুষ্ঠেয় বিধি ৩৮
২.২.৬.১. ভিক্ষুকের ধর্ম ৪১
২.২.৬.২. ভিক্ষুকের প্রকারভেদ ৪২
ক) কুটীচক ভিক্ষুক ৪২
খ) বহুদক ভিক্ষুক ৪৩
গ) হংস ভিক্ষুক ৪৩
ঘ) পরমহংস ভিক্ষুক ৪৩
২.২.৭. আশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের ফল ৪৪
২.২.৭.১. সকাম ৪৪
২.২.৭.২. নিষ্কাম ৪৫
ক) প্রবৃত্তিনিষ্কাম ৪৫
খ) নিবৃত্তিনিষ্কাম ৪৫-৪৮
- অনিরোধক
- নিরোধক
- মার্গগ
- বিমার্গগ
- দূরগ একার্ষ্য
- অদূরগ একার্ষ্য
- ভ্রূমধ্যগ একার্ষ্য
- সম্ভক্ত একার্ষ্য
- অসম্ভক্ত একার্ষ
- বিসরগ

২.২.৮. বর্ণাশ্রমের মোক্ষোপায় ৪৯

২.২.৯. নারায়ণ দেবতার উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান ৪৯
২.৩. মিশ্রজাতি ৫২
২.৩.১.অনুলোমজ সন্তান ৫২
২.৩.২.প্রতিলোমজ সন্তান ৫৩
২.৩.৩.অন্তরাল জাতি ৫৩
২.৩.৪. ব্রাত্য ৫৪
২.৩.৫. অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত অনুলোমজ সন্তান ৫৪
২.৩.৬. অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত প্রতিলোমজ সন্তান ৫৪
২.৪. মিশ্রজাতির জীবিকা ৫৫
২.৪.১. অনুলোম জাতির জীবিকা ৫৫
২.৪.২. প্রতিলোম জাতির জীবিকা ৫৬
২.৪.৩. অন্তরাল জাতির জীবিকা ৫৭
২.৪.৪. ব্রাত্য জাতির জীবিকা ৫৮
২.৪.৫. অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত অনুলোম জাতির জীবিকা ৫৮
২.৪.৬. অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত প্রতিলোম জাতির জীবিকা ৫৮

তৃতীয় অধ্যায়ঃ তৈত্তিরীয়শাখান্তর্গত ধর্মসূত্রগুলির তুলনাত্মক অধ্যয়ন ৬০-৯০
৩.১.চতুর্বর্ণ ৬১
৩.১.১. বর্ণধর্ম ৬১
৩.২. চতুরাশ্রম ৬৪
৩.২.১. চতুরাশ্রমের সদাচার বিধি ৬৫
৩.২.১.১. অভিবাদন-বিধি ৬৫
৩.২.১.২. বেদাধ্যয়নের বিধি-নিষেধ ৬৭
৩.২.১.৩. স্নানের বিধি ৬৯
৩.২.১.৪. তর্পণ বিধি ৭১
৩.২.১.৫. খাদ্যগ্রহণ বিধি ও ভোজ্যাভোজ্য ৭১
৩.২.১.৬. খাদ্যবস্তুর শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া ৭৪
৩.২.১.৭. বিভিন্ন পাত্রের শুদ্ধি ৭৫

৩.২.১.৮. আচমন বিধি ৭৭
৩.২.২. ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ৭৮
৩.২.২.১. ব্রহ্মচারীর গ্রহণীয় উপকরণসমূহ ৭৮
৩.২.২.২. ব্রহ্মচারীর কর্তব্যকর্মের বিধি-নিষেধ ৮০
৩.২.২.৩. ব্রহ্মচারীর প্রকারভেদ ৮৩
৩.২.৩. গার্হস্থ্য আশ্রম ৮৩
৩.২.৪. বানপ্রস্থ আশ্রম ৮৫
৩.২.৫. ভিক্ষুক আশ্রম ৮৬
৩.২.৬. মিশ্রজাতি ৮৭

উপসংহারঃ ৯১-৯৭

পরিশিষ্ট- ১ ৯৮-১০২

পরিশিষ্ট- ২ ১০৩-১১০

গ্রন্থপঞ্জী ১১১-১১৪

ভূমিকা

ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে কোন গবেষণার প্রাক্কালে ধর্ম শব্দটির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা প্রয়োজন। ধর্ম শব্দটিকে বর্তমান যুগে যেভাবে বিশেষ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্বিত করা হয় বা তাদের কোন ক্রিয়াকলাপ বা ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করা হয়, প্রাচীন ভারতীয় *ধর্মশাস্ত্রে* আদৌ সেই অর্থে *ধর্ম* শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি। ইংরাজী অভিধানে *ধর্ম* শব্দটির বেশ কিছু পর্যায়বাচী শব্দ পাওয়া গেলেও *ধর্ম* শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্ধারে তা অসমর্থ। বস্তুতঃ *ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম* বলতে মানুষের কর্তব্যকর্মকে বোঝানো হত, যা নিঃসন্দেহে ব্যক্তি মানুষের সামাজিক অবস্থান বা জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী পরিবর্তিত হত।

প্রাচীন ভারতের প্রামাণিক গ্রন্থ হল বেদ। *ঋক, সাম, যজু, অথর্ব-* এই চারটি বেদের প্রত্যেকটি আবার *সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক* ও *উপনিষদ* - এই চারটি ভাগে বিভক্ত। বেদের যথাযথ অধ্যয়নের জন্য *বেদাঙ্গের* জ্ঞান আবশ্যক। *শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দ-জ্যোতিষ-* এই ষড় *বেদাঙ্গের* সম্যক জ্ঞান বেদের অর্থ উপলব্ধির সহায়ক। এই বেদাঙ্গের অন্যতম *কল্পসূত্র* থেকেই *ধর্মসূত্রের* উদ্ভব।

বিভিন্ন বেদের সংশ্লিষ্ট *শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম* ও *শুল্বসূত্র* পাওয়া যায়। *কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়শাখায়* যে চারটি *ধর্মসূত্র* পাওয়া যায় সেগুলি হল, *আপস্তম্বধর্মসূত্র, বৌধায়নধর্মসূত্র, হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র* এবং *বৈখানসধর্মসূত্র*। এর মধ্যে *আপস্তম্বধর্মসূত্র* ও *বৌধায়নধর্মসূত্রে ধর্মসূত্রের* আলোচ্য নানাবিধ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। *হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র* কার্যত *আপস্তম্বধর্মসূত্রের* প্রতিলিপি। কিন্তু *বৈখানসধর্মসূত্র* আকারে অন্য *ধর্মসূত্র* অপেক্ষা ছোট হলেও কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল যা *তৈত্তিরীয়শাখান্তর্গত* অপর *ধর্মসূত্রগুলির* থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধানেই বর্তমান বিষয়টিকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণা নিবন্ধের শিরোনাম: ***ধর্মসূত্রসাহিত্যে***

বৈখানসধর্মসূত্রের স্থান। আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র বিষয়বস্তু তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে –

- ভূমিকা
- প্রথম অধ্যায়: *ধর্মসূত্রের* ইতিহাস- একটি সাধারণ ধারণা
- দ্বিতীয় অধ্যায়: *বৈখানসধর্মসূত্র*– একটি সমীক্ষা
- তৃতীয় অধ্যায়: তৈত্তিরীয়শাখান্তর্গত *ধর্মসূত্রগুলির* তুলনাত্মক অধ্যয়ন
- উপসংহার

এই গবেষণাকার্যে টি. গণপতি শাস্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদিত *বৈখানসধর্মপ্রশ্ন* নামক গ্রন্থটিকে মূলগ্রন্থরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে Dr. W. Caland সম্পাদিত Vaikhānasasmārtasūtram গ্রন্থটির সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও Patrick Olivelle রচিত Dharmasutras the Law Codes of Āpastamba, Gautama, Baudhāyana and Vasiṣṭha নামক গ্রন্থটি এবং P. V. Kane রচিত History of Dharmaśāstra গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এই গবেষণা কার্যের জন্য বিশেষ সহায়ক।

W. Caland মহোদয় *গৃহ্য ও ধর্মসূত্র* সমন্বিত তাঁর *বৈখানসস্মার্তসূত্র* গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে ব্যবহৃত পাঁচটি মাতৃকা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন এবং শুধু ধর্মসূত্র অংশটির জন্য T. Gaṇapati Sāstri সম্পাদিত *বৈখানসধর্মপ্রশ্ন* গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, Caland সম্পাদিত গ্রন্থের *ধর্মসূত্র* অংশটি এবং T. Gaṇapati Sāstri মহোদয় সম্পাদিত *বৈখানসধর্মপ্রশ্ন* হুবহু এক। কিন্তু Caland তাঁর গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশে *বৈখানসস্মার্তসূত্র*-কে বৈখানস সম্প্রদায়ের বলে উল্লেখ করেছেন।[১] অন্যদিকে Gaṇapati Sāstri *বৈখানসধর্মপ্রশ্ন* গ্রন্থটির প্রারম্ভে এবং উপক্রমণিকায় গ্রন্থটিকে মহর্ষি বিখনস প্রণীত বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

T. Gaṇapati Sāstri মহোদয় সম্পাদিত *বৈখানসধর্মপ্রশ্ন* নামক গ্রন্থটিতে তিনটি প্রশ্ন ও একচল্লিশ'টি খণ্ড এবং তিনশত বিরানব্বই'টি সূত্র

---

[১] W. Caland, Vaikhānasasmārtasutram, preface, pp v.

[২] টি. গণপতি শাস্ত্রী, বৈখানসধর্মপ্রশ্ন, মুখবন্ধ.

রয়েছে। W. Caland সম্পাদিত *বৈখানসস্মার্তসূত্রম্* নামক গ্রন্থের অষ্টম, নবম ও দশম- এই তিনটি প্রশ্ন নিয়ে *বৈখানসধর্মসূত্র* যার প্রথম প্রশ্নে এগারো'টি খণ্ড, দ্বিতীয় প্রশ্নে ও তৃতীয় প্রশ্নে পনেরো'টি কবে খণ্ড আছে।

প্রথম অধ্যায়ে *ধর্মসূত্রের* উদ্ভব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করে *তৈত্তিরীয়* শাখান্তর্গত *ধর্মসূত্রগুলি* সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে যে ক'টি *ধর্মসূত্র* সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় সেগুলি হল- *আপস্তম্বধর্মসূত্র, গৌতমধর্মসূত্র, বৌধায়নধর্মসূত্র* এবং *বসিষ্ঠধর্মসূত্র*। বর্তমানে যে *বিষ্ণুস্মৃতি* পাওয়া যায় তা সম্ভবতঃ *বিষ্ণুধর্মসূত্রেরই* পরিবর্তিত রূপ। এছাড়াও আছে *হারীতধর্মসূত্র* এবং *শঙ্খলিখিতধর্মসূত্র*। খ্রীষ্টিয় শতকের অব্যবহিত পূর্বে আরও বেশ কিছু *ধর্মসূত্র* রচিত হয়েছিল। বর্তমানে প্রাপ্ত মূল চারটি *ধর্মসূত্রের* মধ্যে মাঝে মধ্যেই সেগুলির উল্লেখ আছে কিন্তু মূল গ্রন্থগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। এর মধ্যে তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত *ধর্মসূত্রগুলি* হল *আপস্তম্বধর্মসূত্র, বৌধায়নধর্মসূত্র, হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র* এবং *বৈখানসধর্মসূত্র*। এর মধ্যে *হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র* কার্যত *আপস্তম্বধর্মসূত্রেরই* পুনরাবৃত্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈখানসধর্মসূত্রের উপজীব্য বিষয়ের বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপন করা হয়েছে। এই *ধর্মসূত্রের* প্রথম প্রশ্নে আলোচিত হয়েছে- চতুর্বর্ণের ধর্ম, আশ্রমের চার প্রকার ভেদ, ব্রহ্মচারীর ধর্ম ও চার প্রকার ব্রহ্মচারীর ভেদ, গৃহস্থের ধর্ম ও গৃহস্থের চার প্রকার ভেদ, বানপ্রস্থ আশ্রমের ধর্ম ও বানপ্রস্থ আশ্রমের দুই প্রকার ভেদ, শ্রামণক অগ্নিকুণ্ড স্থাপনের বিধি, ভিক্ষুকধর্ম ও ভিক্ষুকের চার প্রকার ভেদ, আশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের ফল এবং বর্ণাশ্রমের মোক্ষলাভের বিধি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচিত বিষয়গুলি হল- বানপ্রস্থ আশ্রমে শ্রামণক অগ্নির চয়ন বিধি, সন্ন্যাস আশ্রমের পালনীয় বিধিসমূহের নির্দেশ, চতুরাশ্রমের সাধারণ নিয়ম, যেমন- স্নানের বিধি, তর্পণ বিধি, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রশ্নে গৃহস্থের পালনীয় বিধির নির্দেশ, খাদ্যবস্তু ও যাগযজ্ঞাদি বস্তুর শুদ্ধিকরণের বিধি, বানপ্রস্থর পালনীয় বিধির নির্দেশ, সন্ন্যাসীর পালনীয়

বিধির নির্দেশ, মৃতসন্ন্যাসীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিধি, সন্ন্যাস আশ্রমে নারায়ণ ভক্তি এবং মিশ্রজাতির উৎপত্তি ও কর্মবিধি আলোচিত হয়েছে।

গবেষণা- নিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মসূত্রে প্রাপ্ত এই তথ্যগুলি ভিন্নভাবে উপন্যস্ত করা হয়েছে। বিষয়গুলি গ্রন্থানুসারে বিবৃত না করে বিষয়ানুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে। তদনুযায়ী প্রথমে চতুর্বর্ণের ধর্ম, চতুরাশ্রমের প্রকারভেদ উল্লেখ করে চতুরাশ্রমের সদাচার বিধির উপস্থাপন করা হয়েছে। সদাচার বিধির মধ্যে আচমন বিধি, অভিবাদন বিধি, বেদপাঠের বিধি ও নিষেধ, মধ্যাহ্ন সংস্কারের বিধি, স্নানের বিধি, খাদ্য গ্রহণের বিধি ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। তারপর ব্রহ্মচারীর কর্তব্যকর্ম এবং প্রকারভেদ, গৃহস্থের প্রকারভেদ ও করণীয় কর্মের নিয়মাবলী আলোচনা করা হয়েছে। বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণকালে শ্রামণক অগ্নি স্থাপনের বিধিসমূহের আলোচনা করে বানপ্রস্থের কর্মবিধি ও তার প্রকারভেদ উল্লেখ করা হয়েছে। সন্ন্যাসীর কর্মবিধি এবং ভিক্ষুক সন্ন্যাসী ও যোগী সন্ন্যাসীর প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের ফল ও মোক্ষলাভের উপায়, নারায়ণ দেবতার তাদের জীবিকা প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে *তৈত্তিরীয়* শাখান্তর্গত অন্য ধর্মসূত্রগুলির সঙ্গে *বৈখানসধর্মসূত্রের* তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রটিকে* প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে কারণ *বৈখানসধর্মসূত্রের* সাথে *বৌধায়নধর্মসূত্রের* আলোচিত বিষয়াবলীর সাদৃশ্য অধিক পরিলক্ষিত হয়। তাই বৌধায়নধর্মসূত্রকে আলোচনার প্রথমে রাখা হয়েছে, তারপর *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* এবং শেষে *হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রের* উপস্থাপন করা হয়েছে। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* শতাধিক সূত্র *হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রে* উল্লিখিত হওয়ায় পুনরুক্তি পরিহারার্থে তুলনাত্মক আলোচনায় *হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রের* উল্লেখ অনেক ক্ষেত্রেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই অধ্যায়ে *তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত ধর্মসূত্রগুলির* নানা বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে, যেমন- *ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-* এই চার

বর্ণের পৃথক পৃথক কর্মের বিধানে, উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারীর গৃহীত উপকরণসমূহে, *ব্রহ্মচারীর* পালনীয় ও নিষিদ্ধ কর্মের বিধানে, অভিবাদন বিধিতে, বেদাধ্যয়নের বিধি ও নিষেধ বিষয়ে, তর্পণ, স্নান, খাদ্যগ্রহণের বিধিতে, বস্তুর শুদ্ধিকরণের আলোচনায়, শৌচবিধি এবং গৃহস্থের কর্তব্যকর্মের ক্ষেত্রে এবং কিছু মিশ্রজাতির উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহারে *কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়* শাখান্তর্গত আপস্তম্ব, বৌধায়ন, হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্র থেকে *বৈখানস ধর্মসূত্রের* স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদক কিছু মৌলিক বিষয়ের উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, *শ্রৌতসূত্রের* ন্যায় এখানে যাগযজ্ঞিয় ক্রিয়াকলাপ এবং *শুল্বসূত্রের* ন্যায় যজ্ঞবেদির পরিমাপ ও গঠন পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, যা তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত অন্যান্য *ধর্মসূত্রগুলিতে* নেই। নানাবিধ মিশ্রজাতির আলোচনা প্রসঙ্গেই *বৈখানসধর্মসূত্রে* উপস্থাপিত হয়েছে মিশ্রজাতির জীবিকার প্রসঙ্গ। মিশ্রজাতির জীবিকা নির্বাহের কর্মগুলির উল্লেখ *বৈখানসধর্মসূত্রের* মৌলিক সংযোজন বলা যায়। কারণ, তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত অন্যান্য ধর্মসূত্রগুলিতে মিশ্রজাতির জীবিকা বিষয়ে একটিও সূত্র লক্ষ্য করা যায় না। নারায়ণ দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন ও ভক্তি প্রদর্শন, চতুরাশ্রমের মোক্ষলাভের উপায়, বানপ্রস্থের নানা নিয়মবিধি এই ধর্মসূত্রের মৌলিক সংযোজন বলা যায়। এছাড়াও অষ্টাঙ্গ *যোগ,* অষ্টাঙ্গ *আয়ুর্বেদ* এবং *ভূততন্ত্র* নামক গ্রন্থের উল্লেখ এখানে আছে। *বৈখানসধর্মসূত্রে* সন্ন্যাস ও ক্ষত্রিয়কে শ্রামণক অগ্নি চয়নের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি এই *ধর্মসূত্রকে ধর্মসূত্রের* ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে।

এই গবেষণা পত্রটি বাংলা ভাষায়, *কালপুরুষ* হরফ-এ ক্রমাঙ্ক ১৬তে এবং পাদটীকা ক্রমাঙ্ক ১৪তে এবং গ্রন্থপঞ্জী MLA- পদ্ধতিতে সংস্কৃত ও ইংরাজি গ্রন্থগুলি প্রথমে ও তারপর হিন্দিগ্রন্থ ও শেষে বাংলাগ্রন্থ উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ধর্মসূত্রের ইতিহাস- একটি সাধারণ ধারণা

ধর্ম শব্দটির অর্থ ধারণ বা পালন। ঋগ্বেদে ধারণার্থে এবং পালনার্থে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়[১]। যজুর্বেদে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ হয়েছে ধারণার্থে ও পালকার্থে[২]। অথর্ববেদেও ধর্ম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়[৩]। ধর্ম শব্দটিকে বর্তমান যুগে যেভাবে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বা ধর্মীয় ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়, প্রাচীন ভারতীয় ***ধর্মশাস্ত্রে*** *ধর্ম* শব্দটি আদৌ সেই অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। সেখানে মানুষের কর্তব্যকর্ম-কেই *ধর্ম* বলে উল্লেখ করা হয়েছে[৪]। সেই করণীয় কর্মের একটা অংশ নিশ্চিতরূপে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান ছিল, কিন্তু শুধু সেটাকেই *ধর্ম* বলে ব্যাখ্যা করা অসমীচীন হবে। *ধর্ম* শব্দটির ইংরেজি পর্যায়বাচী শব্দ *law* বলা যেতে পারে, যদিও বর্তমান আইনি ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে *Civil law* বা *Criminal law* অর্থেও ধর্ম শব্দটির প্রয়োগ অসঙ্গত হবে। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বর্ণাশ্রমভিত্তিক প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মানুষের ধর্ম (কর্তব্যকর্ম) পাঁচপ্রকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে – বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, গুণধর্ম ও নিমিত্তধর্ম[৫]।

---

[১] ইমমঞ্জস্পামুভয়ে অকৃণ্বত ধর্মণমগ্নিং বিদথস্য সাধনম্। ঋ. সং. ১০.৯২.২

[২] মিত্রাবরুণৌ ত্বত্তরতঃ পরিধত্তাং ধ্রুবণ ধর্মণা বিশ্বস্যাবিষ্টত্বে যজমানস্য পরিধিরস্যগ্নিরিড ঈরিতঃ। যজু. সং. ৫.২৭

[৩] ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ । ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে।। অথর্ব. সং. ১১.৪.২.৭

[৪] ধর্মশব্দোঽত্র কর্তব্যতাবচনঃ। কুল্লূকভট্ট. মনু. ৭.১

[৫] স চ স্মার্তো ধর্মঃ পঞ্চবিধো ভবতি বর্ণধর্মঃ, আশ্রমধর্মঃ, বর্ণাশ্রমধর্মঃ, গুণধর্মঃ, নিমিত্তধর্মশ্চেতি। তত্রাঽপি সাধারণবিশিষ্টধর্মভেদেন দৈবিধ্যং দ্রষ্টব্যম্। 'দ্বিজাতীনামধ্যয়নম্' ইত্যাদিঃ সাধারণধর্মো বর্ণধর্মঃ। ব্রাহ্মণস্যাঽধিকাঃ

ধর্মসূত্রগুলি বস্তুতঃ সনাতন বৈদিক সাহিত্যেরই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। ঋক, সাম, যজু, অথর্ব- বেদ এই চারটি হলেও এর প্রত্যেকটি আবার নানা শাখায় বিভক্ত। প্রতিটি বেদে আবার আছে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ - এই চারটি ভাগ। বৈদিক সাহিত্যের মন্ত্রভাগ পদ্যে লিখিত হলেও ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। একইভাবে বেদাঙ্গগুলিতেও সেই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, অর্থাত সেগুলিও গদ্যে বিরচিত। বেদের অর্থোপলব্ধি করে যথাযথ অধ্যয়নের জন্য বেদাঙ্গের জ্ঞান আবশ্যক। বেদাঙ্গ ছয়টি – শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। বেদাঙ্গগুলি সূত্রাকারে রচিত।

ধর্মসূত্রগুলি বেদাঙ্গের অন্তর্গত কল্পসূত্রের অংশ। কল্পসূত্রে তিন ধরণের রচনা পাওয়া যায়- শ্রৌতসূত্র যা মূলত বৈদিক যাগযজ্ঞীয় ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয়, গৃহ্যসূত্র যা গৃহ-সম্বন্ধীয় আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ক এবং ধর্মসূত্র, যেখানে গৃহ্য আচার অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে সামাজিক বহু বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও শুল্বসূত্র রয়েছে যা কিন্তু সম্পূর্ণই ভিন্ন প্রকৃতির, যেখানে যজ্ঞবেদির পরিমাপ ও গঠন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

সূত্র হল সংক্ষিপ্ততম বাক্য। কখনও কখনও সূত্রে একটিমাত্র পদেরও প্রয়োগ হত। যে কোনও গুরুগম্ভীর, অর্থবহ বিষয়কে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করাই ছিল সূত্রের উদ্দেশ্য। সূত্রসাহিত্যের এই প্রকৃতির প্রশংসা করেছেন Winternitz মহোদয়[৬]। যে কোনও সূত্রগ্রন্থে দেখা যায়, প্রতিটি সূত্র

'প্রবচনযাজনপ্রাতেগ্রহাঃ' ইত্যাদির্বিশিষ্টঃ। তথা আশ্রমধর্মো দয়াদিস্সাধারণঃ। অগ্নীন্ধনাদির্বিশিষ্টঃ। তথা বর্ণাশ্রমধর্মোঽপ্যগ্নীন্ধনাদিস্সাধারণঃ। বৈল্বদণ্ডধারণাদির্বিশিষ্টঃ। অভিষেকাদিগুণযুক্তস্য রাজ্ঞো রক্ষণং গণধর্মঃ। হিংসাদির্নিমিত্তধর্মঃ। উপাদেযানুপাদেযতাকৃতো গুননিমিত্তয়োর্বিশেষ। বিবরণ. বৌ.ধা.সূ. ১.১.১.৩

[৬] They arose out of the need for compiling the rules for the sacrificial ritual in a shorter, more manageable and connected form for the practical purposes of the priests. Winternitz, A History of Indian Literature. Vol. I. pp 272.

গঠনগত দিক দিয়ে পূর্ববর্তী সূত্রের সাথে অন্বিত এবং অনেক সময় পূর্ববর্তী সূত্রের কিছু পদ পরবর্তী সূত্রে অনুবৃত্ত হত। প্রতিটি সূত্র যেন এক একটি মুক্তা যেগুলি পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত রূপে একটি মূল সূত্রে গ্রথিত -- এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন প্যাট্রিক অলিভেল[৭]।

ধর্মসূত্রগুলি মূলতঃ সূত্রাকারে বিরচিত, যদিও প্রতিটি ধর্মসূত্রেই কিছু শ্লোক পাওয়া যায়। বর্তমানে যে কটি ধর্মসূত্র সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, সেগুলি হল- *আপস্তম্বধর্মসূত্র, গৌতমধর্মসূত্র, বৌধায়নধর্মসূত্র এবং বসিষ্ঠধর্মসূত্র*। এছাড়াও *হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র* পাওয়া যায়, কিন্তু কার্যত তা *আপস্তম্বধর্মসূত্রেরই* পুনরাবৃত্তি। এর মধ্যে আপস্তম্ব এবং বৌধায়ন ধর্মসূত্রই বৃহত্তর কল্পসূত্রের অঙ্গ হিসেবে উপলব্ধ। খ্রীষ্টিয় শতকের অব্যবহিত পূর্বে কিছু ধর্মসূত্র রচিত হয়েছিল, পূর্বোক্ত চারটি ধর্মসূত্রের মধ্যে মাঝে মাঝেই যার উল্লেখ পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণরূপে এখন আর পাওয়া যায় না। বর্তমানে যে *বিষ্ণুস্মৃতি* পাওয়া যায় তা হয়ত *বিষ্ণুধর্মসূত্রেরই* পরিবর্তিত রূপ। গ্রন্থটিতে শ্লোকের তুলনায় সূত্রের সংখ্যা অধিক। এছাড়াও *হারীত ধর্মসূত্র* এবং *শঙ্খলিখিতধর্মসূত্রের* নাম পাওয়া যায়। আরও পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল *বৈখানসধর্মসূত্র* যা বর্তমান গবেষকের অধ্যয়নের বিষয়।

অনুমান করা যায়, ধর্মসূত্রগুলি ক্রমশঃই বৈদিক শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। শ্রৌতসূত্র এবং গৃহ্যসূত্রগুলিতে যে বিভিন্ন

---

[৭] Individual *sūtras* are often syntactically connected to the preceding, words of earlier *sūtras* being implicit in later ones, a convention technically called *anuvṛtti*. This convention makes the entire composition similar to a chain and each *sūtra* a link in that chain. It is this characteristic that probably gave it the name *sūtra*, the composition being compared to a thread on which each aphorism is strung like a pearl. Patrick Olivelle, Dharmasūtras the Law Codes of Āpastamba, Gautama, Baudhāyana and Vasiṣṭha. Intro. pp xxiv.

আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায় তার থেকেই কোন না কোন বৈদিক শাখার সঙ্গে তাদের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মসূত্রগুলি কিন্তু তা নয়। ধর্মসূত্রগুলিতে ব্যক্তি মানুষের আচরণ বিধি ও সামাজিক নিয়মবিধি থেকে শুরু করে দেওয়ানী, ফৌজদারি আইন পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর সেই কারণেই ধর্মসূত্রগুলি অনেকাংশেই বৈদিক শাখার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হয়েও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল।

১.১. আপস্তম্বধর্মসূত্র

আপস্তম্বধর্মসূত্রের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সংস্কৃত সম্পূর্ণ টীকাটি কুম্ভকোনম থেকে প্রকাশ করেন, যার ভূমিকা সহ অনুবাদ Buhler করেছেন। P.V. Kane মনে করেন, আপস্তম্বধর্মসূত্রটি, গৌতমধর্মসূত্র ও বৌধায়নধর্মসূত্রের পরবর্তীকালের কিন্তু হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র থেকে পূর্ববর্তী। এই ধর্মসূত্রে বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যার থেকে অনুমান করা যায় আপস্তম্বধর্মসূত্রের রচনাকাল বেদাঙ্গের পরবর্তী সময়ে। এছাড়াও আপস্তম্বধর্মসূত্রে পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়, এই বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে পি. ভি. কানে এই ধর্মসূত্রের রচনাকাল ৬০০-৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ মনে করেছেন[৮]।

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখায় আপস্তম্বধর্মসূত্রটি পাওয়া যায়। আপস্তম্ব কল্পসূত্রটিতে তিরিশটি প্রশ্ন আছে। Buhler এর মতে- আপস্তম্বকল্পসূত্রের প্রথম দুটি প্রশ্ন শ্রৌতসূত্র, ষড়বিংশ থেকে সপ্তবিংশ প্রশ্ন গৃহ্যসূত্র, অষ্টাবিংশ থেকে ঊনত্রিংশ প্রশ্ন ধর্মসূত্র এবং ত্রিংশ প্রশ্ন শুল্বসূত্র[৯]। আপস্তম্বধর্মসূত্রের কেবল একটি ভাষ্য লভ্য, তা হল হরদত্তকৃত *উজ্জ্বলাবৃত্তি*। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র দুটি প্রশ্নে বিভক্ত। প্রতিটি প্রশ্ন এগারটি করে পটলে বিভক্ত। এছাড়াও প্রথম প্রশ্নে বত্রিশটি কণ্ডিকা এবং দ্বিতীয় প্রশ্নে ঊনত্রিশটি কণ্ডিকায় এই ধর্মসূত্রটি বিন্যস্ত। এই ধর্মসূত্রে একই বিষয় কোন ব্যবধান ছাড়া কণ্ডিকার পর কণ্ডিকা

---

[৮] পি. ভি. কানে, হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ৪১-৪২

[৯] ঐ, পৃষ্ঠা. ৩২

আলোচিত হয়েছে এবং কখনো কখনো একটি বিষয়ের আলোচনার মধ্যেই অন্য বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, যেমন- প্রথম পটলে ব্রহ্মচারীর কর্তব্যকর্মের আলোচনার মধ্যে চতুর্থ পটলে গৃহস্থ আশ্রমের কর্মবিধি আলোচিত হয়েছে এবং পুনরায় ব্রহ্মচারীর কর্তব্য কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে।

১.২. গৌতমধর্মসূত্র

পি. ভি. কানের মতে বিদ্যমান ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে গৌতমধর্মসূত্র সর্বপ্রাচীন। এই ধর্মসূত্রের সংস্করণ একাধিকবার হয়েছে। গৌতমধর্মসূত্রের টীকা রচনা করেছেন হরদত্ত। এছাড়াও মস্করিভাষ্য সহ মাইসোর সংস্করণ পাওয়া যায় যার ভূমিকা সহ ইংরেজি অনুবাদ করেছেন Buhler। সামবেদের গোভিল গৃহ্যসূত্রেও গৌতমকে প্রমাণরূপে স্বীকার করা হয়। বৌধায়ন ধর্মসূত্র, বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র, মনুসংহিতা এবং যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে গৌতমের উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌতম ধর্মসূত্রের রচনাকাল পাণিনির পূর্ব বা পাণিনির সমকালীন বলে মনে করা হয়, পি. ভি. কানের মতে- এই ধর্মসূত্রের রচনাকাল ৪০০-৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ[১০]। গৌতম সামবেদের রাণায়নীয় শাখার অন্তর্গত।

হরদত্তকৃত মিতাক্ষরা টীকানুসারে গৌতমধর্মসূত্রে অষ্টাদশ অধ্যায় আছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংস্করণে কর্মবিপাক নামে আর একটি অধ্যায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলী থেকে প্রকাশিত বর্তমান সংস্করণে তিনটি প্রশ্ন আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে নয়টি করে অধ্যায় এবং তৃতীয় প্রশ্নে দশটি অধ্যায় আছে। এই ধর্মসূত্রে সামাজিক নানা বিষয়ের উপস্থাপন হয়েছে, যেমন- রাজধর্ম, বর্ণধর্ম, নিত্যকর্ম, অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি। গৌতমধর্মসূত্র কেবল গদ্যতে রচিত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ ও কোন শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি এবং একে কল্পসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র গ্রন্থ মনে করা হয়।

---

[১০] ঐ, পৃষ্ঠা. ১৯

১.৩. বৌধায়নধর্মসূত্র

ধর্মসূত্রসাহিত্যে বৌধায়ন ধর্মসূত্রের উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রের অনেক স্থানে বৌধায়ন নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন- ঋষি তর্পণে কাণ্ব বৌধায়নের নামের উল্লেখ আছে[১১]। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বৌধায়নধর্মসূত্র রচনার পূর্বে কাণ্ব নামক আচার্য ছিলেন। বৌধায়ন ধর্মসূত্রের রচয়িতা কাণ্ব বৌধায়নের বংশজ ছিলেন[১২]। এই ধর্মসূত্রে কাণ্ব বৌধায়নকে প্রাচীন ঋষিরূপে স্মরণ করা হয়েছে। গোবিন্দস্বামী বৌধায়নকে কাণ্বায়ন বলেছেন[১৩]।

বৌধায়নের সময় উপনিষদের যুগের অনেকটা পরবর্তী বলে মনে করা হয়, কারণ বৌধায়নধর্মসূত্রে উপনিষদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে[১৪]। Buhler এর মতে- বৌধায়নধর্মসূত্র গৌতমধর্মসূত্রের পরবর্তীকালের। বৌধায়নধর্মসূত্র ও আপস্তম্ব ধর্মসূত্র এই দুটি ধর্মসূত্রের কোনটি প্রাচীন তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। Buhler বৌধায়ন ধর্মসূত্রকে প্রাচীন বলার পক্ষপাতী এবং এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি হল যে, আপস্তম্বধর্মসূত্রে বৌধায়নধর্মসূত্রের মতবাদের আলোচনা করা হয়েছে[১৫]। Buhler গৌতমধর্মসূত্রকে সর্বপ্রাচীন বলে মনে করেন এবং পি. ভি. কানে, লিন্‌গাট, এস. সি. ব্যানার্জি, এই মতের সমর্থন করেছেন। কিন্তু বি. কে. ঘোষ, মেয়র, কাংলে প্রমুখ আপস্তম্বধর্মসূত্রকে সর্বপ্রাচীন বলার পক্ষপাতী[১৬]।

---

[১১] বৌ.ধ.সূ. ২.৫.৯.১৪

[১২] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ২১

[১৩] বৌ.ধ.সূ. ১.২.৪.১৫ ও ২৪, ৩.৫.৮, ৩.৬.২০

[১৪] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ২৮

[১৫] ঐ, পৃষ্ঠা. ২৯

[১৬] প্যাট্রিক অলিভেল, ধর্মসূত্রস্ দি ল কোডস্ অফ আপস্তম্ব, গৌতম, বৌধায়ন অ্যাণ্ড বসিষ্ঠ, ভূমিকা. পৃষ্ঠা. ১৭

আপস্তম্বধর্মসূত্র সর্বপ্রাচীন এই মতের সমর্থন করেই প্যাট্রিক আলিভেল তাঁর *Dharmasutras the Law Codes of Āpastamba, Gautama, Baudhāyana and Vasiṣṭha* গ্রন্থে আপস্তম্বকে প্রথমে তারপর গৌতমধর্মসূত্র, বৌধায়নধর্মসূত্র এবং শেষে বসিষ্ঠধর্মসূত্রের উপস্থাপন করেছেন। আপস্তম্বধর্মসূত্রে বৌধায়নধর্মসূত্র অপেক্ষা ভাষাগত জটিলতা অনেক বেশি। পাণিনি নিয়মের বিপরীত ব্যাকরণের প্রয়োগ আপস্তম্বধর্মসূত্রে লক্ষ্য করা যায়[১৭]। পি. ভি. কানে এবং গোবিন্দস্বামী বৌধায়নধর্মসূত্রকে ৫০০ থেকে ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত বলে মনে করেছেন[১৮]।

বৌধায়নকে কৃষ্ণযজুর্বেদের আচার্য বলে মনে করা হয়। এই ধর্মসূত্রে চারটি প্রশ্ন ও সাতান্নটি খণ্ড এবং এক হাজার দু'শ ঊনচল্লিশটি সূত্র রয়েছে। প্রথম প্রশ্নে একুশটি খণ্ড এবং চারশ সত্তরটি সূত্র, দ্বিতীয় প্রশ্নে আঠারটি খণ্ড এবং চারশ'টি সূত্র, তৃতীয়প্রশ্নে দশটি খণ্ড এবং একশ বিরাশিটি সূত্র এবং চতুর্থপ্রশ্নে আটটি খণ্ড এবং একশ বত্রিশটি সূত্র রয়েছে। বৌধায়নধর্মসূত্রে ধর্মের লক্ষণ, ব্রহ্মচারী এবং স্নাতকের বিধি, চার বর্ণের কর্তব্য, রাজার কর্তব্য, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহ, উত্তরাধিকারের নিয়ম, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, পাপমুক্তির উপায়স্বরূপ ব্রত, গৃহস্থের জীবিকা, সন্ন্যাসীর কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

১.৪. বসিষ্ঠধর্মসূত্র

বসিষ্ঠধর্মসূত্রের অনেকগুলি সংস্করণ পাওয়া যায়। জীবানন্দের স্মৃতি সংগ্রহে বিংশতিতম এবং একবিংশতিতম অধ্যায় এবং Fuhrer – এর সংস্করণে ত্রিশ'টি অধ্যায়ে বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র পাওয়া যায়। বসিষ্ঠধর্মসূত্রের *বিদ্বানমোদিনী* নামে একটি ভাষ্য গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় যা বেনারস থেকে মুদ্রিত[১৯]। এই ধর্মসূত্রে পূর্বে রচিত ধর্মসূত্র থেকে অনেক বিষয় গৃহীত

---

[১৭] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ৩০

[১৮] ঐ, পৃষ্ঠা. ৩০

[১৯] ঐ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ৫০

হয়েছে। বসিষ্ঠধর্মসূত্রে আচারের মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হয়েছে। এখানে প্রথম অধ্যায় থেকে চতুর্দশতম অধ্যায় পর্যন্ত আচার বিষয়ক নানা নিয়ম উল্লিখিত হয়েছে। বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রে আচারকেই ধর্ম বলা হয়েছে[২০]। এছাড়াও এখানে রাজার কর্তব্য, মিশ্রজাতি, তপস্যার বিধি ইত্যাদির আলোচনা আছে।

উক্ত চারটি ধর্মসূত্রের রচনাকাল সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ তথ্যানুযায়ী আপস্তম্বধর্মসূত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, তারপর যথাক্রমে গৌতমধর্মসূত্র, বৌধায়নধর্মসূত্র, ও বসিষ্ঠধর্মসূত্র।

১.৫. হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র

হিরণ্যকেশীকল্পসূত্রের হিরণ্যকেশীকল্পসূত্রের ঊনবিংশতিতম ও বিংশতিতম প্রশ্ন হল গৃহ্যসূত্র এবং ছাব্বিশতম ও সাতাশতম প্রশ্ন হল হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রের শতাধিক সূত্র আপস্তম্বধর্মসূত্র থেকে গৃহীত হয়েছে। তাই হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র ও আপস্তম্বধর্মসূত্রের বিষয়গত অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আপস্তম্বধর্মসূত্র থেকে হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রের একাধিক সূত্র গ্রহীত হওয়ায় হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রের রচনাকাল আপস্তম্বধর্মসূত্রের পরবর্তীকালীন বলা হয়। পি. ভি. কানে হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রের রচনাকাল খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে মনে করেছেন[২১]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রের *উজ্জ্বলা* নামে একটি ভাষ্য পাওয়া যায়, মহাদেব দীক্ষিত এর রচয়িতা। Buhler মনে করেন - আপস্তম্বধর্মসূত্রের হরদত্তকৃত উজ্জ্বলা বৃত্তি থেকে মহাদেব দীক্ষিত তাঁর *উজ্জ্বলা* বৃত্তিতে পর্যাপ্ত তথ্য গ্রহণ করেছেন[২২]। তাই মহাদেব কৃত ব্যাখ্যাটি অনেকটাই বিস্তৃত। কেউ কেউ মনে করেন, মহাদেব দীক্ষিত হরদত্ত থেকে প্রাচীন কারণ হরদত্ত তার বৃত্তির প্রারম্ভে মহাদেবের স্তুতি করেছেন। তবে স্তুতিতে মহাদেব বলতে ভগবান

---

[২০] আচারঃ পরমো ধর্মঃ সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ। হীনাচারপরীতাত্মা প্রেত্য চেহ চ নশ্যতি।। ব.ধ.সূ. ৬.১

[২১] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ৪৫

[২২] ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৯

শিব অথবা বৃত্তিকার মহাদেব অথবা হরদত্তের গুরু কিংবা পিতার স্তুতি করা হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে বোঝা যায় না[২৩]। হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রের প্রশ্নগুলি পটলে বিভক্ত, দুটি প্রশ্নে যথাক্রমে আটটি এবং ছয়টি করে পটল আছে।

১.৬. বিষ্ণুধর্মসূত্র

বিষ্ণুধর্মসূত্র বিষ্ণুসংহিতা অথবা বিষ্ণুস্মৃতি নামে পরিচিত। কিন্তু পি. ভি. কানে বিষ্ণুধর্মসূত্র নামেই অভিহিত করেছেন। এই ধর্মসূত্র অনেক বার সংস্করণ হয়েছে, মনে করা হয় যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই ধর্মসূত্রে অনেক অংশ যুক্ত হয়েছে, ফলে এর রচনা কাল নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বলে মনে করা যেতে পারে[২৪]। ধর্মসূত্রটি পদ্য, গদ্য এবং পদ্য ও গদ্যের মিশ্রণে ১০০টি অধ্যায়ে বিরচিত। যজুর্বেদের কঠ শাখার সঙ্গে এই ধর্মসূত্রের সম্বন্ধ বলে মনে করা হয়। এখানে গীতা, মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির একাধিক বিষয় এখানে গৃহীত হয়েছে। এই ধর্মসূত্রটিতে ১০০ টি অধ্যায় থাকলেও অন্য সূত্র গ্রন্থ অপেক্ষা ছোট। বিষ্ণু ধর্মসূত্রতে বর্ণের কর্তব্য, রাজধর্ম, মিশ্র বিবাহ, মিশ্র জাতি, উত্তরাধিকারের নিয়ম, অশৌচ, শ্রাদ্ধ, স্ত্রী ধর্ম, সৎকার, পাপ, প্রায়শ্চিত্ত, গৃহস্থ ধর্ম, দেব পূজা, ভোজনের নিয়ম, কার্তিক স্নান, দান ভগবৎ স্তুতি এবং শেষে ধর্মসূত্র অধ্যয়নের ফল প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

১.৭. হারীতধর্মসূত্র

ধর্মসূত্রসাহিত্যে হারীতের নাম সম্মানের সাথে উল্লেখ করা হয়। হারীত ধর্মসূত্রের প্রকাশিত রূপ না পাওয়া গেলেও নানা ধর্মসূত্রে উদাহরণরূপে এই ধর্মসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন- আপস্তম্বধর্মসুত্রে, বৌধায়নতধর্মসূত্রে[২৫]

---

[২৩] ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৯

[২৪] ঐ, পৃষ্ঠা. ৬৯

[২৫] বৌ.ধ.সূ. ২.১.২.২১

এবং বসিষ্ঠধর্মসূত্রে[২৬] হারীতের নাম উল্লেখ আছে। তবে অন্যান্য ধর্মসূত্র অপেক্ষা আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে হারীত্রেঅ নামোল্লেখ অধিক পাওয়া যায়[২৭]। ভাষার বিচারে এই ধর্মসূত্রকে প্রাচীন কালের বলে মনে করা যেতে পারে কারণ এই ধর্মসূত্রে গদ্য রচনা লক্ষ্য করা যায় এবং অনুষ্টুপ ও ত্রিষ্টুপ ছন্দের ব্যবহার আছে। পি. ভি. কানের মতে খ্রীষ্টিয় ষষ্ট শতাব্দীতে হারীত ধর্মসূত্র পদ্য রূপেই উপলব্ধ ছিল[২৮]। হারীত ধর্মসূত্রে কাশ্মীরের *কফেল্লা* শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এর থেকে অনুমান করা হয় যে, হারীত কাশ্মীরী ছিলেন[২৯]।

হারীত ধর্মসূত্রে যে সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা প্রায় সমস্ত ধর্মসূত্রতেই পাওয়া যায়, যেমন- ধর্মের উপাদান, উপকুর্বান এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, স্নাতক, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ভোজনের নিয়ম, জন্ম-মরণে অশৌচ, শ্রাদ্ধ, রাজধর্ম, ব্যবহার বিধি, প্রায়শ্চিত্ত বিধি ইত্যাদি।

১.৮. শঙ্খলিখিতধর্মসূত্র

তন্ত্রবার্তিকে *শঙ্খলিখিত*ধর্মসূত্রের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তিপর্বে দুই ভাই শঙ্খ ও লিখিতের আখ্যান লক্ষ্য করা যায়[৩০]। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় উল্লিখিত বিংশতি স্মৃতিশাস্ত্রকাররূপে শঙ্খলিখিত নামের উল্লেখ আছে[৩১]। পরাশর- স্মৃতিতে বলা হয়েছে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি- এই চার যুগে ক্রমশ মনু, গৌতম, শঙ্খলিখিত এবং পরাশর প্রমুখের ধর্ম সম্বন্ধীয় অনুশাসন প্রমাণরূপে গণ্য হবে[৩২]। বিশ্বরূপ তথা তাঁর পরেও

---

[২৬] ব.ধ.সূ. ২.৫

[২৭] আ.ধ.সূ. ১.৪.১৩.১১, ১.৬.১৮.২, ১.৬.১৯.১২, ১.১০.২৮.১,৫,১৬, ১.১১.২৯.১২,১৬

[২৮] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ৭৫

[২৯] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ৭১

[৩০] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ৭৫

[৩১] পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।। যাজ্ঞ. সং. ১.৫

[৩২] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ৭৫

অন্য ভাষ্যকার এবং নিবন্ধকার শঙ্খলিখিতকে উদাহরণরূপে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে প্রামাণিত হয় যে এই ধর্মসূত্র প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ।

জীবানন্দের স্মৃতি সংগ্রহতে এই গ্রন্থের গ্রন্থের আঠারটি অধ্যায় প্রাপ্ত হয়, যার শঙ্খস্মৃতি-তে তিনশ তিরিশটি এবং লিখিতস্মৃতি-তে তিরানব্বইটি শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্রের ভাষা শুদ্ধ এবং পরিমার্জিত। গদ্য এবং পদ্য মিশ্রিত এই ধর্মসূত্র পূর্ণরূপে উপলব্ধ নয়। শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্রের সময়কাল গৌতমধর্মসূত্র এবং আপস্তম্বধর্মসূত্রের পরবর্তীকালের বলে মনে করা হয়। যাজ্ঞবল্ক্য এই ধর্মসূত্রের ব্যাখ্যাকারকে ধর্মাচার্য স্বীকার করেছেন অর্থাৎ এই ধর্মসূত্র যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার পূর্ববর্তী[৩৩]। পি. ভি. কানের মতে, শঙ্খলিখিতধর্মসূত্র খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে খ্রীষ্টিয় ১ম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত[৩৪]।

১.৯. বৈখানসকল্পসূত্র

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়শাখায় বৈখানসকল্পসূত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বৈখানসকল্পসূত্র চারটি ভাগে বিভক্ত - গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, প্রবরসূত্র এবং শ্রৌতসূত্র। বৈখানসকল্পসূত্রটিতে শুল্বসূত্র পাওয়া যায় না। বৈখানস কল্পসূত্রটি বত্রিশটি প্রশ্ন সমন্বিত।

১.৯.১. বৈখানসগৃহ্যসূত্র

বৈখানস কল্পসূত্রের প্রথম সাতটি প্রশ্ন হল গৃহ্যসূত্র। বৈখানস গৃহ্যসূত্রে একশ কুড়িটি খণ্ড এবং সাতশ পঁয়ত্রিশটি সূত্র রয়েছে। এখানে নিষেকাদি সংস্কার, সন্ধ্যাবন্দনা, যজ্ঞে বলিপ্রদানের নিয়ম, বিবাহ, গৃহনির্মাণ ও গৃহ প্রবেশের বিধি, শিশুর নামকরণের বিধি, অন্তিম সংস্কারের বিধি, প্রায়শ্চিত্ত বিধি ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

---

[৩৩] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ৭৮

[৩৪] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ৭৯

১.৯.২. বৈখানসপ্রবরসূত্র

বৈখানস কল্পসূত্রের একাদশতম প্রশ্নটি হল বৈখানসপ্রবরসূত্র। বৈখানসপ্রবরসূত্রে একটি প্রশ্ন আছে, যাতে আটটি খণ্ড এবং একষট্টিটি সূত্র আছে। এখানে গোত্র-প্রবর নির্ণয়, বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি-ভরদ্বাজ-গৌতম-অত্রি-বসিষ্ঠ-কশ্যপ-অগস্ত্য প্রভৃতি গণ, ক্ষত্রিয় প্রবর নির্ণয়, বৈশ্যপ্রবর নির্ণয় প্রভৃতি গোত্রের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে।

১.৯.৩. বৈখানসশ্রৌতসূত্র

বৈখানসকল্পসূত্রের শেষ একুশটি প্রশ্নে রচিত বৈখানস শ্রৌতসূত্র। এই শ্রৌতসূত্র তিনশত ছিয়াত্তরটি খণ্ড এবং চার হাজার আটশত চৌষট্টি'টি সূত্র সমন্বিত। বৈখানসশ্রৌতসূত্রে অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র যাগ, দর্শপূর্ণমাস যাগ, আগ্রয়ণেষ্টি, বরূণপ্রঘাস এবং চাতুর্মাস্য যাগ, অগ্নিষ্টোম যাগ, আগ্নেয়পশুসবন, অত্যাগ্নিষ্টোম্, উক্থী, ষোড়শী, অতিরাত্র, আপ্তর্যাম্, বাজপেয় প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ, অগ্নিচয়নের নানা বিধি, নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির আলোচনা আছে।

১.৯.৪. বৈখানসধর্মসূত্র

পণ্ডিত মহলে এই ধর্মসূত্রের নাম নিয়ে মতভেদ আছে। পি. ভি. কানে এর *বৈখানসধর্মপ্রশ্ন* নাম দিয়েছেন[৩৫] এবং এস. সি. ব্যানার্জী এর নাম দিয়েছেন *বৈখানসস্মার্তসূত্র*[৩৬]। এস. সি. ব্যানার্জী বৈখানসস্মার্তসুত্রের আলোচনায় অন্য ধর্মসূত্র হতে এর প্রাচীনতা প্রতিপাদনের জন্য কিছু তর্কের উপস্থাপন করেছেন[৩৭],যেমন-

---

[৩৫] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ১০৬

[৩৬] এস. সি. ব্যানার্জি, এ ব্রিফ হিষ্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, পৃষ্ঠা. ২৯

[৩৭] ঐ, ২৯-৩০

ক) এই ধর্মসূত্রের ভাষাশৈলী অন্য গ্রন্থ থেকে ভিন্ন। গদ্যাকারে সূত্রের উপস্থাপন এবং পদ্যকারে সূত্রের অনুপস্থিতিতে এই ধর্মসূত্র ঔৎকর্ষ লাভ করেছে।

খ) এই ধর্মসূত্রের ভাষা শুদ্ধ ও লৌকিক সংস্কৃত এবং ব্যাকরণগত অসংগতি খুব কম।

গ) এই ধর্মসূত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তুর বিচারেও ধর্মসূত্রটিকে প্রাচীনকালের বলে মনে হয়। প্রথমে বর্ণের বৈশিষ্ট্য, মিশ্রজাতির গণনা, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের নানা প্রকারভেদ যা অন্য গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় না। বিষ্ণুভক্তি এবং বিষ্ণুস্তুতি এই গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ঘ) চরণব্যূহতে ধর্মসূত্রের গণনায় বৈখানসধর্মসূত্রের উল্লেখ না পাওয়া এই ধর্মসূত্রের প্রাচীনতার প্রমাণ।

ঙ) কুমারিল- এর তন্ত্রবার্তিকে উল্লিখিত ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থগুলির সঙ্গে বৈখানসধর্মসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না ফলে বৈখানসধর্মসূত্রকে প্রাচীন কালের মনে করা যেতে পারে।

প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ ধর্মসূত্রেরই টীকা বা ভাষ্যর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রের কোন টীকা পাওয়া যায় না। তবে এই ধর্মসূত্রের প্রথম নয়টি প্রশ্নের ভাষ্য পাওয়া যায়। মাধবাচার্যের পুত্র নৃসিংহবাজপেয় এই ভাষ্যটি রচনা করেছেন[৩৮]। এই বিষয় গুলির বিচারে বৈখানসধর্মসূত্র অন্যান্য ধর্মসূত্র হতে অনেকটাই অর্বাচীন।

মনু বৈখানসকে অনুসরণ করেছেন অথবা বৈখানস মনুকে উদ্ধৃত করেছেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুবই কঠিন কারণ দুটি গ্রন্থতেই দুটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়[৩৯]। যদি ভাষাশৈলীর বিচারে বৈখানসকে মনু থেকে প্রাচীন বলে মনে করা হয় তবে বৈখানসের কাল দ্বিতীয় শতকের পূর্বকালীন মনে করা যেতে পারে, কারণ Buhler –এর অনুসরণ করে Winternitz এবং Winternitz কে অনুসরণ করে P.V. Kane

---

[৩৮] উইলিয়াম কালাণ্ড, বৈখানসস্মার্তসূত্রম্, মুখবন্ধ.

[৩৯] ঐ, ভূমিকা. পৃষ্ঠা. ১৬-১৮

মনুসংহিতার কাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে নিশ্চিত করেছেন[৪০], অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে বৈখানসধর্মসূত্রের রচনা হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

বৈখানস ধর্মসূত্রের রচয়িতা হলেন বিখানস। তার অনুগামীগণ বৈখানস নামে খ্যাত। বৈখানসধর্মসূত্রতে এবিষয়ে সূত্র পাওয়া যায়[৪১]। টি. গণপতি শাস্ত্রীর সম্পাদিত *বৈখানসধর্মপ্রশ্নে* তিনটি প্রশ্ন ও একচল্লিশটি খণ্ড এবং তিনশ বিরানব্বইটি সূত্র রয়েছে। উইলিয়াম কালাণ্ড সম্পাদিত বৈখানসস্মার্তসূত্রম্ নামক গ্রন্থে অষ্টম, নবম ও দশম এই তিনটি প্রশ্নে বৈখানসধর্মসূত্র উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম প্রশ্নে এগারটি খণ্ড ও চুরানব্বইটি সূত্র, দ্বিতীয় প্রশ্নে পনেরটি খণ্ড একশ ছাব্বিশটি সূত্র এবং তৃতীয় প্রশ্নে পনেরটি খণ্ড ও একশ বাহাত্তরটি সূত্রে চতুর্বর্ণের, চতুরাশ্রমের কর্তব্যকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে।

---

[৪০] হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা. ১৫১

[৪১] বৈ.ধ.প্র. ৩.১৫.১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈখানসধর্মসূত্র - একটি সমীক্ষা

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত চারটি *ধর্মসূত্রের* অন্যতম হল *বৈখানসধর্মসূত্র,* যা বস্তুত *বৈখানসকল্পসূত্রের* অংশবিশেষ। গ্রন্থটির প্রথম সাতটি প্রশ্ন *বৈখানসগৃহ্যসূত্র* এবং অবশিষ্ট তিনটি প্রশ্ন *বৈখানসধর্মসূত্র* নামে পরিচিত। মহামহোপাধ্যায় T. Gaṇapati Sāstri সম্পাদিত গ্রন্থটির নাম অবশ্য *বৈখানসধর্মপ্রশ্ন,* যদিও বিষয়ের দিক থেকে উভয় গ্রন্থ অভিন্ন। Caland তাঁর গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশে *বৈখানসস্মার্তসূত্র*-কে বৈখানস সম্প্রদায়ের বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে Gaṇapati Sastri সম্পাদিত*বৈখানসধর্মপ্রশ্ন* গ্রন্থটির প্রারম্ভে গ্রন্থটি মহর্ষি বিখনস প্রণীত বলে উল্লেখ আছে।

ধর্মশাস্ত্র ও *ধর্মসূত্রসাহিত্যে বৈখানস* শব্দটির নানাবিধ অর্থ পাওয়া যায়। *গৌতমধর্মসূত্রে* বানপ্রস্থ অর্থে *বৈখানস* শব্দটির প্রয়োগ আছে এবং আশ্রমগুলির নামোল্লেখ প্রসঙ্গে সর্বশেষে এর উল্লেখ করা হয়েছে[১]। *বৌধায়নধর্মসূত্রে* উক্ত হয়েছে, বানপ্রস্থ *বৈখানস*শাস্ত্রে বিহিত আচারানুষ্ঠান অনুসরণ করবে[২]। *গোবিন্দস্বামী* তাঁর *বৌধায়নধর্মসূত্রের* ভাষ্যতে *বৈখানস এবং* বানপ্রস্থের অভিন্নতা প্রতিপাদন করে বলেছেন- *বৈখানস* বানপ্রস্থের ই নামান্তর- *বিখনসকৃত* গ্রন্থ হল *বৈখানসশাস্ত্র*[৩]। T. Gaṇapati Sāstri *মতে*

---

[১] ব্রহ্মচারী গৃহস্থো ভিক্ষুর্বৈখানসঃ। গৌ. ধ. সূ. ৩.২

[২] বানপ্রস্থো বৈখানসশাস্ত্রসমুদাচারঃ। বৌ.ধ.সূ. ২.৩.৬.১৪

[৩] বৈখানসোপি বানপ্রস্থ এব। সংজ্ঞান্তরকরণং তু সংব্যবহার্থম্। বিখনসা ঋষিণা প্রোক্তং বৈখানসশাস্ত্রম্। তত্র হি বহবো বানপ্রস্থস্যোক্তা গ্রীষ্মে পঞ্চতপা ইত্যাদয়ঃ সমুদাচারাঃ। ডাঃ নরেন্দ্র কুমার আচার্য, বৌধায়নধর্মসূত্রম্ ও গোবিন্দস্বামী বিবরণ বৃত্তি সহ, মুদ্রিত. ১৯৯৯, পৃষ্ঠা. ১৮০

বিখনস ঋষিকর্তৃক রচিত গ্রন্থ হল *বৈখানসধর্মসূত্র*[৪]। *মনুস্মৃতিতে* বলা হয়েছে, বৈখানসমতে বানপ্রস্থ জীবিকা নির্বাহ করবে[৫]। টীকাকার *কুল্লূকভট্ট* বৈখানস-কে বানপ্রস্থ নামেই অভিহিত করেছেন[৬]।

বৈখানসধর্মপ্রশ্ন তিনটি প্রশ্নে ও মোট একচল্লিশ'টি খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থারম্ভে *অথ বর্ণাশ্রমধর্মম্* – বলে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে যার থেকে স্পষ্ট, বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম অর্থাত কর্তব্যকর্ম প্রতিপাদন এই গ্রন্থের লক্ষ্য। বৈখানসধর্মসূত্রে চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কর্তব্যকর্ম বিহিত হলেও এখানে চতুরাশ্রমের বিস্তৃত আছে, চতুর্বর্ণের আলোচনা সেই তুলনায় অতি সামান্য।

২.১. চতুর্বর্ণের ধর্ম

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র- এই চার বর্ণের উল্লেখপূর্বক তাদের ধর্ম অর্থাত কর্তব্যকর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে। *বৈখানসধর্মসূত্রমতে*[৭] *ব্রাহ্মণের ধর্ম* হল- *অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ*। *ক্ষত্রিয়ের* কর্তব্যকর্ম হল- *অধ্যয়ন, যজন, দান,* প্রজাপালন, দুষ্টনিগ্রহ ও যুদ্ধাদিকর্ম ইত্যাদি। *বৈশ্যের করণীয় - অধ্যয়ন, যজন, দান,* পশুপালন, হস্তশিল্প বা কারুকার্য প্রভৃতি কর্ম এবং বাণিজ্য। বস্তুত অধ্যয়ন-যজন-দান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ধর্ম এবং দ্বিজাতির প্রতিটি বর্ণের জন্য বিহিত অবশিষ্ট কর্মগুলি সেই সেই বর্ণের জীবিকা। *শূদ্রের* পক্ষে দ্বিজাতির সেবা করা ও কৃষিকাজ - এই দুটিই কর্তব্যকর্মরূপে বিহিত।

---

[৪] বৈখানসধর্মপ্রশ্ন, মুখবন্ধ।

[৫] পুষ্পমূলফলৈ র্বাপি কেবলৈ র্বর্তয়েৎ সদা। কালপক্কৈঃ স্বয়ং শীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ।। মনু. ৬.২১

[৬] বৈখানসো বানপ্রস্থঃ তদ্ধর্মপ্রতিপাদকশাস্ত্রদর্শনে স্থিতঃ। ঐ, কুল্লূক. ।

[৭] ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নাধ্যাপনযজনযাজনদানপ্রতিগ্রহাঃ ষট্ কর্মাণি ভবন্তি ।
ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্যজনাধ্যয়নদানানি ।
ক্ষত্রিয়স্য প্রজাপালনদুষ্টনিগ্রহযুদ্ধানি ।
বৈশ্যস্য পাশুপাল্যকুসীদবাণিজ্যানি ।
শূদ্রস্য দ্বিজন্মানাং শুশ্রূষা কৃষিশ্চৈব । বৈ.ধ.প্র. ১.১.৫-৯

২.২. আশ্রমের প্রকারভেদ

আশ্রম চারপ্রকার- *ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু*। চতুরাশ্রমব্যবস্থার আলোচনার প্রারম্ভেই চতুর্বর্ণের কার জন্য কোন আশ্রম বিহিত তার উল্লেখ করা হয়েছে। আশ্রমগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার পরে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ব্রাহ্মণের জন্য চারটি *আশ্রম* বিহিত, ক্ষত্রিয়ের জন্য প্রথমোক্ত তিনটি অর্থাৎ *ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ,* বৈশ্যের জন্য *ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য* - এই দুইটি আশ্রম বিহিত। এভাবেই *বৈখানসধর্মসূত্রে* বর্ণভেদে আশ্রমভেদ স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয়েছে। এর থেকে প্রতীত হয়, বৈখানসমতে সব আশ্রম সকলের জন্য বিহিত ছিল না।

২.২.১. সদাচার

সদাচার অর্থাত শিষ্টজনের আচারও ধর্ম[৯]। উল্লেখ্য, সর্বজনগ্রাহ্য ও সামাজিক ন্যায়নীতির অবিরোধে এই সদাচার ধর্মরূপে পালনীয়। এখানে বৈখানসধর্মসূত্রে বিহিত চতুরাশ্রমের পক্ষে পালনীয় এমনই কিছু সদাচার সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.২.১.১. মূত্রপুরীষবিসর্জন বিধি

এই শাস্ত্রানুসারে দিনের বেলায় উত্তরমুখে ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখে বসে তৃণাদি নেই এমন পরিষ্কার জায়গায় মল-মুত্র ত্যাগ করা উচিত। নদীতে, গোষ্ঠে, পথে, ছায়ায়, ভস্মতে, জলে, কুশ বা দর্ভ ঘাসে মল-মুত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। এছাড়াও গো, বিপ্র, জল, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, প্রভৃতি দেখতে দেখতে মল-মুত্র ত্যাগ করা উচিত নয়[১০]।

---

[৮] ব্রাহ্মণস্যাশ্রমাশ্চত্বারঃ। ক্ষত্রিয়স্যাদ্যাস্ত্রয়ঃ। বৈশ্যস্যাদ্যৌ। ঐ, ১.১.১০-১২

[৯] ধর্ম্যং সদাচারম্। ঐ, ২.৯.১

[১০] নিবীতী দক্ষিণে কর্ণে যজ্ঞোপবীতং কৃত্বা উতকুটিকমাসীনোঽহন্যুদঙ্মুখো রাত্রৌ দক্ষিণামুখস্তৃণৈরন্তরিতে মূত্রপুরীষৌ বিসৃজেৎ। নদ্যাং গোষ্ঠে পথিচ্ছায়ায়াং ভস্মন্যপ্সু কুশে দর্ভে বা নাচরেৎ। গোবিপ্রোদকাগ্নিবায়ূর্ত্তারেন্দূনপশ্যন্ কুর্যাৎ। ঐ, ২.৯.২-৪

২.২.১.২. শৌচবিধি

মল-মূত্র ত্যাগ করার পর মৃত্তিকা ও জল দিয়ে শৌচ করণীয়। আশ্রমভেদে এখানে নিয়মের কিছু পার্থক্য আছে। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ বাম হাত মাটি দিয়ে দশ বার শৌচ করবে। বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী করবে তার দ্বিগুণ। রাত্রে সমভাবে নিয়ম পালন করা উচিত, দিনে তার অর্ধেক করতে হবে । বীর্যনিঃসরণ হলে মূত্রবৎ নিয়মানুযায়ী তিনবার শৌচ বিহিত[১১]।

২.২.১.৩. প্রাণায়াম লক্ষণ

আচমনবিধিতে আবার বর্ণে বর্ণে নিয়মের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আচমনের সময় জল ব্রাহ্মণের পেট পর্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ পর্যন্ত, বৈশ্যের তালুপর্যন্ত পৌঁছাবে। স্নান করে কিছুটা জল সূর্যের দিকে ছিটিয়ে প্রদক্ষিণ করতে করতে প্রণাম করতে হবে। প্রাণায়াম কালে বিরামহীন ভাবে তিনবার সাবিত্রীমন্ত্র জপ এবং প্রত্যেক বার ওম্-কার ও সাত ব্যাহৃতি পাঠ করতে হবে। যদি এক বা তিনবার শ্বাস দমন করে তবে সে ব্যক্তি শুদ্ধ হয়। সন্ধ্যা, সকাল ও গোধুলিকালে সাবিত্রী মন্ত্র একশ'বার, দশবার বা আটবার পাঠ করলে সেই দিনের সমস্ত পাপ মুছে যায়[১২]।

---

[১১] বামহস্তেন লিঙ্গং সংগৃহ্যোত্থায়োদকস্য পার্শে তথাসীনো ব্রহ্মচারী গৃহস্থো অপি শিশ্নে দ্বিঃ হস্তয়োশ্চ দ্বির্দ্বির্গুদে ষট্কৃত্বো মৃদং দত্ত্বোদ্ধৃতৈরেব জলৈঃ শৌচং কুর্যাৎ। করং বামং দশকৃত্বঃ করাবুভৌ চ তথা মৃদাদ্ভিঃ প্রক্ষালয়েৎ। বনস্থস্য ভিক্ষোশ্চেতদ দ্বিগুণং ভবতি। ঐ, ২.৯.৫-৭

[১২] ব্রাহ্মণো হৃদ্গাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ কণ্ঠগাভির্বৈশ্যস্তালুগাভিরদ্ভিরাচামেৎ। আত্মানং প্রোক্ষ্য প্রত্যর্কমপো বসৃজ্যার্কং পর্যেতি। উদকস্যাগ্নের্বামপার্শ্বে প্রাণানায়ম্য প্রত্যেকমোংকারাদিসপ্তব্যাহৃতিপূর্বাং গায়ত্রীমন্তে সশিরস্কাং ত্রির্জপেৎ। সপ্রাণায়ামস্ত্রীনেকং বা প্রাণায়ামং কৃত্বা পূতঃ শতং দশাষ্টৌ বা সাবিত্রীং জপ্ত্বা সায়ংপ্রতঃ সন্ধ্যামুপাস্য নৈশিকমাহ্নিকং চৈনোঽপমৃজ্যতে। ঐ, ২.১০.১-৪

২.২.১.৪. অভিবাদনের প্রকারসমূহ

একজন ব্রহ্মচারীর *সঙ্কীর্ত্যাভিবাদয়েদ্ অহং ভোঃ!* – উচ্চারণপূর্বক গুরুকে সম্বোধন করে নিজের নাম উচ্চারণ করা উচিত। সম্বোধনটি শোনার পর গুরু দাঁড়াবেন, তখন শিষ্যকে ডান হাত ডান পায়ে ও বাম হাত বাম পায়ে স্পর্শ করে হাঁটু গেড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতে হবে। তারপর গুরু *আয়ুষ্মান ভব* অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হও বলে আশীর্বাদ করবেন। যে ব্রাহ্মণ অভিবাদনের অনুরূপ প্রত্যভিবাদন জানেন না, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁকে অভিবাদন করেন না, তিনি শূদ্রের মতো অভিবাদনের যোগ্য। মাতা-পিতা-গুরু-বিদ্বান প্রমুখ গুরুজনদের প্রতিদিন অভিবাদন করা উচিত[১৩]।

অন্য আত্মীয়গন প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করলে প্রণাম করতে হবে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কাকা, মামা, শ্বশুর- এঁরা পিতার ন্যায় অভিবাদনার্হ। পিসি, মাসি, বউদি, বড়দিদি- এনাদের মায়ের মতো অভিবাদন করা উচিত। সকলের মধ্যে মাতা শ্রেষ্ঠ, তার অপেক্ষা গুরু শ্রেষ্ঠ। পরস্ত্রী এবং যুবতীর পা স্পর্শ না করে মাটি স্পর্শ করে অভিবাদন করণীয়[১৪]।

২.২.১.৫. অভিবাদনের ফল

বৈখানসধর্মসূত্রে দ্বিজাতির অভিবাদনের প্রকারসমূহ যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনি অভিবাদনের ফল কেমন হবে সে বিষয়েও আলোচনা করা

---

[১৩] ব্রহ্মচারী স্বনাম সঙ্কীর্ত্যাভিবাদয়েদ্ অহং ভো! ইতি। শ্রোত্রে চ সংস্পৃশ্য গুরোঃ পাদং দক্ষিনং দক্ষিণেন পাণিনা বামং বামেন ব্যত্যস্য
জাম্বোরাপাদমুপসংগৃহ্ণন্নানতশীর্ষোঽভিবাদয়তি। আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেত্যেনং শংসেৎ। অনাশীর্বাদী নাভিবন্দ্যঃ। মাতা পিতা গুরুর্বিদ্বাংসশ্চ প্রত্যহমভিবাদনীয়াঃ। ঐ, ২.১০.৬-১০

[১৪] অন্যে বান্ধবা বিপ্রোষ্য প্রত্যাগত্যাভিবন্দ্যাঃ। জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতৃব্যো মাতুলঃ স্বশুরশ্চ পিতৃবৎ, পিতৃষ্বসা মাতৃষ্বসা জ্যেষ্ঠভার্যা ভগিনী জ্যেষ্ঠা চ মাতৃবৎ পূজয়িতব্যাঃ। সর্বেষাং মাতা শ্রেয়সী। গুরুশ্চ শ্রেয়ান্। পরস্ত্রিয়ং যুবতিমস্পৃশন্ ভূমাবভিবাদয়েৎ। ঐ, ২.১১.১-৪

হয়েছে। যে ব্যক্তি গুরুজনদের অভিবাদনে অভ্যস্ত তিনি দীর্ঘজীবন, জ্ঞান, বল, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি লাভ করবে[১৫]।

২.২.১.৬. বেদাধ্যয়নের বিধি ও নিষেধ সমূহ

ওম উচ্চারণ পূর্বক ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে বেদ পাঠ করণীয়। প্রতি পক্ষের প্রথম দিন, অষ্টম দিন এবং চতুর্দশীর দিন অনধ্যায় থাকতে হবে। বিড়াল, নকুল, সর্প, গাধা, বরাহ ও গবাদি পশু প্রভৃতি বেদ অধ্যয়ন কালে গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়ে চলে গেলে অহোরাত্রি অধ্যয়ন বন্ধ রাখতে হবে। জন্ম ও মরণাশৌচে তিন থেকে আট দিন এবং গুরু প্রয়াত হলে তিন রাত্রি অধ্যয়ন বন্ধ রাখতে হবে। গুরুপত্নী বা গুরুপুত্র বা সহপাঠীর মৃত্যুতে মনুষ্যযজ্ঞ অনুষ্ঠেয় এবং শ্রাদ্ধ ভোজন করাতে হবে। নিজেকে শুদ্ধ করতে না পারলে একদিন অনধ্যায়। বৃক্ষে আরোহন করে, নৌকায়, যান-বাহনে গমনকালে, শায়িত অবস্থায়, পদযুগল প্রসারিত করে, মল-মূত্র-বীর্যপাত হলে, গ্রামে মৃতদেহ পোড়ানো হলে, নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে, বমি করে, শ্মশানে, গোধুলি সময়ে, ভূমিকম্প হলে, আকাশ অলৌকিক ভাবে লাল হলে, যখন বিদ্যুৎ বা উল্কা পড়বে, রক্তপাত হলে, শিলাবৃষ্টি হলে, সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ কালে বেদপাঠ নিষিদ্ধ[১৬]।

২.২.১.৭. স্নানের বিধিসমূহ

মধ্যাহ্নে জলাশয়ে হস্ত-পাদ মৃত্তিকা দিয়ে মার্জনা করে জল দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। তারপর মুখ ধুয়ে *আপঃ পুনন্তি* পাঠ করে জলে নামতে হবে। এরপর আচমন করে বৈষ্ণব মন্ত্র পাঠ করে বিষ্ণু দেবতাকে প্রণাম, *হিরণ্যশৃঙ্গভি* পাঠ করে বরুণ দেবতাকে প্রণাম, তারপর অঘমর্ষণ সূক্ত পাঠ করে অঘমর্ষণ দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে শেষে *ইদমাপশ্শিবা* পাঠ করে স্নান করতে হবে। চার প্রকার আশ্রমবাসীর পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে স্নান

---

[১৫] বন্দ্যানাং বন্দনাদায়ুঃশ্রীজ্ঞানবলারোগ্যশুভানি ভবন্তি। ঐ, ২.১১.৫

[১৬] ঐ, ২.১১.৬-৯, ২.১২.১-৩

করণীয়। স্নানের পর ধৌতবস্ত্রে নিজেকে আচ্ছাদিত করতে হবে। বৈখানস মতে- নদীতে, পবিত্র তীর্থস্থানে, পবিত্র পুকুরে, তটে স্নান করা উচিত[১৭]। স্নান কালে যদি অন্য ব্যক্তি জলে স্নান করে তবে মাটির পাত্র হতে পাঁচটি মাটির খণ্ড বার করে মাটিতে রেখে তারপর স্নান করতে হবে। অন্যের মালিকাধীন কোন কুয়োতে স্নান করলে তিনবার পাত্র দিয়ে জল তুলে তারপর ঐ জলে স্নান করতে হবে। মুখ ধোয়ার এবং খাবারের অবশিষ্টাংশ সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত স্নান করা নিষিদ্ধ। নগ্ন হয়ে স্নান করা ও স্নানের সময় ঘুমিয়ে পড়া অনুচিত। অসুস্থ অবস্থায় জলে ডুব দেওয়া উচিত নয়। নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে সুস্থ ব্যক্তির দশ বা বারো বার জলে ডুব দিয়ে স্নান করা উচিত[১৮]।

২.২.১.৮. তর্পণ বিধি

স্নানের পর পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করে আচমন করতে হবে এবং নিজের উপরে জল ছিটিয়ে বসে অথবা দাঁড়িয়ে প্রাণায়াম করতে হবে। সাবিত্রী মন্ত্রের জপ করে এবং সূর্য দেবতাকে প্রণাম জানাতে হবে। ব্রাহ্মণদের জন্য হাতের যে অংশ পবিত্র হাতের সেই অংশে ভূপতিগণের তর্পণ দিতে হবে। দেবতাদের জন্য হাতের যে অংশ পবিত্র হাতের সেই অংশে নারায়ণ দেবতার প্রতি তর্পণ দিতে হবে। ঋষিদের জন্য হাতের যে অংশ পবিত্র হাতের সেই অংশে বিশ্বামিত্র দেবতাকে তর্পন দিতে হবে, পিতার জন্য হাতের যে অংশ পবিত্র হাতের সেই অংশে পিতা ও তৎসমদের তর্পণ দিতে হবে[১৯]।

হাতের পবিত্র অংশের দ্বারা তর্পণ দেওয়ার বিধি বৈখানসগৃহ্যসূত্রে পরিলক্ষিত হয়। সেখানে প্রতিপাদিত হয়েছে, ডান হাতের করতলের মধ্যবর্তী অংশ অগ্নির প্রতি পবিত্র, দেবতাগণের প্রতি পবিত্র হল কনিষ্ঠাঙ্গুলের

---

[১৭] নদ্যাং তীর্থে দেবাখাতে সরসি তটাকে বা সামান্যে স্নানং কুর্যাৎ। ঐ, ২.১৩.৮

[১৮] ঐ, ২.১৩.১-৪, ২.১৪.১-৫

[১৯] ঐ, ২.১৩.৪-৫

মূলভাগ, সমস্ত আঙ্গুলের মূলভাগ ও অন্তিসন্ধি হল ঋষিগণের প্রতি পবিত্র, বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যবর্তী অংশ পবিত্র পিতাগণের প্রতি এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলভাগ হল ব্রাহ্মণগণের প্রতি পবিত্র ইত্যাদি[২০]।

২.২.১.৯. খাদ্যগ্রহণ বিধি

যজ্ঞ শেষে দুপুরে পা ও মুখ ধুয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে অথবা পশ্চিম দিকে মুখ করে, নিচে খাবার পাত্রটি রাখতে হবে এবং বসে অন্নসূক্ত পাঠ করতে হবে। তারপর একটি পা বা দুটি পা মুড়ে বসে প্রসন্ন হয়ে পাত্র হতে জল নিয়ে খাবার পাত্রের চারিদিকে গোলাকার ভাবে জল সিঞ্চন করে ভোজন করতে হবে। সন্ধ্যায় ভোজন করলে *ঋতং ত্বা সত্যেন পরিষিঞ্চামি* এবং সকালে ভোজন করলে *সত্যং ত্বর্তেন পরিষিঞ্চামি* - পাঠ করণীয়। ভোজন করার সময় কোন দোষারোপ করা উচিত নয়। খাওয়া শেষে *অমৃতাপিধানমসি* - মন্ত্র পাঠ করে আচমন ও পুনঃ আচমন করে *অমৃতোপস্তরণমসি* - পাঠ করে পরিস্কার জল পান করা উচিত।

ভগ্নপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। বাসি খাবার খাওয়া বা কোলে রেখে খাবার খাওয়া অনুচিত। অঞ্জলি ভরে জল পান নিষিদ্ধ। স্নান করে শুদ্ধ হয়ে যদি খাদ্য পরিবেশন না করে বা কোন অপরিষ্কার ব্যক্তি অন্ন পরিবেশন করে অথবা যার গৃহে জন্ম-মরণাশৌচ হয়েছে সেই অশুচি ব্যক্তি অন্ন পরিবেশন করলে ভোজন থেকে বিরত থাকা উচিত। শূদ্র, অনুলোম, মহিলা(মাসিক চক্র চলাকালীন) খাবার স্পর্শ করলে সেই খাবার গ্রহণীয় নয়। যদি ক্ষুদার্থ থাকে তবে শূদ্র, অনুলোম হতে কাঁচা খাবার সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু ক্ষুদার্থ হলেও অন্তরাল, ব্রাত্য প্রভৃতি মিশ্রজাতির স্পর্শ কাঁচা বা পক্ক কোনরকম খাবারই গ্রহণ করা অনুচিত[২১]।

---

[২০] .....দক্ষিণপাণের্মধ্যতলমাগ্নেয়ং তীর্থং কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলং দৈবং সর্বাঙ্গুলিমূলাগ্রমার্ষং প্রদেশিন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্মধ্যং পৈতৃকমঙ্গুষ্ঠস্য মূলং ব্রাহ্মম্..... বৈ. স্মার্ত. সূ. ১.৫

[২১] ঐ, ২.১৪.৮-১৭, ২.১৫.১-৯, ৩.৫.৮-৯

রাত্রে তিল, দধি, বার্লি, মশলা দিয়ে রান্না করা সব্জি খাওয়া নিষিদ্ধ। বাসি খাবার ঘি অথবা দধি মিশ্রণ করে খাবে। বাচ্চা প্রসবের পর দশদিন যাবৎ গাভীর দুধ পান করা উচিত নয়। ঘোড়া বা উটের দুধ খাওয়া নিষিদ্ধ। পেঁয়াজ, লসুন, ছত্রাক, গাছের রস, শ্বেতবৃন্ত অর্থাৎ সাদা বেগুন, সুনিষণ্ণক অর্থাৎ শুশনী শাক, শ্লেষ্মাতক অর্থাৎ চালতা ফল, ব্রজকলি, চিত্রক(plumbago zeilanica), বলহিকদেশের শিগ্রুক(Horse-radish Plant) নামক শাক, মালবদেশে প্রসিদ্ধ ভুস্তৃণ(Andropogon Schoenanthus) নামক শাক, কোবিদার(bauhinia variegate) নামক শাক, মূলক অর্থাৎ সজনে শাকদ, দূষিত জমিতে উৎপন্ন সব্জী, মাছ, মাংস প্রভৃতি নিষিদ্ধ। মুনির কাছে সমস্ত মাংস গোমাংস তুল্য।

২.২.১.১০. খাদ্যবস্তু শুদ্ধিকরণের বিধি

কৃমি, চুল, কীট খাবারে পাওয়া গেলে কিংবা গরু ঘ্রাণ নিলে অথবা পক্ষি খাবারটি খেলে ভস্ম মিশ্রিত জল ছিটিয়ে দিলে খাদ্যদ্রব্য শুদ্ধ হয়। যদি কুকুর, কাক বা অন্য প্রাণী বেশি পরিমাণ খাদ্য স্পর্শ করে তবে সেই মুখ লাগানো অংশ তুলে ফেলে দিয়ে পুরুষ ভক্ষণ করছে ভেবে *পবমানঃ সুবর্জন* মন্ত্র পাঠ করে ভস্মমিশ্র জল ছিটিয়ে দিয়ে এবং দর্ভ জ্বালানির ধোঁয়া দিলে খাদ্য শুদ্ধ হবে[২২]।

২.২.২. ব্রহ্মচারীর ধর্ম

ব্রহ্মণি চরতীতি ব্রহ্মচারী এখানে *ব্রহ্ম* শব্দটির অর্থ বেদ। উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হওয়ার পর গুরুকুলে বেদ-বেদাঙ্গ এবং অপরাপর শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিচার-বিমর্শ যে করে সে ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীর ভেদ নিরূপণপূর্বক

[২২] বৈ.ধ.প্র. ২.১৫.৩-৪

বৈখানসধর্মসূত্রে ব্রহ্মচারীর ধর্ম উপদিষ্ট হয়েছে[২৩]। উপনয়ন সংস্কার পালনের পর ব্রহ্মচারীর মেখলা(কোমরবন্ধ), উপবীত, অজিন এবং দণ্ড ধারণ করতে হবে। ব্রহ্মচারীর প্রত্যহ স্নান কালে ঈশ্বর, ঋষি ও পিতার সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্তে তর্পণাদি কর্ম এবং প্রত্যহ সন্ধ্যা-বন্দনা, হোম, গুরু-শুশ্রুষা এবং নিয়ম পূর্বক বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কর্ম করণীয়।

ব্রহ্মচারীর পালনীয় কর্মের বিধানের সঙ্গে সঙ্গে কিছু নিষিদ্ধ কর্মের বিধানও বৈখানসধর্মসূত্রে পরিলক্ষিত হয়[২৪]। যেমন- উষ্ণজলে স্নান করা, দাঁত পরিষ্কার করা, চোখে কাজল লেপন, সুগন্ধির ব্যবহার, পুষ্পধারণ, জুতা ও ছাতার ব্যবহার, দিবানিদ্রা, মৈথুন, স্ত্রী-দর্শন ও স্ত্রী-কে স্পর্শ করা প্রভৃতি ব্রহ্মচারীরপক্ষে নিষিদ্ধ। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য প্রভৃতি বর্জন করে প্রিয়, হিত কর্ম করতে হবে।

এছাড়াও মধু, মাছ, মাংস, মশলা, টক জাতীয় খাদ্য এবং অভোজ্য খাদ্য বর্জনীয়। গুরুর অনুমতি সাপেক্ষে ভিক্ষান্ন ভোজন করতে হবে। গুরুর অভাবে তাঁর পুত্রকে গুরুরূপে স্বীকার করে ব্রহ্মচারীর বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে[২৫]।

২.২.২.১. ব্রহ্মচারীর প্রকারভেদ

বৈখানসধর্মসূত্রে ব্রহ্মচারীর চার প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে। সেগুলি হল-

---

[২৩] উপনীতো ব্রহ্মচারী মেখলোপবীতাজিনদণ্ডধারী স্নাত্বা তর্পণং ব্রহ্মযজ্ঞং সায়ংপ্রাতঃ সন্ধ্যোপাসনসমিদ্ধোমৌ চ কূর্বন্ গুরোঃ পাদাবুপসংগৃহ্য নিত্যাভিবন্দী ব্রতেনাধ্যয়নং করোতি। ঐ, ১.২.১

[২৪] উষ্ণাম্বুস্নানদন্তধাবনাঞ্জনানুলেপনগন্ধপুষ্পোপানচ্ছত্রদিবাস্বপ্নরেতস্ স্কন্দস্ত্রীদর্শনস্পর্শনমৈথুনকামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্যহিংসাদীনি বর্জয়িত্বা সদা শুশ্রূষুর্গুরোঃ প্রিয়হিতকর্মাণি কুর্বীত। ঐ, ১.২.৬

[২৫] মধুমাংসমৎস্যরসশুক্তাদ্যভোজ্যভোজনবর্জী ভৈক্ষা চরণং কৃত্বা গুরুণানুজ্ঞাতো ভৈক্ষান্নমশ্নীয়াৎ। গুরুবৃদ্ধদীক্ষিতানামাখ্যাং ন ব্রূয়াৎ। গুর্বভাবে তৎপুত্রে চ গুরুবৎ কর্মাচরতি। ঐ, ১.২.৯-১১

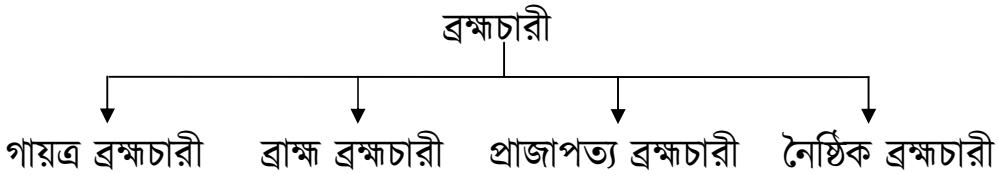

ক) গায়ত্র ব্রহ্মচারী

গায়ত্র ব্রহ্মচারী উপনয়ন সংস্কারের পর তিনদিন যাবৎ সাবিত্রীব্রত পালন করে। ব্রত পালন করার সময় মশলা মিশ্রিত খাদ্য ও লবণ মিশ্রিত খাদ্য নিষিদ্ধ এবং ব্রহ্মচারীর নিত্য গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করতে হবে[২৬]।

খ) ব্রাহ্ম ব্রহ্মচারী

ব্রাহ্ম ব্রহ্মচারীর সাবিত্রীব্রত পালনের পর অপরিচিত গৃহে কোন ইচ্ছা আরোপ ছাড়া ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ গৃহ কর্তার ইচ্ছানুসারে দান করা অন্ন গ্রহণ করতে হবে। গুরুকুলে বারো বৎসর থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ অথবা ঋগ্বেদ ও সামবেদের অধ্যয়ন করতে হবে। গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হলে গার্হস্থ্যাশ্রম অনুসরণ করতে হবে[২৭]।

গ) প্রাজাপত্য ব্রহ্মচারী

প্রাজাপত্য ব্রহ্মচারীর প্রত্যহ স্নান করে নিত্য কর্মানুষ্ঠান ও নারায়ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এবং একাগ্রচিত্তে বেদ-বেদাঙ্গের অর্থ বিচারপূর্বক পঠন-

---

[২৬] গায়ত্র উপনয়নাদূর্ধং ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশী গায়ত্রীমধীত্যাসাবিত্রসমাপ্তেরত্র ব্রতচারী। ঐ, ১.৩.২

[২৭] ব্রাহ্মঃ সাবিত্রব্রতাদূর্ধমনভিশস্তাপতিতানাং গৃহ স্থানাং গৃহেষু ভৈক্ষচরণং বেদব্রতচরণং চরিত্বা দ্বাদশ সমা বিংশতিসমা বা গুরুকুলে স্থিত্বা বেদান্ বেদৌ বেদং বা সূত্রসহিতমধ্যয়নং কৃত্বা গার্হস্থ্যানুসরণং কুর্যাৎ। ঐ, ১.৩.৩

পাঠন করণীয়। প্রাজাপত্য ব্রহ্মচারীর পালনীয় কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন হলে তাকে পত্নী গ্রহণ করতে হবে[২৮]। ঋষিগণের মতে, তিন বৎসরের ঊর্ধে প্রাজাপত্য ব্রহ্মচারী থাকা উচিত নয়[২৯]।

ঘ) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যাবতীয় ব্যক্তিগত বাসনা ত্যাগ করে নিষ্ঠাচারের শপথ গ্রহণ করে এবং দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত গুরুকুলে থেকে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন অতিবাহিত করে।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিধান করত। এই বস্ত্র সাধারণত কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম দ্বারা নির্মিত হত। পরিধানরূপে বল্কলও ছিল। এছাড়াও উপবীত, জটা, মেখলা ও দণ্ড প্রভৃতি ছিল এই ব্রহ্মচারীর উপকরণ। এই ব্রহ্মচারীর পক্ষে মশলা মিশ্রিত খাদ্য ও লবণ মিশ্রিত খাদ্য ছিল নিষিদ্ধ[৩০]।

২.২.৩. গৃহস্থের ধর্ম

বিবাহ করে মানুষ গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করত। বৈখানসধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, গৃহস্থ উপবীত, বাঁশের দণ্ড ও জলের পাত্র ধারণ করবে।

গৃহস্থ গৃহ্যাগ্নির দ্বারা গৃহ কর্ম এবং শ্রৌতাগ্নির দ্বারা শ্রৌত কর্ম করবে। প্রাণিজগতের কল্যাণের জন্য নিত্য অন্ন দান করবে।

প্রত্যহ স্নানাদি আচার ও নিত্যোপাসনা করার পর মনুষ্যযজ্ঞের প্রয়োজনীয় উপকরণ রান্না করবে। বৈশ্বদেব হোমের শেষে গৃহে আগত অতিথিগণের সেবা করবে। বেদবিদ, সন্ন্যাসী, পুরোহিত, আত্মীয়, কোন অচেনা বৃদ্ধ, কোন

---

[২৮] প্রাজাপত্যঃ স্নাত্বা নিত্যকর্মব্রহ্মচর্যশীলো নারায়ণপরায়ণো বেদবেদাঙ্গার্থান্ বিচার্য দারসংগ্রহণং করোতি। ঐ, ১.৩.৪

[২৯] প্রজাপত্যস্ত্রিসংবৎসরাদূর্ধ্বং ন তিষ্টেদিতি ঋষয়ো বদন্তি। ঐ, ১.৩.৫

[৩০] নৈষ্ঠিকঃ কাষাযং ধাতুবস্ত্রমজিনং বল্কলং বা পরিধানয জটি শিখী বা মেখলী দণ্ডী সূত্রাজিনধারী ব্রহ্মচারী শুচিরক্ষারলবণাশী যাবদাত্মনো বিপ্রযোগস্তাবদ্ গুরুকুলে স্থিত্বান্নাদিভৈক্ষভোজী ভবতি। ঐ, ১.৩.৬

অচেনা যুবক, যাদের পিতা-মাতা নেই এমন বালক বা বালিকা, যাত্রা পথে ক্লান্ত কোন পথিক গৃহে আগমন করলে গৃহস্থ তাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ও সেবা করবে। প্রথমে আগত অতিথিগণের বিশ্রামের ব্যবস্থা করবে, মধুপর্ক দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে ও অন্ন ভোজন করাবে। শেষে গৃহদম্পতী ভোজন করবে। যদি গৃহস্থ অন্ন ভোজন করাতে না পারে, তবে গৃহস্থ তার নিজের খাবারের চতুর্গ্রাস দান করবে অথবা ভিক্ষান্ন দেবে ও জল পান করাবে[৩১]।

গৃহে আগত দয়া-সত্যবাদিত্ব-শিষ্টাচার প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ঋষিগণের সন্তুষ্টি এবং পুত্রের দ্বারা পিতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য জল ও পুষ্পের তর্পণ দেবে।

- **গৃহস্থের সদাচার বিধি**

ব্রাহ্মণের পতিত বা নিচু জাতিকে স্পর্শ করা উচিত নয়। উদয় ও অস্তকালে সূর্যের দিকে তাকানো উচিত নয়। দেবতার প্রতিমা, ব্রাহ্মণ, শিক্ষক, ঘৃত, ক্ষীর, দধি, দুধ, মৃৎপাত্র, জল, জ্বালানি, দুর্বা ঘাস, অগ্নি ও বৃক্ষ ইত্যাদি পথে চলার সময় দেখলে প্রদক্ষিণ করে(ডান দিকে রেখে) গমন করা উচিত। স্নাতক, রাজা, গুরু, অসুস্থ, বোঝা বহনকারী ও গর্ভবতী মহিলাকে রাস্তা ছেড়ে দেওয়া উচিত ইত্যাদি।

- **নিষিদ্ধ কর্ম**

পতিত, নিচু জাতি, মূর্খ ও অন্যায়কারী শত্রুদের সঙ্গে বসবাস করা অনুচিত। জীর্ণ ও পুরনো বস্ত্র পরিধান করা বর্জনীয়। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য, জুতা, ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ। অনুমতি না নিয়ে অন্যের বিছানায় শয়ন করা উচিত নয়। অন্যের বস্তু বল পূর্বক ব্যবহার করলে পুণ্যের চতুর্থাংশ নষ্ট হয়। অগ্নিতে পা সেঁকা উচিত নয়। অগ্নিতে মুখ দিয়ে ফুঁ দেওয়া বা পা দিয়ে স্পর্শ করা উচিত নয়। অগ্নিতে বা জলে মল-মূত্র-বীর্য-শ্লেষ্মা-খাবারের অবশেষ-স্নান করার সময় নির্গত ময়লা প্রভৃতি ফেলা উচিত নয়। মাথার চুল,

---

[৩১] ঐ, ১.৪.১-৩

শরীরের চুল, তুঁশ, কয়লা, অস্থি, পাত্র(কপাল), মল-মূত্র, পূয, রক্ত, বীর্য, শ্লেষ্মা ও খাবারের অবশেষ মাড়ানো অনুচিত।

পরস্ত্রীকে নগ্ন বা মল-মূত্র ত্যাগ করার সময় দেখা উচিত নয়। ইন্দ্রধনু দেখলে অন্য কোন ব্যক্তিকে বলা বা দেখানো এবং কোন নাম দ্বারা সম্বোধন করা নিষিদ্ধ। ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো উচিত নয়। একাকী জলযাত্রায় যাওয়া উচিত নয়। অন্যের জমিতে গরু ও বাছুর আহার করলে তাদের যাচাই বা আঘাত করা অনুচিত। অক্ষক্রীড়া, জ্বলন্ত মৃতদেহের ধোঁয়া, সকালের সূর্যকিরণ বর্জনীয়।

ভোজনের পর যদি নিজেকে শুদ্ধ না করে তবে দেবতা-সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-তারা দেখবে না। দেবতা, গুরু, স্নাতক, যিনি সোম যাগ করেন, রাজা, জ্যেষ্ঠ প্রমুখগণের ছায়া এবং গরুর ছায়া মাড়ানো উচিত নয়। অশুদ্ধ শরীরে দেবমূর্তি, ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং গরু স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। ঈশ্বরকে দোষারোপ বা ঘৃণা উচিত নয়। এমনকি বেদজ্ঞ, রাজা, গুরুদেব এবং পিতা-মাতা ও সহপাঠী প্রমুখদের দোষারোপ বা ঘৃণা করা নিষিদ্ধ। কারণ, যে ঘৃণা বা নিন্দা করে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কুৎসা করা বা হিংসা করা এবং মানসিক ভাবে আঘাত করা উচিত নয়। গুরু-পিতা-মাতা-দাদু-দিদা-ভ্রাতা-কাকা-মামা-আচার্য এবং শ্রৌতযজ্ঞের পুরোহিত প্রমুখদের সঙ্গেও বিবাদ করা অনুচিত[৩২]।

২.২.৩.১. গৃহস্থের প্রকারভেদ

বৈখানসধর্মসূত্রে[৩৩] কর্মানুসারে গৃহস্থকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

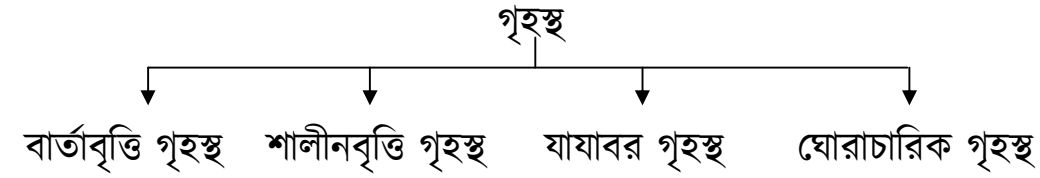

[৩২] ঐ, ৩.২.১৩-১৫, ৩.২.১-১৬, ৩.৩.১-৮

[৩৩] গৃহশ্চতুর্বিধাঃ। বার্তাবৃত্তিঃ শালীনবৃত্তির্যাযাবরো ঘোরাচারিকশ্চেতি। ঐ, ১.৫.১-৫

ক) বার্তাবৃত্তি গৃহস্থ

বার্তাবৃত্তি গৃহস্থ, কৃষিকাজ, পশুপালন এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে[৩৪]।

খ) শালীনবৃত্তি গৃহস্থ

শালীনবৃত্তি গৃহস্থ প্রত্যহ নিত্যকর্মানুষ্ঠানের পর মনুষ্যযজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের রান্না করে। তারপর শ্রৌতকর্মের জন্য অগ্নি স্থাপন করে এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে দর্শপূর্ণমাসযাগ, চতুর্মাসে চতুর্মাস্যযাগ, ছয় মাসে পশুযাগ এবং সম্বৎসরে সোমযাগ করে[৩৫]।

গ) যাযাবর গৃহস্থ

যাযাবর গৃহস্থের জন্য যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-দান-প্রতিগ্রহ ইত্যাদি ছয় প্রকার কর্ম বিহিত এবং হবির্যাগ ও সোমযাগ নিজের জন্য বিহিত। যাযাবর গৃহস্থের নিত্য অগ্নির পরিচর্যা করণীয় এবং গৃহে আগত অতিথিগণের সেবা করা কর্তব্য[৩৬]।

ঘ) ঘোরাচারিক গৃহস্থ

এই গৃহস্থের প্রত্যহ নিয়মানুযায়ী নিত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে। যজন, অধ্যয়ন ও দান প্রভৃতি কর্ম বিহিত কিন্তু যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ কর্ম নিষিদ্ধ। উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতে হবে। নারায়ণের প্রতি

---

[৩৪] বার্তাবৃত্তিঃ কৃষিগৌরক্ষবাণিজ্যোপজীবী। ঐ, ১.৫.২

[৩৫] শালীনবৃত্তির্নিয়মৈর্যুতঃ পাকযজ্ঞৈরিষ্টাগ্নীনাধায় পক্ষে পক্ষে দর্শপূর্ণমাসযাজী চতুর্ষুমাসেষু চাতুর্মাস্যযাজী ষট্সু ষট্সু মাসেষু পশুবন্ধযাজী প্রতিসংবৎসরং সোমযাজী চ। ঐ, ১.৫.৩

[৩৬] যাযাবরো হবির্যজ্ঞৈঃ সোমযজ্ঞৈশ্চ যজেৎ যাজযত্যধীতেঽধ্যাপয়তি দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি ষট্কর্মনিরতো নিত্যমগ্নিপরিচরণমতিথিভ্যোঽভ্যাগতেভ্যোঽন্নাদ্যং চ কুরুতে। ঐ, ১.৫.৪

ভক্তি প্রদর্শন এবং সকাল-সন্ধ্যা অগ্নিহোত্র যাগ করণীয়। অগ্রহায়ণ ও জ্যৈষ্ঠমাসে ধারালো অস্ত্রের শপথ গ্রহণ করে অরণ্যের ফল-মূল আহরণের জন্য গমন করতে হবে এবং আহৃত ফল-মূল যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে[৩৭]।

২.২.৪. বানপ্রস্থ

বনস্য প্রস্থে একদেশে বিদ্যমানঃ বানপ্রস্থঃ - অর্থাৎ পরমজ্ঞান লাভের জন্য কঠোর তপস্যার সহিত অরণ্যে বসবাস করে সে বানপ্রস্থ।

২.২.৪.১. বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণকালে শ্রামণক অগ্নি স্থাপনের বিধিসমূহ

বানপ্রস্থাশ্রমীর শ্রামণক অগ্নির স্থাপন করে শ্রৌতকর্ম করতে হবে। এই শ্রামণক অগ্নি স্থাপনের নিয়মবিধি বৈখানসধর্মসূত্রে আলোচিত হয়েছে[৩৮]।

যে গৃহস্থ সোম যাগ করে পুত্র, পৌত্র লাভ করেছে, সেই পুত্র, পৌত্রদের বিবাহাদি সম্পন্ন করে গার্হস্থ্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে মুণ্ডন করে প্রাজাপত্য-কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান পালন করে গৃহস্থকে প্রস্থান করতে হবে। বসন্ত ঋতুর শুক্লপক্ষে পূণ্যতিথিতে বনে আশ্রয় গ্রহণার্থ পত্নী সহ গৃহ ত্যাগ করতে হবে। পূর্বের দিন স্নান সমাপনান্তে কুশ জল পান করে উপবাস করতে হবে। গার্হপত্যাগ্নিতে যজ্ঞ সমাপন করে *অয়ং তে যোনিরিতি* মন্ত্র পাঠ করে অগ্নি চয়ন করতে হবে। দর্শপূর্ণমাস যাগের বিধানানুসারে দর্ভ ঘাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন- হোমের কাঠ, বাঁশ, উপবীত, কমণ্ডল, বল্কল প্রভৃতি সংগ্রহ করতে হবে। পূর্বোক্ত বিধি অনুযায়ী অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করতে হবে। অগ্নিকুণ্ড স্থাপনের বিধি বৈখানসগৃহ্যসূত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, যেমন- একটি পরিষ্কার জায়গা নির্বাচন করতে হবে যার পূর্ব বা উত্তর দিকে ঢালু থাকবে। ঐ স্থান গোবরের লেপন দেওয়ার পর পরিস্কার বালি দিয়ে অগ্নির

---

[৩৭] ঘোরাচারিকো নিয়মৈর্যুক্তো যজতে ন যাজয়তি, অধীতে নাধ্যাপয়তি, দদাতি ন প্রতিগৃহ্নাতীৎযুঞ্জ্ববৃত্তিমুপজীবতি নারায়ণপরায়ণঃ সায়ংপ্রাতরগ্নিহোত্রং হুত্বা মার্গশীর্ষজ্যেষ্ঠমাসয়োরসিধারাব্রতং বনৌষধিভিরগ্নিপরিচরণং করোতি। ঐ, ১.৫.৫

[৩৮] ঐ, ২.১-৩

রাখার জন্য স্থানটি তৈরি করতে হবে। পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং দক্ষিণ থেকে উত্তর ৩২ আঙ্গুল প্রস্থ এবং ২ আঙ্গুল প্রস্থ বিশিষ্ঠ উচ্চতাযুক্ত অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করতে হবে[৩৯]। পরের দিন বৈশ্বানর সূক্ত পাঠ করে মন্থন দণ্ড দ্বারা *অগ্ন আয়াহি, উপাবরোহেতি* এই মন্ত্র পাঠ করে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে অগ্নিকুণ্ডে স্থাপন করতে হবে। অগ্নিকে প্রণাম করে অগ্নির চারিদিকে জল দিতে দিতে *অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বম্* পাঠ করে পাঁচটি প্রায়শ্চিত্ত যাগ করতে হবে। তারপর নিজেকে শুদ্ধ করে ব্রাহ্ম, বিষ্ণু ও বরুণের প্রতি ব্যাহৃতির সঙ্গে আহুতি দিতে হবে।

অগ্নির পশ্চিম দিকে দুটি কুশঘাস রেখে তার পূর্বাগ্রে সমানভাবে একটি পাথর আধাররূপে রাখবে এবং দক্ষিণ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পাথরে রেখে মন্ত্র পাঠ করতে হবে *তৎসবিতুর্বরেণ্যম্...* । *তেজোবৎ সব* এই মন্ত্র পাঠ করে বল্কল, চর্মবস্ত্র পরিধান করে মেখলা-উপবীত-উত্তরীয় এবং কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম আহুতি দেবে। দেহ শুদ্ধ করে *স্বস্তি দেবে* - বলে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করতে হবে এবং তারপর দাঁড়িয়ে এবং বসে প্রণাম করতে হবে। তারপর দেবতাগণের মূর্তি প্রক্ষালন করে দ্বাদশ প্রকার জয়, অষ্টাদশ প্রকার আভ্যাতান, দ্বাদশ প্রকার রাষ্ট্রভৃত এবং সপ্তম প্রকার ব্যাহৃতি প্রভৃতি মন্ত্রের সহিত দেবগণকে অবশিষ্ঠ আহুতি দ্রব্যে দ্বারা আহুতি প্রদান করতে হবে। যাগ শেষে প্রাণায়াম করতে হবে। *যোগে যোগ* পাঠ করে দুই বার আচমন করে *শতমিন্নু শরদ* পাঠ করে সূর্যকে প্রণাম করতে হবে এবং *আগন্ত্রা সমগন্মহী* পাঠ করে প্রদক্ষিণ করতে হবে। *রাষ্ট্রভৃদসী* পাঠ করে ঘাসের গুচ্ছ(যেখানে বসবে সেই জায়গায়)গ্রহণ করতে হবে। *ওং ভূস্ তৎ সবিতুর বরেণ্যম্; ওং ভুবো ভর্গো দেবস্য ধিমহি; ওং সুবর্ ধিযো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*- এই একতৃতীয়াংশ মন্ত্র পাঠ করে প্রথমত সাবিত্রীর জপ করতে হবে, *ওং ভূর্ভুবস্তৎসবিতুর্ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধিমহি; ওম সুবর ধিয়ো যো নঃ*

---

[৩৯] অথাগ্ন্যায়তনং প্রাক্প্রবণে বোত্তরপ্রবণে বা শুদ্ধে দেশে গোময়েনোপলিপ্তে শুদ্ধাভিঃ সিকতাভিঃ প্রাক্পশ্চিমং দক্ষিণোত্তরং চ দ্বাত্রিংশদঙ্গুল্যায়তং দ্ব্যঙ্গুলোন্নতম্.....বৈ. স্মার্ত. সূ. ১.৮

প্রচোদয়াৎ- এই অর্ধমন্ত্র পাঠ করে অর্চনা করতে হবে এবং *ওং ভূর্ভুবঃ সুবস্তৎ সবিতুর্ বরেণ্যং ভার্গো দেবস্য ধিমহি ধিযো যো নঃ প্রচোদয়াৎ* - এই সম্পূর্ন মন্ত্র পাঠ করে সাবিত্রী জপ সম্পন্ন করে বনাশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। তার স্ত্রীকেও সমভাবে উক্ত বিধি পালন করতে হবে।

তারপর বানপ্রস্থী অগ্নির চারদিকে প্রদক্ষিণ করে প্রজাপতি, ধাতৃ, বিচ্ছিন্ন, ইন্দ্র, বিশ্বদেব, বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ প্রমুখকে ঘৃতাহুতি দেবে। তারপর প্রজাপতি সূক্ত পাঠ করে প্রধান যজ্ঞে পুনরায় আহুতি দিতে হবে। তারপর *দেবস্য ত্বা, যো মে দণ্ড*- এই দুটি মন্ত্র পাঠ করে মাথার চুল পর্যন্ত উচ্চতাযুক্ত পাঁচ, সাত বা নয়টি পর্বযুক্ত দুটি বাঁশ গ্রহণ করতে হবে। *যেন দেব* এই মন্ত্র পাঠ করে মাটি ও দুটি জলের পাত্র, সঙ্গে জুতো, ছাতা গ্রহণ করতে হবে। অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে গার্হপত্য অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে অগ্নিহোত্র যাগ করতে হবে এবং আহবনীয় অগ্নিতে প্রজাপতির প্রতি আহুতি দেবার সময় প্রজাপতিসূক্ত এবং বিষ্ণুর প্রতি আহুতি দেওয়ার সময় বিষ্ণু সূক্ত পাঠ করতে হবে । তারপর প্রতিটি অগ্নিতে *অগ্নয়ে স্বাহা, সোম স্বাহা, বিষ্ণু স্বাহা* পাঠ করার পর অগ্নিকুণ্ডে অগ্নির স্থাপন করতে হবে। বনে, পর্বতে অথবা নদী তীরে বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়মানুযায়ী অগ্নিকুণ্ড তৈরি করতে হবে। পত্নীর সঙ্গে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে পাত্রে ভরে এক কুণ্ড হতে অন্য কুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করতে হবে এবং বনাশ্রম পালন করতে হবে।

পূর্ব নির্দিষ্ঠ স্থানে অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করে জল ছিটিয়ে খনন করতে হবে এবং ছয়টি রেখা টানতে হবে। স্বর্ণ-চাল-ভুট্টা প্রভৃতি শ্রামণকঅগ্নিতে আহুতি দিতে হবে। শ্রৌতাগ্নি স্থাপনের জন্য পৃথিবীর পার্থিব যা কিছু প্রয়োজনীয় তা সংগ্রহ করতে হবে, বৃক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করতে হবে। এছাড়াও শন-দুর্বাঘাস-উল-সুগন্ধি ঘাস-প্লক্ষ শাখা-সূর্যকান্ত-গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি গ্রহণ করতে হবে। এবারে অন্যান্য বানপ্রস্থী হতে একজন পুরোহিত গ্রহণ করতে হবে, যে মন্থন করে অগ্নির প্রজ্জ্বলন করবে এবং অন্য কোনও নির্জন স্থানে গিয়ে গার্হ্যপত্য অগ্নি ও অন্যান্য অগ্নি অগ্নিকুণ্ডে স্থাপন করতে হবে ।

তারপর আহুতি দ্রব্যকে দুইভাগে ভাগ করে অরণ্যে প্রতিদিন দুই বার অগ্নিহোত্র যাগ করতে হবে[৪০]।

২.২.৪.২. বানপ্রস্থের ধর্ম

বানপ্রস্থীর রাত্রিতে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করে ফল-মূল-পাতা-পুষ্প প্রভৃতি খাদ্যরূপে গ্রহণ করে জীবন ধারণ করা উচিত এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা ফললাভের জন্য বিশিষ্ট আচরণ করা উচিত। শয়নকালে শয্যারূপে দর্ভঘাস, খড় ইত্যাদি ত্যাগ করা উচিত। পত্নীর সেবা করা এবং পত্নীকে মাতৃবৎ দেখা উচিত। এমনকি স্ত্রী সুলভ সম্পর্ক না রেখে এবং কাম থেকে বিরত থাকা উচিত।

চাষ করা হয় এমন জমি বানপ্রস্থ মাড়ানো নিষিদ্ধ। ধান্য ও ধন সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ। অরণ্য হতে আহৃত ভেষজ-ফলমূল দর্শ-পূর্ণমাস যাগ, চতুর্মাস্য যাগ, নক্ষত্রেষ্টি যাগ, আগ্রয়ণেষ্টি যাগ প্রভৃতিতে আহুতি দিতে হবে।

বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণকালে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দশটি করে নিয়ম পালন করতে হবে। যেমন- নিত্য স্নান, শৌচ, অধ্যয়ন, তপস্যা, দান, আহুতি, উপবাসব্রত, কামরোধ, মৌনতা এবং ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি বাহ্যিক নিয়মানুষ্ঠানের পালন করণীয় । অনুরূপ অভ্যন্তরীণ দশটি নিয়ম পালন করতে হবে– যেমন, সত্যবাদিতা, মৃদুতা, আন্তরিকতা, ক্ষমাশীলতা, আত্মশাসন, বন্ধুভাব, প্রসন্নতা, নমনীয়তা, হত্যা থেকে বিরত থাকা, মিষ্টতা ইত্যাদি। বানপ্রস্থীর বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক প্রতিদিন দুই বার অগ্নিহোত্র যাগ এবং শ্রামণক অগ্নিতে বলি প্রদান করণীয়। গ্রামে ভোজন ত্যাগ করা উচিত এবং নিরন্তন ভোজনের জন্য অরণ্যজাত ঔষধী-ফল-মূল-শাক আহরণ করা উচিত। বিকেলে পত্নীর সঙ্গে হবি দ্রব্য পাক করে এবং বৈশ্বদেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে। আগত অতিথিদের ভোজন করিয়ে এবং শেষে নিজে ভোজন করতে হবে।

---

[৪০] বৈ. ধ. প্র. ২.১-৪

২.৪.৫. বানপ্রস্থের প্রকারভেদ

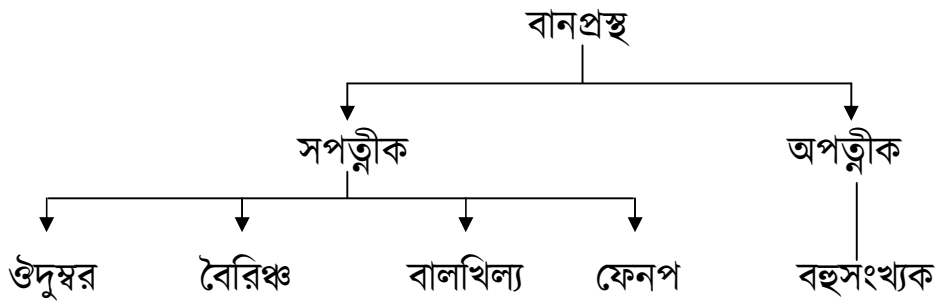

বানপ্রস্থ সপত্নীক ও অপত্নীক ভেদে দুই প্রকার। সপত্নীক বানপ্রস্থ পুনরায় ঔদুম্বর, বৈরিঞ্চ, বালখিল্য ও ফেনপ ভেদে চার প্রকার এবং অপত্নীক বানপ্রস্থের একত্রিশ প্রকার ভেদ উল্লেখিত হয়েছে। বৈখানসধর্মসূত্রে[৪১] এই ভেদের বিস্তৃত বিবরণ পরিলক্ষিত হয়।

২.২.৫.১. সপত্নীক বানপ্রস্থ

ক) ঔদুম্বর বানপ্রস্থ

ঔদুম্বর বানপ্রস্থীর যে জমিতে কখনো চাষ হয়নি এমন জমিতে চাষ করে উৎপাদিত শাক্-সব্জী-ভেষজ-ফল-মূল আহার করতে হবে। লবণ, হিং, মধু, রসুন, মাছ, মাংস, টক জাতীয় খাদ্য, অন্য কোন ব্যক্তির স্পর্শ করা বা রান্না করা খাদ্য নিষিদ্ধ। দেবতা, ঋষি, পিতা ও মানুষের পূজা করতে হবে। গ্রাম থেকে দূরে অরণ্যে বসবাস করতে হবে। প্রতিদিন অগ্নিহোত্র যাগে ও

[৪১] বানপ্রস্থাঃ সপত্নীকা অপত্নীকাশ্চেতি। সপত্নীকাশ্চতুর্বিধাঃ ঔদুম্বরো বৈরিঞ্চো বালখিল্যঃ ফেনপশ্চেতি। অপত্নীকা বহুবিধাঃ কালশিকা উদ্দণ্ড.....বিজ্ঞায়তে। ঐ, ১.৭.১-২, ১.৮.১

বৈশ্বদেব যাগে শ্রামণক অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে এবং কঠোর তপস্যা করতে হবে[৪২]।

খ) বৈরিঞ্চ বানপ্রস্থ

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম যে দিক প্রত্যক্ষ করে সেই দিকে ফল, নীবার ধান্য, যব প্রভৃতি আহরণের জন্য বৈরিঞ্চ বানপ্রস্থীকে গমন করতে হবে। আহৃত সামগ্রী রান্না করে অতিথিদের নিবেদন করতে হবে। শ্রামণক অগ্নি স্থাপন করে অগ্নিহোত্র যাগ ও বৈশ্বদেব যাগ সমাপনান্তে নারায়ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এবং কঠোর তপস্যা করতে হবে[৪৩]।

গ) বালখিল্য বানপ্রস্থ

বালখিল্য বানপ্রস্থ জটাধারী, জীর্ণবস্ত্র বা বল্কল পরিধানকারী। তারা সূর্যরশ্মিকে অগ্নিরূপে কল্পনা করে এবং তপস্যা করে[৪৪]।

ঘ) ফেনপ বানপ্রস্থ

ফেনপ বানপ্রস্থ উদ্দণ্ড, উন্মত্তক, নিরোধক, ভগ্ন, পতিত অবস্থায় থাকে এবং মাটিতে শয়ন করে। চন্দ্রায়ণব্রত পালন করে এবং নারায়ণের ধ্যান করে মোক্ষপ্রার্থনা করে[৪৫]।

---

[৪২] ঔদুম্বরো ব্যুৎকৃষ্টফলাবাপ্য ঔষধিভোজী মূলফলাশী বা লবণহিঙ্গুলসুনমধুমৎস্যমাংসপূত্যন্যাম্লপরস্পর্শনপরবাগ্বর্জী দেবঋষিপিতৃমনুষ্যপূজী বনচরো গ্রামবহিষ্কৃতঃ সায়ংপ্রাতরগ্নিহোত্রং হুত্বা শ্রামণকাগ্নিহোমং বৈশ্বদেবহোমং চ কুর্বংস্তপঃ সমাচরতি। ঐ, ১.৭.৩

[৪৩] বৈরঞ্চঃ প্রাতর্যাং দিশং প্রেক্ষতে, তাং দিশং গত্বা তত্র প্রিয়ঙ্গ্যুবশ্যামাকনীবারাদিভির্লব্ধৈঃ স্বকীয়ান্তিথীংশ্চ পোষয়িত্বাগ্নিহোত্রশ্রামণকাগ্নির্ভবতীত্যামনন্তি। ঐ, ১.৭.৪

[৪৪] বালখিল্যো জটাধরো বল্কলবসনোঽর্কাগ্নি কার্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং পুষ্কলভূক্তাত্মার্থগৃজ্যান্যথা শেষান্ মাসানুপজীব্য তপঃ কুর্যাৎ। ঐ, ১.৭.৭

[৪৫] ফেনপ উদ্দণ্ডবৈশ্বদেবহোমী নারায়ণপরস্তপশ্শীল ভবতীত্যামনন্তি। ঐ, ১.৭.৬

২.২.৫.২. অপত্নীক বানপ্রস্থ

অপত্নীক বানপ্রস্থ অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন-

ক) কালশিক
খ) উদ্দণ্ডসংবৃত্ত
গ) অশ্মকুট্ট
ঘ) উদগ্রফলী
ঙ) দন্তোলূখলিক
চ) উঞ্ছবৃত্তিক
ছ) সন্দশনবৃত্তিক
জ) কপোতবৃত্তিক
ঝ) মৃগচারিক
ঞ) হস্তদায়ী
ট) শৈলফলখাদী
ঠ) অর্কদুগ্ধাশী
ড) বৈল্বাশী
ঢ) কুসুমাশী
ণ) পাণ্ডুপত্রাশী
ত) কালান্তরভোজী
থ) এককালিক
দ) চতুষ্কালিক
ধ) কণ্টকশায়ী
ন) বীরাসনশায়ী
প) পঞ্চাগ্নিমধ্যশায়ী
ফ) ধূমাশী
ব) পাষাণশায়ী
ভ) অভ্যবকাশী
ম) উদকুম্ভবাশী
য) মৌনী
র) অবাক্‌শিরস
ল) সূর্যপ্রতিমুখ
ব) ঊর্ধবাহুক
শ) অধোমুখ
ষ) একপাদস্থিত

অপত্নীক বানপ্রস্থের নামকরণ তাদের কর্মের ভিত্তিতে হয়েছে। সংক্ষেপে তাদের নামকরণের তাৎপর্য আলোচনা করা হল[৪৬]-

ক) যারা নির্দিষ্ট কালে অর্থাৎ সময়ে ভোজনের জন্য গমন করে তারা কালশিক বানপ্রস্থ।

উন্মত্তকো নিরোধকঃ শীর্ণপতিতপত্রাহারী চান্দ্রায়ণব্রতং চরন্ পৃথিবীশায়ী নারায়ণং ধ্যায়ন্ মোক্ষমেব প্রার্থয়তে। ঐ, ১.৭.৯

[৪৬] বৈ. স্মার্ত. সূ. ৮.৮

খ) যারা উন্মত্ততা দমন করে সুদৃঢ় চরিত্রের গঠন করে তারা উদ্দণ্ডসংবৃত বানপ্রস্থ ।

গ) যারা পিশাই করার জন্য বা কাটার জন্য পাথরের ব্যবহার করে তারা অশ্মকুট্ট বানপ্রস্থ।

ঘ) যারা উচ্চ ফল লাভের আশায় বা মোক্ষলাভের আশায় বেঁচে থাকে তারা উদগ্রফলী বানপ্রস্থ।

ঙ) যারা হামন-দিস্তার ন্যায় দাঁতের ব্যবহার করে তারা দন্তোলূখলিক বানপ্রস্থ।

চ) শষ্য সংগ্রহ করে অর্থাৎ উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবন অতিবাহিত করে তাদের উঞ্ছবৃত্তিক বানপ্রস্থ বলে।

ছ) একসঙ্গে বাস করে খাদ্য সমানভাবে ভাগ করে খায় তাদের সংদশনবৃত্তিক বানপ্রস্থ বলে।

জ) যারা ঘুঘু পাখির ন্যায় গোপনে বসবাস করে তাদের কপোতবৃত্তিক বানপ্রস্থ বলে।

ঝ) যারা মৃগের ন্যায় ভ্রমণ করে ও তৃণাদি ভক্ষন করে তারা মৃগচারিক বানপ্রস্থ।

ঞ) যারা ফল-মূল-ধান্য নিজ হস্তে আহরণ করে তাদের হস্তদায়ী বানপ্রস্থ বলে।

ট) পর্বতে থাকা ফল আহরণ করে আহার করে তাদের শৈলফলখাদী বানপ্রস্থ বলে।

ঠ) যারা সূর্য কিরণের দ্বারা শুষ্ক ফল এবং পাতা আহার করে তারা অর্কদুগ্ধশী বানপ্রস্থ।

ড) যারা বিল্বফল আহার করে তারা বৈল্বশী বানপ্রস্থ।

ঢ) যারা ফুলের বাগানে বসবাস করে তাদের কুশুমাশী বানপ্রস্থ বলে।

ণ) যারা হলুদ পত্রের উপর বাস করে তারা পাণ্ডুপত্রাশী বানপ্রস্থ।

ত) যারা কিছু সময় অন্তর অন্তর ভোজন করে তারা কালান্তরভোজী বানপ্রস্থ।

থ) যারা দিনে একবার ভোজন করে তারা এককালিক বানপ্রস্থ।

দ) যারা দিনে চার বার ভোজন করে তারা চতুষ্কলিক বানপ্রস্থ।

ধ) যারা কাঁটার উপর শয়ন করে কণ্টকশায়ী বানপ্রস্থ।

ন) বীরাসনে বসেই যারা শয়ন করে তাদের বীরাসনশায়ী বানপ্রস্থ বলে।

প) পঞ্চাগ্নি প্রজ্জ্বলন করে তার মধ্যে শয়ন করে তাদের পঞ্চাগ্নিমধ্যশায়ী বানপ্রস্থ বলে।

ফ) যারা ধূমপান করে দিন কাটায় তারা ধূমাশী বানপ্রস্থ।

ব) যারা পাথরের উপর শয়ন করে তারা পাষাণশায়ী বানপ্রস্থ।

ভ) বেশিরভাগ সময় যারা জেগে থাকে তাদের অভ্যবকাশী বানপ্রস্থ বলে।

ম) যারা জলভর্তি কুম্ভতে বাস করে তারা উদকুম্ভবাশী বানপ্রস্থ।

য) যারা মৌনতা পালন করে তার মৌনী বানপ্রস্থ।

র) যারা সর্বদা মাথা নত করে থাকে তারা অবাক্‌শিরস বানপ্রস্থ।

ল) সূর্যের দিকে যারা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারা সূর্যপ্রতিমুখ বানপ্রস্থ।

ব) যারা বাহু উপরে তুলে প্রসারিত করে থাকে তাদের ঊর্ধবাহুক বানপ্রস্থ বলে।

শ) যারা মুখমণ্ডল অবনত করে কথা বলে তাদের অধোমুখ বানপ্রস্থ বলে।

ষ) এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে যারা তারা একপাদস্থিত বানপ্রস্থ।

২.২.৬. ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণের অনুষ্ঠেয় বিধি

সপ্ততি-বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ যদি পুত্র-পত্নী হন, তাহলে জন্ম-মৃত্যু-জরা বিষয়ে চিন্তা করে যখন যোগীরূপে অবস্থান করা উচিত বলে মনে করবে তখন সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতে হবে। অথবা পুত্রের উপর পত্নীর দায়িত্ব অর্পণ করে পরম জ্ঞান লাভের আশায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে অরণ্যে বাস করতে হবে[৪৭]।

---

[৪৭] সপ্তত্যূর্ধং বৃদ্ধোঽনপত্যো বিধুরো বা জন্মমৃত্যুজ্বরাদীন্ বিচিন্ত্য যোগার্থী যদা স্যাৎ, তদা অথবা পুত্রে ভার্যাং নিক্ষিপ্য পরমাত্মনি বুদ্ধিং নিবেশ্য বনাৎ সন্ন্যাসং কুর্যাৎ। বৈ.ধ.প্র. ২.৬.১

মুণ্ডন ও স্নান করে গ্রামের বাইরে নির্জন স্থানে গিয়ে প্রজাপতির তপস্যা করতে হবে। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পূর্বের দিন ত্রিদণ্ড, একটি ঝোলা (যা জলের পাত্র ও ভিক্ষার সামগ্রী আনয়নের সুবিদার্থে প্রয়োজন), একটি লাল বস্ত্র, একটি জলের পাত্র, একটি আলিঙ্গনের জন্য বস্ত্র, মাটি গ্রহণের জন্য পাত্র(শরীর পরিস্কার করে ধোয়ার জন্য), একটি ভিক্ষা গ্রহণের পাত্র সংগ্রহ করতে হবে। তারপর তিনস্তর(দুধ, টক দই ও ঘৃত) যুক্ত আহার সংগ্রহ করতে হবে[৪৮]। সেই রাত্রিতে ও পরের দিন উপবাস করতে হবে এবং সকালে স্নান করে অগ্নিহোত্র যাগ ও বৈশ্বদেব যাগ করতে হবে এবং বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশ্যে দ্বাদশকপালে পুরোডাশ আহুতি দিতে হবে। গার্হ্যপত্য অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে অগ্নিকুণ্ডে আহবনীয় অগ্নি স্থাপন করে দুই হাতা পূর্ণ ঘৃতাহুতি দিতে হবে এবং পুরুষসূক্ত পাঠ করে অগ্নি-সোম-ধ্রুব-ধ্রুবকরণ-পরমাত্মা-নারায়ণ প্রমুখ দেবগণের উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি প্রদান করতে হবে। প্রতিটি দেবতার প্রতি ঘৃতাহুতি দেওয়ার শেষে *স্বাহা* উচ্চারণ করতে হবে। চারবার ঘৃতাহুতি দেওয়ার পর সমস্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার সময় *ওং স্বাহা*– পাঠ করতে হবে। অগ্নিহোত্রে ব্যবহৃত হাতা আহ্বনীয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে এবং অন্যান্য পাত্রগুলিও নিক্ষেপ করতে হবে । যদি মাটি বা পাথরের পাত্র না হয় তবে গার্হ্যপত্য অগ্নিতে আহুতি দেবে।

যদি গৃহস্থ পবিত্র অগ্নির স্থাপন পূর্বে না করে থাকে, তবে গার্হস্থ্য পূজার জন্য শ্রামণক অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে হবে, যদি বানপ্রস্থী পবিত্র অগ্নির স্থাপন পূর্বে না করে থাকে, তবে শ্রামণক অগ্নিতে তার সামগ্রীসমূহ নিক্ষেপ করতে হবে। তারপর *ওং ভুস্ তৎ সবিতুর বরেণ্যম্; ওং ভুবো ভর্গো দেবস্য ধিমহি; ওং সুবর্ ধিযো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*- এই একতৃতীয়াংশ মন্ত্র পাঠ করে প্রথমত সাবিত্রীর জপ করতে হবে, *ওং ভূর্ভুবস্তৎসবিতুর্ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধিমহি; ওম সুবর ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*- এই অর্ধমন্ত্র পাঠ করে অর্চনা করতে হবে এবং *ওং ভূর্ভুবঃ সুবস্তৎ সবিতুর্ বরেণ্যং ভার্গো দেবস্য ধিমহি ধিযো যো নঃ প্রচোদয়াৎ* - এই সম্পূর্ন মন্ত্র পাঠ করে সাবিত্রী জপ সম্পন্ন করে

[৪৮] ...পযো দধি ঘৃতং সমং গৃহিতং ত্রিবৃদিত্যামনন্তি... বৈ. স্মার্ত. সূ. ৩.১০

সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতে হবে। বেদির সম্মুখে দাঁড়িয়ে *যা তে অগ্নে যজ্ঞিয়ে-* মন্ত্র পাঠ করে গার্হ্যপত্য অগ্নির ধোঁয়াতে তিনবার ঘ্রান নেবে, এবং *ভবতন্নস্সমনস* পাঠ করে নিজ আত্মাতে ধারন করতে হবে। *ভূভুর্বস্সুবঃ সন্ন্যাস্তং ময়েতি* অর্থাৎ নিজেকে ত্যাগ করলাম এরূপ তিনবার জপ করে ও তিনবার উচ্চস্বরে পাঠ করে ডানহাত দিয়ে কিছুটা জল পান করতে হবে। তারপর মুখ ধুয়ে পুনঃরায় একই মন্ত্র পাঠ করে দুই হাতের সমান পরিমান জল তিনবার তর্পণ দিতে হবে। মেখলা, উপবীত ও কৃষ্ণসার মৃগের বস্ত্র এবং উত্তরীয় পূর্বের ন্যায় গ্রহণ করতে হবে।

দেবস্য ত্বা, যো মে দণ্ডঃ, সখা মে গোপায় পাঠ করে তিনটি দণ্ড, *যদস্য পারে রজস* পাঠ করে একটি দোলনা, *যেন দেবা পবিত্রেণ* পাঠ করে জল ছাঁকার বস্ত্র, *যেন দেবা জ্যোতিষ* পাঠ করে জলের পাত্র ও ভিক্ষা পাত্র গ্রহণ করতে হবে। স্নান করে অঘমর্ষণ সূক্তের পাঠ করে অঘমর্ষণ দেবতার স্তুতি করতে হবে। জলপান করে ষোড়শপ্রকার প্রাণায়াম করে একশো অথবা একহাজার *সাবিত্রী* জপ করতে হবে। পুণরায় মন্ত্র পাঠ করতে করতে ভিক্ষা সামগ্রী নেওয়ার জন্য একটি কাঠের বা মাটির গোলাকার পাত্র নিতে হবে। প্রণবে প্রক্রিয়াজাত সাতটি ব্যাহৃতি ও প্রতিটি ব্যাহৃতি *ওম্* দিয়ে শুরু হবে। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে *স্বাধা* উচ্চারণ করে প্রথম চারটি ব্যাহৃতি[৪৯] মন্ত্র পাঠের দ্বারা পিতার প্রতি তর্পণ দিতে হবে। সূর্য দেবতাকে প্রণাম করার সময় *উদ্বয়ং তমস* পাঠ করে দুই হাতে জল তর্পণ দিয়ে এবং মানব কল্যাণের শপথ নিতে হবে। পরমাত্মার জ্ঞানে আনন্দিত ভিক্ষুক যদি ইন্দ্রিয় সংযত রেখে নিত্য প্রাণায়াম ও তারপর ধ্যান করলে পরমাত্মার দেখা পাবে[৫০]।

---

[৪৯] দেববৎপিতৃভ্যোঞ্জলিমুপাদায় ওং ভূস্স্বধোং সুবস্স্বধোং ভূর্ভুবস্তুবর্মহর্নম ইতি। বৌ.ধ.সূ. ২.১০.১৭.৩৪

[৫০] অপত্নীকশ্চ ভিক্ষুবদগ্নৌ হোমং হুত্তা অরণ্যাদিপাত্রাণি চ প্রক্ষিপ্য পুত্রে ভার্যাং নিধায় তথাগ্নীনাত্মন্যারোপ্য বল্কলোপবীতাদীন্ ভিক্ষাপাত্রং চ স সংগৃহ্যানগ্নিরদারো গত্বা বনে নিবসেৎ। বৈ.ধ.প্র. ২.৫-৮

২.২.৬.১. ভিক্ষুকের ধর্ম

গ্রামের বাইরে মাঠে বা দেবালয়ে অথবা গাছের নীচে বাস ভিক্ষুকের বাসস্থান। চতুর্মাস্য যাগ করার সময় ঐ স্থানেই ভিক্ষুককে বাস করতে হবে। জ্ঞাতি-বন্ধুদের ত্যাগ করতে হবে। গৃহহীন ও সঞ্চয়হীন ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। সদা একই স্থানে থেকে অধ্যয়ন, ধ্যান, নারায়ণ রূপ পরম ব্রহ্মের উপলব্ধি ও ধ্যানকল্পে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হবে।

প্রত্যহ স্নান করার পর জল তর্পণ দিয়ে *ওম্* উচ্চারণ করতে হবে (প্রণব) এবং পরমাত্মাকে নমস্কার করতে হবে। মুখ জল দিয়ে ধুয়ে শুদ্ধ করতে হবে। অপবিত্র বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে এবং লাল বস্ত্র পরিধান করতে হবে। পুরনো বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড বাম হাতে এবং ভিক্ষাপাত্র ডানহাতে ধরতে হবে। প্রতিদিন বৈশ্বদেব যাগ করার পর কেবল ব্রাহ্মণের গৃহতেই ভিক্ষা করতে যাবে। ভিক্ষা গ্রহণ কালে গোদুগ্ধ দোহন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং তারপর দোহন শেষে গমন করতে হবে। ভিক্ষা গ্রহণকালে অবমাননা হলে বিষাদগ্রস্ত হবে না, সম্মানলাভেও উচ্ছ্বসিত হবে না। দ্রুত বা ধীরে গমন করবে না। একই সময় একই ব্যক্তির গৃহে বার বার ভিক্ষাগ্রহণ করতে যাবে না। ভিক্ষা গ্রহণের জন্য এক ক্রোশের বেশি দূরে যাবে না। ভিক্ষা গ্রহণকালে গৃহস্থের গৃহের পাশে রাখা জলে পা-হাত ধোবে এবং আচমন করে *উদুত্যমি* ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে, *অতো দেবা* মন্ত্রটি পাঠ করবে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এবং *ব্রহ্ম জজ্ঞানম্* পাঠ করে ব্রহ্মাকে ভিক্ষার একটু অংশ তর্পণ করতে হবে, তারপর ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সর্বদা মুখের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

ভিক্ষুক বেঁচে থাকার মত পরিমিত আহার গ্রহণ করবে। কামের ইচ্ছা করবে না। মৈথুন প্রভৃতি কর্ম ত্যাগ করবে। নিন্দা-দ্বেষ-দোষারোপ করবে না। সম্মান ও অবমাননার প্রতি উদাসীন হবে। বিবাদ, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অসত্যকথন ত্যাগ করবে। বংশ-চরিত্র-তপস্যা-বেদজ্ঞান বিষয় অন্যের কাছে

উল্লেখ করবে না। সর্বদা প্রিয় ও সত্য কথা বলবে। প্রাণিজগতের বিরোধী হবে না। বৈখানসধর্মসূত্রে[৫১] ভিক্ষুক ধর্মের বিস্তৃত বিবরণ পরিলক্ষিত হয়।

২.২.৬.২. ভিক্ষুকের প্রকারভেদ

কর্মের ভিত্তিতে ভিক্ষুক চারপ্রকার- কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস। বৈখানসধর্মসূত্রে[৫২] ভিক্ষুকের প্রকারভেদ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

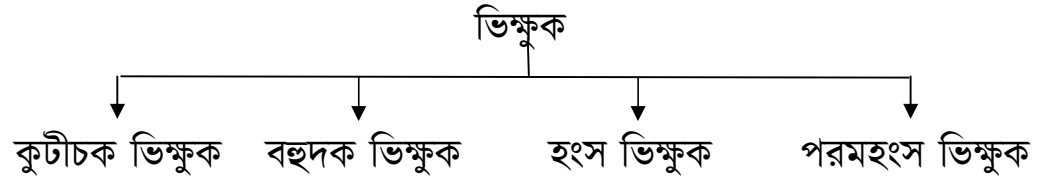

ক) কুটীচক ভিক্ষুক

কুটীচক ভিক্ষুক গৌতম-ভরদ্বাজ-যাজ্ঞবল্ক্য-হারীত প্রমুখের আশ্রমে যোগমার্গের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে মোক্ষ লাভের প্রার্থনা করে[৫৩]।

---

[৫১] ভিক্ষু স্নাত্বা নিত্যং প্রণবেনাত্মানং তর্পয়েৎ। তেনৈব তং নমস্কুর্যাৎ। ষডবরান্ প্রাণায়ামান্ কৃত্বা শতাবরাং সাবিত্রী জপ্ত্বা সন্ধ্যামুপাসীত।
অপ্পবিত্রেণোৎপূতাভিরদ্ভিরাচামেৎ। কাষায়ধারণং সর্বত্যাগং মৈথুনবর্জনমস্তৈন্যাদীন প্যাচরেৎ। অসহায়োঽনগ্নিরনিকেতনো নিস্সঞ্চয়ী সম্মানাবমানসমো
বিবাদক্রোধলোভমোহানৃতবর্জী গ্রামাদ্বহির্বিবিক্তে মঠে দেবালয়ে বৃক্ষমূলে বা বসেৎ। চতুর্মাস্যাদন্যত্রৈকাহাদূর্ধমেকস্মিন্ দেশে ন বসেৎ। বর্ষাশ্চতুর্মাস্যমেকত্রৈব বসেৎ। ত্রিদণ্ডে কাষায়াপ্পবিত্রাদীন্ যোজয়িত্বা কণ্ঠে বামহস্তেন ধারয়ন্ দক্ষিণেন ভিক্ষাপাত্রং গৃহীত্বৈককালে বিপ্রাণাং শুদ্ধানাং গৃহেষু বৈশ্বদেবান্তে ভিক্ষাং চরেৎ। ভূমৌ নিবীক্ষ্য জন্তূন্ পরিহরন্ পাদং ন্যসেৎ। অধোমুখস্তিষ্টন্ ভিক্ষামালিঙ্গেৎ। ঐ. ৩.৬

[৫২] অথ ভিক্ষুকা মোক্ষার্থিনঃ কুটীচকা বহুদকা হংসাঃ পরমহংসাশ্চেতি চতুরবিধা ভবন্তি। ঐ. ১.৯.১

[৫৩] তত্র কুটীচকা গৌতমভারদ্বাজযাজ্ঞবল্ক্যহারীতপ্রভৃতীনামাশ্রমেষ্বষ্টৌ গ্রাসাংশ্চরন্তো যোগমার্গতত্ত্বজ্ঞা মোক্ষমেব প্রাথয়ন্তে। ঐ, ১.৯.২

খ) বহুদক ভিক্ষুক

বহুদক ভিক্ষুক, ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু(কাঠের বা মাটির), লাল রংয়ের বস্ত্র প্রভৃতি ধারণ করে ব্রাহ্মণ, ঋষি ও অন্য গুণী ব্যক্তিদের গৃহ থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে মোক্ষলাভে সচেষ্ট হয়। মধু, মাংস, লবণ, পূর্বের বাসি খাবার প্রভৃতি ভোজন করে না[৫৪]।

গ) হংস ভিক্ষুক

হংস ভিক্ষুক গ্রামে একরাত্রি এবং শহরে পাঁচ রাত্রি বাস করে কিন্তু তার বেশি দিন একই স্থানে বসবাস করে না। নিত্য চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন এবং এক মাস যাবৎ উপবাসের দ্বারা মোক্ষলাভে প্রয়াসী হয়। হংস ভিক্ষুক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায়[৫৫]।

ঘ) পরমহংস ভিক্ষুক

পরমহংস ভিক্ষুক নির্জন স্থানে, শ্মশানে, ভগ্নগৃহে অথবা বৃক্ষমূলে বাস করে। কিছু পরমহংস ভিক্ষুক বস্ত্র পরিধান করে, আবার কিছু জন বস্ত্র পরিধান করে না। তাদের মধ্যে ধর্ম-অধর্ম, শুদ্ধি-অশুদ্ধি, সত্য-অসত্য বিষয়ে দ্বিধা থাকে না। ভিক্ষুক সকল বর্ণের গৃহ থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু ভিক্ষারূপে গ্রহণ করে[৫৬]।

---

[৫৪] বহুদকাস্ত্রিদণ্ডকমণ্ডলুকাষায়ধাতুবস্ত্রগ্রহণবেষধারিণো ব্রহ্মর্ষিগৃহেষু মধুমাংসলবণপর্যুষিতান্নং বর্জযন্তঃ সপ্তাগারেষু ভৈক্ষং কৃত্বা মোক্ষমেব প্রার্থয়ন্তে। ঐ, ১.৯.৩

[৫৫] হংসা নাম গ্রামে চেকরাত্রং নগরে পঞ্চরাত্রং বসন্তস্তদুপরি ন বসন্তো গোমুত্রগোমযাহারিণো মাসোপবাসিনো বা নিত্যচান্দ্রায়ণব্রতিনো নিত্যমুত্থানমেব প্রার্থযন্তে। ঐ, ১.৯.৪

[৫৬] পরমহংসা নাম বৃক্ষৈকমূলে শূন্যাগারে শ্মশানে বা বাসিনঃ সাম্বরা দিগম্বরা বা। ঐ, ১.৯.৫

২.২.৭. আশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের ফল

বৈখানসধর্মসূত্রে উক্ত হয়েছে - নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রম ধর্মানুষ্ঠান পালন করলে পরমজ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা লাভের পথ ত্বরান্বিত হয়।

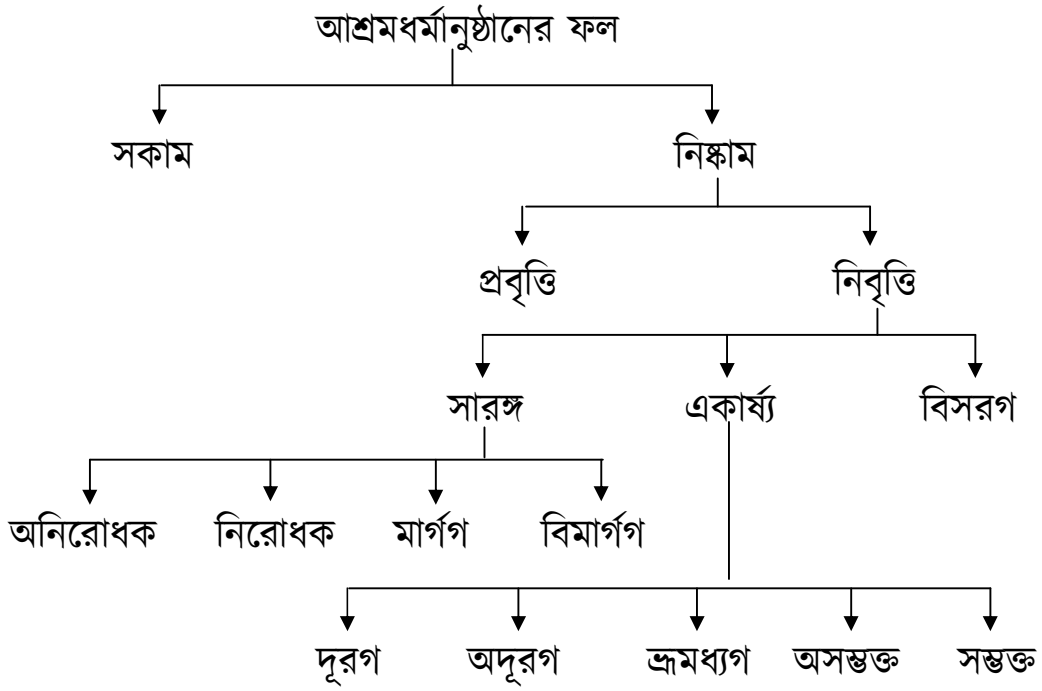

ব্রাহ্মণ চারটি আশ্রম, ক্ষত্রিয় তিনটি আশ্রম ও বৈশ্য দুটি আশ্রম পালন করবে। এই আশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের ফল দুই প্রকার- সকাম ও নিষ্কাম[৫৭]।

২.২.৭.১. সকাম

সকাম হল তাই যেখানে ইহলৌকিক সমৃদ্ধি কামনায় পুত্রাদি লাভ বা স্বর্গফল লাভ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা থাকে[৫৮]।

---

[৫৭] ব্রাহ্মণানাং চাতুরাশ্রম্যং ক্ষত্রিয়ানাং ত্র্যাশ্রম্যং বৈশ্যানাং দ্ব্যাশ্রম্যং বিহিতম্। তৎফলং হি সকামং নিষ্কামং চেতি দ্বিবিধং ভবতি। ঐ, ১.৯.৮-৯

২.২.৭.২. নিষ্কাম

নিষ্কাম হল তাই যেখানে বেদ বিহিত কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে। নিষ্কাম ভিক্ষুক আবার দুই প্রকার- প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি[৫৯]।

ক) প্রবৃত্তিনিষ্কাম

প্রবৃত্তিনিষ্কাম হল তাই যেখানে যোগমার্গের দ্বারা বায়ুজয় করে অণিমাদি প্রভৃতি ঐশ্বর্যসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা থাকে[৬০]।

খ) নিবৃত্তিনিষ্কাম

নিবৃত্তিনিষ্কাম হল তাই যেখানে সংসার অনিত্য এবং পরমাত্মাকে অতীন্দ্রিয়, সর্ব জগতের বীজ, নিত্য আনন্দ, অমৃত রস পানবৎ সর্বদা তৃপ্তিকররূপ উপলব্ধির দ্বারা পরমজ্যোতিতে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা থাকে[৬১]। নিবৃত্তিনিষ্কাম ভেদ অনুসারে যোগি তিন প্রকার হয়– সারঙ্গ, একার্য্য, বিসরগ[৬২]।

---

[৫৮] সকামং নাম সংসারেঽভিবৃদ্ধিং জ্ঞাত্বা পুত্রলাভাদিকাঙ্ক্ষণমন্তৎ স্বর্গাদিফলাকাঙ্ক্ষণং বা। ঐ, ১.৯.১০

[৫৯] নিষ্কামং নাম কিঞ্চিদনভিকাঙ্ক্ষ্য যথাবিহিতানুষ্ঠানমিতি। তত্র তন্নিষ্কামং দ্বিবিধং ভবতি প্রবৃতির্নিবৃত্তিশ্চেতি। ঐ, ১.৯.১১

[৬০] প্রবৃত্তির্নাম সংসারমনাদৃত্য সাংখ্যজ্ঞানং সমাশ্রিত্য প্রাণায়ামাসনপ্রত্যাহারধারণাযুক্তো বায়ুজয়ং কৃত্বাণিমাদ্যৈশ্বর্যপ্রাপণম্। ঐ, ১.৯.১৩

[৬১] নিবৃত্তির্নাম লোকানামনিত্যত্বং জ্ঞাত্বা পরমাত্মনোঽন্যত্র কিঞ্চিদস্তীতি সংসারমনাদৃত্যচ্ছিত্ত্বা ভার্যাময়ং পাশং জিতেন্দ্রীয় ভূত্বা শরীরং বিহায় ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোর্যোগং জ্ঞাত্বা যদতীন্দ্রিয়ং সর্বজগদ্বীজমশেষবিশেষং নিত্যানন্দমমৃতরসপানবৎ সর্বদা তৃপ্তিকরং পরং জ্যোতিস্তৎপ্রবেশকমিতি বিজ্ঞায়তে। ঐ, ১.৯.১৫

[৬২] নিবৃত্ত্যাচারভেদাদ্ধি যোগিনস্ত্রিবিধা ভবন্তি সারঙ্গা একর্য্যা বিসরগাশ্চেতি। ঐ, ১.১০.১

সার অর্থাৎ পরমজ্ঞানের দিকে গমন করে তাই সারঙ্গ। পুনরায় সারঙ্গ চারপ্রকার- অনিরোধ, নিরোধ, মার্গ, বিমার্গ[৬৩]।

- **অনিরোধক**

আমি বিষ্ণু এরূপ ধ্যানে থাকা এবং প্রাণায়াম করে না[৬৪]।

- **নিরোধক**

প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান প্রভৃতি ষোড়শ কলায় পারদর্শী হয়[৬৫]।

- **মার্গগ**

নিয়ম ও আসন এই দুটির চর্চা না করে যম-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি ছয় প্রকার যোগমার্গের চর্চা করে[৬৬]।

- **বিমার্গগ**

যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের চর্চা করে[৬৭]।

একার্য্য পাঁচ প্রকার– দূরগ, অদূরগ, ভ্রূমধ্যগ, অসম্ভক্ত ও সম্ভক্ত[৬৮]।

---

[৬৩] অনিরোধকা নিরোধকা মার্গগা বিমার্গগাশ্চেতি চতুর্বিধাঃ সারঙ্গাঃ। ঐ, ১.১০.১

[৬৪] অনিরোধকা অহং বষ্ণুরিতি ধ্যাত্বা যে চরন্তি, তেষাং প্রাণায়ামাদয়ো ন সন্তি। ঐ, ১.১০.৬

[৬৫] যে নিরোধকাঃ, প্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাদয়ঃ ষোডশ কলাঃ সন্তি। ঐ, ১.১০.৭

[৬৬] যে মার্গগাস্তেষাং ষডেব প্রাণায়ামদয়ঃ। ঐ, ১.১০.৮

[৬৭] যে বিমার্গগাস্তে নিয়মযমাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়শ্চেত্যষ্টাঙ্গান্ কল্পয়ন্তো ধ্যেয়ং অন্যথা কুর্বন্তি। ঐ, ১.১০.৯

[৬৮] দূরগা অদূরগা ভ্রূমধ্যগা অসম্ভক্তাঃ সম্ভক্তাশ্চেত্যেকার্য্যাঃ পঞ্চধা ভবতি। ঐ, ১.১০.৩

- **দূরগ একার্ষ্য**

পিঙ্গলা-শিরার মাধ্যমে আদিত্য মণ্ডলে প্রবেশ করে পুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বসবাস করে, তারপর চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করে পুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে, পুনরায় বিদ্যুৎমণ্ডলে প্রবেশ করে পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবে অর্থাৎ এখানে যোগ মার্গের কথা বলা হয়েছে। পিঙ্গল নাড়ির মাধ্যমে হৃদয়ান্ত সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে পুরুষের ন্যায় তেজোরূপ আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। অনুরূপ সুষুম্না নাড়ির মাধ্যমে জীবাত্মার ভ্রূমধ্যান্তর্গত বিদ্যুৎ মণ্ডলে প্রবেশ করে সেখানে স্থিত পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। অর্থাৎ যোগমার্গের দ্বারা পরমাত্মা জ্ঞানে অবস্থান করে[৬৯]।

- **অদূরগ একার্ষ্য**

যোগের মাধ্যমে নিজ আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ করে, পরমাত্মাকে সমস্ত কিছুর বীজরূপে জানবে, আমিই আকাশ এই তত্ত্বে অবস্থান করবে[৭০]।

- **ভ্রূমধ্যগ একার্ষ্য**

অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে আঙ্গুলের দ্বারা পঞ্চস্থান অর্থাৎ পায়ের পাতা থেকে হাঁটু, হাঁটু থেকে লিঙ্গ, লিঙ্গ থেকে হৃদয়, হৃদয় থেকে তালু, তালু থেকে ভ্রূমধ্যগত কপাল- এই হল পাঁচটি স্থান নির্দেশ করে ভ্রূমধ্যকে নিশ্চিত করে জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত যোগ করবে[৭১]।

---

[৬৯] তেষু যে দূরগাস্তেষাময়ং মার্গঃ- পিঙ্গলয়া নাডিকয়াদিত্যমণ্ডলমনুপ্রবিশ্য তত্রত্যেন পুরুষেণ সংযুজ্য ততশ্চন্দ্রমণ্ডলং তত্রত্যেন পুরুষেণ ততো বিদ্যুতং তত্রত্যেন পুরুষেণ পুনঃ ক্রমেণ বৈকুণ্ঠসাযুজ্যং যন্তি। ঐ, ১.১১.২

[৭০] যে অদূরগাঃ তেষাময়ং ধর্মঃ- ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোর্যোগং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বারেণ সংযোগং কারয়িত্বা তত্রৈব সমস্তবিনাশং ধ্যাত্বাকাশবৎ সত্তামাত্রোঽহমিতি ধ্যায়ন্তি। ঐ, ১.১১.৩

[৭১] ভ্রূমধ্যগাঃ ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোর্যোগে সত্ত্বরূপাগ্নিদ্বারেণ ভ্রূমধ্যং নীত্বা পঞ্চভ্যোঽঙ্গুষ্টাদিভ্যঃ স্থানেভ্যঃ আকর্ষণং পুনঃ পিঙ্গলয়া দ্বারেণ নিষ্ক্রামণং প্রলয়ান্তং ক্ষেত্রজ্ঞযোগান্তং কুর্বন্তি। ঐ, ১.১১.৪

- **সম্ভক্ত একার্ষ্য**

মনে মনে পরমাত্মার প্রতি ধ্যান করে। ধ্যানের মাধ্যমে পরমাত্মার আহ্বান করে এবং পরমাত্মার আগমন নিজের কানে শুনতে পায়। দেবতাগণকে নিজের চোখে অবলোকন করতে পারে। তাঁদের সুগন্ধি নিজের নাকের দ্বারা অনুধাবন করতে পারে। দেবতাদের নিজ হাতের দ্বারা নমস্কার জানায়[৭২]।

- **অসম্ভক্ত একার্ষ**

সর্বব্যাপক পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়। যে আত্মা সর্বব্যাপক আকাশের ন্যায় অবস্থান করে সেই পরমাত্মারই ধ্যান করে, অন্য কনোও আত্মার প্রতিপাদন করে না। ভ্রূমধ্যগ সংশয় ও প্রমাণ ছাড়াই আত্মার ধ্যান করে কিন্ত অসম্ভক্ত ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অন্য আত্মার প্রতিপাদন করে না।

বিসরগ হল বহুপ্রকার। বিবিধ পথে গমন, বিবিধ ভাবে শিক্ষা গ্রহণ, বিবিধ ভাবে কর্মের স্থাপন করে বলে তাদের বিসরগ বলে[৭৩]।

- **বিসরগ**

বিসরগ যোগি অহংকার যুক্ত হত। কায়িক শ্রমের মাধ্যমে যেনতেন ধ্যান করে পরমাত্মা লাভের চেষ্টা করত, পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছে তাদের থাকে না। হৃদয় হল তাদের কাছে পুরুষ বা পরমাত্মা। ধ্যান বা যোগের দ্বারা মুক্তি লাভে তার সচেষ্ঠ হলেও জন্ম-জন্মান্তরেও তারা মুক্তি লাভ করতে পারত না। তাই তাদের জন্ম বা মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

---

[৭২] সম্ভক্তা নাম মনসা ধ্যানং কুর্বন্তি। তৎপ্রতিপাদনাগমং শ্রৌত্রেণ শৃণ্বন্তি। চক্ষুষা দেবতাগারং পশ্যন্তি। ঘ্রাণেন গন্ধমনুভবন্তি। পাণিনা দেবতাং নমস্কুর্বন্তি। ঐ, ১.১১.৫-৯

[৭৩] অসম্ভক্তা নাম ব্রাহ্মণঃ সর্বব্যাপকত্বমুক্তং যুক্তং, যোঽসৌ পরমাত্মা তৎ সর্বব্যাপ্যাকাশবৎ তিষ্টতি, তস্মাদ্ ব্রাহ্মণোঽন্যং ন কুত্রচিদাত্মানং প্রতিপদ্যতেঽসৌ। ভ্রূমধ্যগতস্যাপি সংশয়ান্নিষ্প্রমাণমেবেতযুক্তং, তস্মাদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং তন্নোপপদ্যতে। ঐ, ১.১১.১০

বৈখানস মতে – মোক্ষ লাভে আকাঙ্ক্ষিগণ বিসরগ পক্ষ অনুসরণ করবে না[৭৪]।

২.২.৮. বর্ণাশ্রমের মোক্ষোপায়

বৈখানসধর্মসূত্রে বর্ণাশ্রমের মোক্ষলাভের উপায় বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে। বৈখানস মতে- সগুণ ব্রহ্ম যখন বুদ্ধিতে প্রবেশ করবে অর্থাৎ হৃদয়স্থ হবে তখন নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা মোক্ষ লাভ সম্ভব। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করার পর, প্রতিমা অন্তরালে রেখে মনে মনে উপাসনা করলে যদি সগুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় তবে যোগী নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা মোক্ষলাভে প্রয়াসী হবে। অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞানে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় মোক্ষলাভ সম্ভব[৭৫]।

২.২.৯. নারায়ণ দেবতার উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান

বৈখানসধর্মসূত্রে নারায়ণ দেবতার উদ্দেশ্যে বলি প্রদানের বিধি উপস্থাপিত হয়েছে। নারায়ণ সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর পরিপূর্ণতার কারণ। তাই মোক্ষলাভের আশায় নারায়ণ দেবতার উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করে থাকে। সন্ন্যাসীর মৃত্যু হলে সমস্ত পাপ নিরসনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্মরূপে আগে নারায়ণ দেবতার উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করা হয় পরে দহন প্রভৃতি শ্রাদ্ধকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, যেমন- কোন ভিক্ষুক আহিতাগ্নির স্থাপন না করে যদি মারা যায় তবে তার পুত্রকে অগ্নি স্থাপন করতে হবে, পুত্র ব্যতিরিক্ত অন্য ব্যক্তিও এই অগ্নি স্থাপন করতে পারে। এই কার্যের জন্য শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন সাহায্যকারীর সাহায্য নিতে পারে। জলাশয়ে, সমুদ্রতটে, নদীতীরে অথবা নির্জন স্থানে একটি গভীর গর্ত করবে এবং গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে স্নান করতে হবে। যাবতীয় সামগ্রী ঐ স্থানে রেখে বৈষ্ণব মন্ত্র পাঠ করে ত্রিদণ্ড

---

[৭৪] তস্মিন্নেব জন্মনি মোক্ষকাঙ্ক্ষিণা বিসরগপক্ষো নানুষ্ঠেয়ঃ। ঐ, ১.১১.১৩

[৭৫] সগুণে ব্রহ্মণি বুদ্ধিং নিবেশ্য পশ্চান্নির্গুণং ব্রহ্মাশ্রিত্য মোক্ষে নিত্যং যত্নং কুর্যাদিতি বিজ্ঞায়তে। ঐ, ১.৯.১৪

ডান হাতে ও পৈতা বাম হাতে রেখে *যদস্য পারে রজস* – এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। *ভূমির্ভূমিম* – এই মন্ত্র পাঠ করে লাল বস্ত্র, মাটির পাত্র, জলের পাত্র ঐ গর্তে রেখে বালি দিয়ে চাপা দেবে। যদি শৃগাল প্রভৃতি ঐ সামগ্রী স্পর্শ করে তাহলে সেই কর্মের কর্তা পাপের ভাগীদার হবে।

যদি কোন ভিক্ষুক তার জীব আহিতাগ্নির স্থাপন করে থাকে, তবে তার মৃত্যুর পর মৃতদেহ শ্রৌতাগ্নির দ্বারা দহন করা উচিত। মৃতসন্ন্যাসীর পুত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতে মৃতদেহটিকে স্নান করিয়ে (পূর্বোক্ত) কোন পবিত্র স্থানে বহন করে নিয়ে যাবে। লৌকিকাগ্নি প্রজ্জ্বলন করে শ্রৌতাগ্নি স্থাপন করে *উপাবরোহ* এই মন্ত্র পাঠ করে তর্পণ দেবে এবং *পবিত্রং* ত মন্ত্র পাঠ করে ঘৃতক্ষীর মুখে দিয়ে পূর্বের ন্যায় ত্রিদণ্ড ও অন্যান্য জিনিষ নির্দিষ্ট স্থানে রেখে ব্রহ্মমেধ ও পিতৃমেধ অনুষ্ঠানের পর মৃতদেহকে অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে দেবে। সেই সময় অগ্নিস্থাপনকালে অগ্নিকর্তা যে মন্ত্রটি পাঠ করেছে সেই মন্ত্র পুনরায় পাঠ করবে।

দুই প্রকার সন্ন্যাসীর জন্য শুদ্ধিকরণ, তর্পণাদি কর্ম, বলিপ্রদান, পিণ্ডদান, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ অথবা অন্যান্য শ্রাদ্ধ পালন করতে না চাইলে, তারা কেবল নারায়ণের প্রতি বলিপ্রদান করবে।

কোন ব্যক্তির বা ব্রাহ্মণের দ্বারা মারা গেলে, অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা করলে, অথবা গলায় দড়ি-জলেডুবে-ধারালো অস্ত্র দ্বারা, বিদ্যুৎ দ্বারা, মাংসাহারী জন্তুর দ্বারা, গরু দ্বারা, সর্পদ্বারা মারা গেলে, যার জন্য শশ্মানে দাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে প্রভৃতি পাপ নিরসনের জন্য মৃত্যুর দিন থেকে একাদশতম দিনে নারায়ণের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করতে হবে। এই বিধি সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রেও পালনীয়। কিন্তু যদি বারো বৎসর পর কোন ব্যক্তি আবার গম্ভীর অপরাধ করে, তবে তার মৃত্যুতে বারো দিনে বা নক্ষত্র শ্রাবণে নারায়ণের উদ্দেশ্যে বলি প্রদানের অনুষ্ঠান করতে হবে।

নারায়ণের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান অনুষ্ঠানের পূর্বের দিন ১২ জন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রন করতে হবে। পরের দিন বিষ্ণু মন্দিরের পাশে অথবা নদীর তটে অথবা গৃহের পাশে অথবা আঘারাতে অগ্নি স্থাপন করতে হবে।

অগ্নির চারপাশে ঘাস ছড়িয়ে অগ্নির উত্তর-পূর্ব দিকে দর্ভঘাসের আস্তরণ করে বিষ্ণুর ছবি বা সুবর্ণমূর্তি রাখতে হবে। তারপর মুখ পশ্চিম দিকে রেখে পুরুষের ধ্যান করতে করতে *ওম্ ভূঃ পুরুষমি* পাঠ করে প্রার্থণা করতে হবে। তারপর জল দিয়ে পুরুষের পা, মুখ ধুয়ে দিতে হবে, তারপর স্নান করিয়ে পুনরায় পুরুষসূক্ত পাঠ করতে হবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে *নারায়ণায় বিদ্মহে* মন্ত্রটি পাঠ অথবা অষ্ঠাক্ষর মন্ত্র[৭৬] পাঠ করতে হবে এবং সঙ্গে একটি বস্ত্র, উপরের বস্ত্র, গহনা, পা ধোয়ার জন্য জল, মুখ ধোয়ার জল, ফুল, সুগন্ধি, ধূপ, দীপক, সব্জী প্রভৃতি আহুতি দেবে এবং *কেশব...*প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার নামের স্তুতি পূর্বক নারায়ণকে সন্তুষ্ট করতে হবে এবং অগ্নির চারিদিকে জল তর্পণ দিতে হবে। অগ্নির চারিদিকে জল দেওয়ার সময় *সহস্রশীর্ষপুরুষ...* মন্ত্র পাঠ করার পর বিষ্ণুদেবতার দ্বাদশ নাম স্তুতি করতে হবে এবং ঘৃতাহুতি দিতে হবে। বিষ্ণু ও গায়ত্রীর জন্য ঘৃত-ফল, সেদ্ধভাত-গুড়, পানীয়জল, মুখধোয়ার জল প্রভৃতি প্রদান করতে হবে। অগ্নির দক্ষিণ দিক হতে উত্তরে দর্ভঘাস প্রদানপূর্বক ঈশ্বরের সম্মান প্রদর্শন করে বলিপ্রদান করতে হবে ও পিণ্ডদানের সঙ্গে নারায়নের জন্য *নারায়ণায় সহস্রশীর্ষায়.....* পাঠ করতে হবে এবং ঘৃতাহুতি দিতে হবে।

আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের পা ধুয়ে দেবে তারপর নতুন বস্ত্র প্রদান করতে হবে, গহনা ও ফুলের দ্বারা তাদের সংবর্ধনা জানাতে হবে । দ্বাদশমূর্তি স্মরণ করে ধ্যান করতে হবে এবং সেদ্ধভাত, মশলা, ঘৃত, গুড়, দধি, ফল ভোজন করিয়ে যথা সামর্থ্য অনুযায়ী স্বর্ণ দান করতে হবে। *সহস্রশীর্ষ...* পাঠ করে দ্বাদশ নাম স্মরণ করে প্রণাম করতে হবে। শেষে হোম যাগ করতে হবে[৭৭]।

---

[৭৬] ওং নমো নারায়ণায়, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। পাদটীকা. ১৩, বৈ. স্মার্ত. সূ. ৪.১২

[৭৭] বৈ.ধ.প্র. ৩.৮-১০

২.৩. মিশ্রজাতি

বৈখানসধর্মসূত্রে চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের কর্তব্যকর্ম ব্যতিরেকে চার বর্ণের বৈবাহিক এবং অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত বিভিন্ন মিশ্রজাতি এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা দৃষ্ট হয়[৭৮]।

২.৩.১. *অনুলোমজ* সন্তান

উচ্চবর্ণের পুরুষ দ্বারা নিম্নবর্ণের স্ত্রীতে জাত সন্তান *অনুলোমজ* সন্তান বলে জ্ঞাত। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ তিন বর্ণের পুরুষ কর্তৃক অব্যবহিত পরবর্তী জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়া নারীতে, ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্যা স্ত্রী এবং বৈশ্য কর্তৃক শূদ্রা নারীতে উৎপন্ন সন্তানগণ *অনুলোমজ* নামে অভিহিত হত[৭৯]। এরা হীনজাতীয়া মাতার গর্ভে উৎপন্ন বলে পিতৃজাতি প্রাপ্ত হত না কিন্তু পিতার জাতির সদৃশ হত[৮০]। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য কর্তৃক অব্যবহিত পরবর্তী অর্থাত ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা স্ত্রীতে জাত সন্তান হীনজাতীয়া মাতার গর্ভজাত হওয়ায় পিতৃজাতি প্রাপ্ত হত না, পিতার সদৃশ জাতির হত। অর্থাৎ এরা মাতৃজাতির তুলনায় উৎকৃষ্ট কিন্তু পিতৃজাতির তুলনায় নিকৃষ্ট[৮১]। অনুলোম জাতির ক্রমানুসারে ব্রাহ্মণ পুরুষের ঔরসে পরিণীতা ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর, বৈশ্যা স্ত্রীর এবং শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করত তারা যথাক্রমে *সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, পারশব* নামে অভিহিত হত। ক্ষত্রিয় পুরুষ কর্তৃক পরিণীতা বৈশ্যা স্ত্রী ও শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান যথাক্রমে *মদ্গু* এবং *উগ্র* নামে অভিহিত হত। বৈশ্য পুরুষের ঔরসে পরিণীতা শূদ্রা নারীর গর্ভে জাত সন্তান *চুচুক* নামে অভিহিত হত।

---

[৭৮] ঐ, ৩.১১-১৫

[৭৯] ঊর্ধাজাতাদধোজাতায়াং জাতো অনুলোমঃ । ঐ, ৩.১১.২

[৮০] ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়কণ্যায়াং জাতঃ সবর্ণঃ । ঐ, ৩.১২.৪

[৮১] স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্ ।
সাদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ।। মনু. ১০.৬

২.৩.২. *প্রতিলোমজ* সন্তান

বিপরীত ক্রমে অর্থাত উচ্চবর্ণের স্ত্রীর সঙ্গে নিম্ন বর্ণের পুরুষের বিবাহ হলে তাকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হত। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের নারী অব্যবহিত পরবর্তী বর্ণের পুরুষের সঙ্গে বিবাহ করলে জাত সন্তান *প্রতিলোমজ* নামে অভিহিত হত[৮২]। এরা সমাজে ছিল নিন্দিত, সর্বধর্মবিবর্জিত। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে - *সূত, বৈদেহক, নরাধম চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্ত* এবং আয়োগব – এই ছয়টি *প্রতিলোমজ* বর্ণসঙ্কর[৮৩]। প্রতিলোম অনুসারে ক্ষত্রিয় পুরুষ কর্তৃক পরিণীতা ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীর, বৈশ্য পুরুষ কর্তৃক পরিণীতা ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীর, শূদ্র পুরুষ কর্তৃক পরিণীতা ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তানগণ যথাক্রমে *সূত, মাগধ, চণ্ডাল* নামে অভিহিত হত। বৈশ্য পুরুষ কর্তৃক পরিণীতা ক্ষত্রিয়া জাতীয়া নারীর, শূদ্র পুরুষ কর্তৃক পরিণীতা ক্ষত্রিয়া জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তান যথাক্রমে *আয়োগব* ও *পুল্কস* নামে অভিহিত হত। শূদ্র পুরুষ কর্তৃক পরিণীতা বৈশ্যা জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তান *বৈদেহক* নামে অভিহিত হত।

২.৩.৩. *অন্তরাল* জাতি

বৈখানসধর্মসূত্রে দ্বিজাতির সঙ্গে অনুলোম জাতির বিবাহে জাত মিশ্রজাতির এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, এই জাতি *অন্তরাল* নামে অভিহিত। *চুচুক* জাতীয় পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা নারীর গর্ভে জাত সন্তানগণ যথাক্রমে *তক্ষক, মৎস্যবন্ধু, ও সামুদ্র* নামে অভিহিত হত। *অম্বষ্ঠ* জাতীয় পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তানগণ যথাক্রমে নাবিক, *অধোনাপিত* নামে অভিহিত হত। *মদ্গু* জাতীয় পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তানগণ *বেণুক, কর্মকার* নামে

---

[৮২] অধরোৎপন্নাদুর্ধজাতায়াং জাতঃ প্রতিলোমঃ । বৈ.ধ.প্র. ৩.১১.২

[৮৩] সূতো বৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ ।
মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ ।। মনু. ১০.২৬

অভিহিত হত। *বৈদেহক* জাতীয় পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তানগণ *চর্মকার ও সূচিক* নামে অভিহিত হত।

২.৩.*৪. ব্রাত্য*

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের সঙ্গে প্রতিলোম জাতির বিবাহে জাত মিশ্রজাতির এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় বৈখানসধর্মসূত্রে, এই জাতি *ব্রাত্য* নামে অভিহিত। আয়োগব জাতীয় পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণী স্ত্রী এবং ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তানগণ যথাক্রমে *তাম্রজীব, খনক* নামে অভিহিত হত। *খনক* জাতীয় পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তান *উদ্‌বন্ধক বা মৃদ্‌বন্ধক* নামে অভিহিত হত। *পুল্কস* জাতীয় পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তান *রজক* নামে অভিহিত হত। *চণ্ডাল* জাতীয় পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তান *শ্বপচ* নামে অভিহিত হত।

২.৩.৫. অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত অনুলোমজ সন্তান

শাস্ত্রমতে, বিধিসম্মত বিবাহে জাত সন্তান শুদ্ধ হয়[৮৪]। (অনুলোম বা প্রতিলোম অনুসারে) কিন্তু বিবাহ-বহির্ভূত উপায়ে অর্থাত অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত সন্তান অশুদ্ধ বলে মনে করা হত[৮৫]। বৈখানসধর্মসূত্রে এরূপ মিশ্রজাতির উল্লেখ ও জীবিকা বর্ণিত হয়েছে। অনুলোম জাতি অনুসারে অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত মিশ্রজাতিগুলি হল– ব্রাহ্মণ পুরুষ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা জাতীয়া নারীর সঙ্গে অবৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে জাত সন্তান

---

[৮৪] তেষাং গোত্রোৎপন্নাদ্ ব্রাহ্মণ্যাং সগোত্রায়াং বিধিনা সমন্ত্রকং গৃহীতায়াং জাতো ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধো ভবেৎ। বৈ.ধ.প্র. ৩.১১.৩

তস্মাদধো বাহুভ্যামুৎপন্নাৎ ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়ায়াং বিধিবজ্জাতঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধঃ । ঐ, ৩.১১.৫

অধস্তাদূরুভ্যামুৎপন্নাদ্ বৈশ্যাদ্ বৈশ্যায়াং তথা বৈশ্যঃ শুদ্ধঃ । ঐ, ৩.১১.৮

পদ্ভ্যামুৎপন্নাচ্ছূদ্রাচ্ছূদ্রায়াং ন্যায়েন শূদ্রঃ শুদ্ধঃ । ঐ, ৩.১২.১

[৮৫] বিধিবর্জং মণিকারো অশুদ্ধঃ... । ঐ, ৩.১১.৯

যথাক্রমে *অভিষিক্ত, কুম্ভকার, নিষাদ্* নামে অভিহিত হত। ক্ষত্রিয় পুরুষ বৈশ্যা ও শূদ্রা জাতীয়া নারীর সঙ্গে প্রণয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে জাত সন্তান যথাক্রমে *আশ্বিক, শূলিক* নামে অভিহিত হত। বৈশ্য পুরুষ শূদ্রা জাতীয়া নারীর সঙ্গে প্রণয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে জাত সন্তান *কটকারা* নামে অভিহিত হত।

২.৩.৬. অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত প্রতিলোমজ সন্তান

প্রতিলোমানুসারে অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত মিশ্র জাতিগুলি হল – ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুরুষ ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীর সঙ্গে অবৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে জাত সন্তানগণ যথাক্রমে *রথকার ও চক্রিক* নামে অভিহিত হত। বৈশ্য ও শূদ্র পুরুষ ক্ষত্রিয়া জাতীয়া নারীর সঙ্গে প্রণয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে জাত সন্তান *পুলিন্দ ও বেলব* নামে অভিহিত হত। শূদ্র পুরুষ বৈশ্যা জাতীয়া নারীর সঙ্গে প্রণয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে জাত সন্তান *চক্রিক* নামে অভিহিত হত।

২.৪. মিশ্রজাতির জীবিকা

বৈখানসধর্মসূত্রে চতুর্বর্ণের বৈবাহিক এবং অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত মিশ্রজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনাকালে মিশ্রজাতির জীবিকা প্রসঙ্গটিও উত্থাপিত হয়েছে। জীবন অতিবাহিত করার জন্য মিশ্রজাতির ব্যবস্থিত কর্মের ও অবস্থানের অলোকে জীবিকাকে কয়েকটি ভাগে উপস্থাপন করা যেতে পারে-

২.৪.১. অনুলোম জাতির জীবিকা

সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, পারশব, মদ্গু, উগ্র, চুচুক প্রভৃতি হল অনুলোম জাতি। এদের জীবিকা ও সামাজিক অবস্থান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। অনুলোম জাতির মধ্যে

সবর্ণ ছিল মুখ্য[৮৬]। তাই তার জীবিকাও ছিল উচ্চ বর্ণের ন্যায়। আথর্বণ কর্ম, অশ্ব-হস্তি-রথ প্রভৃতির বাহক এবং রাজার সেনাপতি, আয়ুর্বেদ বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দান ছিল সবর্ণের কর্ম। *অম্বষ্ঠের* জীবিকা ছিল- গৃহ নির্মাণ করা, অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে জনসমক্ষে নৃত্য প্রদর্শন করে অর্থোপার্জন করা এবং শল্যচিকিৎসক রূপে কাজ করা। *পারশব* জাতির বৃত্তি ছিল– ভদ্রকালির পূজা করা, ঢোল বাজিয়ে রাজার বার্তা ঘোষণা করা, জাদু দেখানো, জ্যোতিষ বিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা অর্থোপার্জন করা। *মদ্গু* পিতৃ জাতির কর্ম অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করার অধিকার ছিল না, তারা মাতৃ জাতির কর্ম অর্থাৎ বৈশ্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করত। *উগ্র* জাতির জীবিকা ছিল রাজার আদেশে অপরাধীদের শূলে চড়ানো, শিরচ্ছেদ করা ইত্যাদি। *চুচুক* জাতির বৃত্তি ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসা, এরা বাদাম, পান-সুপারি, মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করত। অনুলোম জাতির পুরুষ বা নারী পিতা বা মাতার বৃত্তিই অধিক গ্রহণ করত ।

২.৪.২. প্রতিলোম জাতির জীবিকা

সূত, মাগধ, চণ্ডাল, আয়োগব, পুল্কস, বৈদেহক প্রভৃতি হল প্রতিলোম জাতি। এদের জীবন-জীবিকা নিয়েও বৈখানসধর্মসূত্রে আলোচনা আছে। প্রতিলোম জাতির মুখ্য হল *সূত*। ক্ষত্রিয় পুরুষ কর্তৃক পরিণীতা ব্রাহ্মণী নারীর গর্ভে জাত সন্তান *সূত* শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী শুদ্ধ, কিন্তু মন্ত্র ব্যতিরেকে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হলে সেই সূত দ্বিজধর্ম-হীন হত। সেক্ষেত্রে তাদের বৃত্তি হত– ক্ষত্রিয় বর্ণকে পরামর্শ দান এবং রাজার অন্নসংস্কার ইত্যাদি। *মাগধ* শুদ্ধ জাতির স্পর্শ করা খাদ্য ব্যতীত সমাজে নিম্ন বর্ণের অর্থাৎ শূদ্র বর্ণের স্পর্শ করা খাদ্য গ্রহণ করত না। প্রশংসা, গান ও প্রেষণ ছিল তাদের জীবিকা।

চণ্ডাল ছিল সমাজে সবচেয়ে নিন্দার পাত্র। সীসা বা লোহার অলংকার, গলায় চামড়ার পাট্টা, কোমরে শিঙ্গি জাতীয় বস্তু প্রভৃতি চণ্ডালের বিশেষ

---

[৮৬] ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়কণ্যায়াং জাতঃ সবর্ণো অনুলোমেষু মুখ্যঃ । ঐ, ৩.১২.৪

চিহ্নরূপে থাকত। তাদের সামাজিক অবস্থান প্রকট করার জন্য সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা ছিল। তারা কোনও নিয়ম-কানুন মানত না, যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াত এবং গ্রাম থেকে দূরে স্বজাতির সঙ্গে বসবাস করত। পূর্বাহ্নে গ্রামে প্রবেশ করার নিয়ম থাকলেও দুপুরের পর তারা গ্রামে প্রবেশ করলে রাজা তাদের মৃত্যুদণ্ড ধার্য্য করতেন। অন্যথায় রাজার ব্রাহ্মণ হত্যার পাপে লিপ্ত হতেন। *চণ্ডালের* কর্ম ছিল রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করা।

আয়োগব জাতি ছিল মূলত পটকার অর্থাৎ বস্ত্র তৈরি করে বিক্রি করে তারা জীবন অতিবাহিত করত। এছাড়াও কাঁসার বাদ্য যন্ত্র বিক্রি করাও ছিল তাদের কর্ম। তাড়ি বা বার্ক্ষ সংগ্রহ করে সোয়া তৈরি করে বিক্রি করা ছিল *পুল্কস* জাতির বৃত্তি। *বৈদেহক* জাতির চাষবাস ছিল প্রধান কর্ম। তারা বনে খাদ্য উৎপাদন করে ভোজন করত। এছাড়াও মোষ বা গরু পালন করত এবং দুধ বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করত।

২.৪.৩. অন্তরাল জাতির জীবিকা

তক্ষক, মৎস্যবন্ধু, সামুদ্র, নাবিক, অধোনাপিত, বেণুক, কর্মকার প্রভৃতি হল অন্তরাল জাতি। একটি শিঙ্গি জাতীয় বস্তু তক্ষকরা সর্বদা হাতে রাখত এবং এর দ্বারা সমাজে *তক্ষক* জাতি চিহ্নিত হত। এরা কাঠ, সোনা, লোহা প্রভৃতি দিয়ে দ্রব্যাদি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তবে সমাজে চতুর্বর্ণকে স্পর্শ করার অধিকার তাদের ছিল না। *মৎস্যবন্ধু* নামক অন্তরাল জাতির বৃত্তি ছিল মৎস্য ধরে বিক্রি করা। *সামুদ্র, নাবিক* জাতির বৃত্তিও ছিল অনুরূপ, তবে মৎস্য ধরে বিক্রি করা ছাড়াও তারা সামুদ্রিক বাণিজ্য করত। *অধোনাপিত* নামক জাতির ক্ষেত্রে নাপিতের কর্মই ছিল প্রধান বৃত্তি। *বেণুক* জাতির বৃত্তি ছিল বাঁশি তৈরি করে বিক্রি করে অর্থোপার্জন করা। *কর্মকর* জাতির বৃত্তি ছিল দিনমজুরী করা। কায়িক পরিশ্রম করাই ছিল তাদের প্রধান সম্বল।

২.৪.৪. ব্রাত্য জাতির জীবিকা

চর্মকার সূচিক তাম্র খনক উদ্বন্ধক মৃদ্বন্ধক রজক শ্বপচ প্রভৃতি হল ব্রাত্য জাতি। এই জাতির নামকরণ মূলত কর্মপদ্ধতির উপর নির্ভর করেই হয়েছে। *চর্মকার* চামড়ার ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধীয় কাজে যুক্ত থাকত। *সূচিকের* কাজ ছিল সেলাই করা। পিতলের জিনিষ ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করত *তাম্রজীবি* । *খনকের* বৃত্তি ছিল খনন কার্য। *উদ্বন্ধক* বা *মৃদ্বন্ধক* ও *রজকের* কাজ ছিল ময়লা বস্ত্র পরিস্কার করা। সমাজে *শ্বপচ* জাতি হেয় পাত্ররূপে গণ্য হত। তারা চিরনিন্দিত, যাবতীয় ধর্মকর্ম হতে বিচ্যুত, শ্মশান ছিল তাদের বাসভূমি। মৃতদেহ বহন করা ও রাস্তার ময়লা পরিস্কার করা ছিল তাদের বৃত্তি।

২.৪.৫. অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত অনুলোম জাতির জীবিকা

অনুলোম ক্রমে চার বর্ণের অবৈবাহিক সম্বন্ধে একাধিক মিশ্রজাতির উৎপত্তি ও তাদের জীবিকা নিয়েও বৈখানসধর্মসূত্রে আলোচনা হয়েছে। *অভিষিক্ত, কুম্ভকার, নিষাদ, আশ্বিক, শূলিক, কটকারা* প্রভৃতি অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত অনুলোম জাতি। *অভিষিক্ত* জাতি রাজা হতে পারত। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ ও ভূততন্ত্রে পারদর্শী হত। করুণা, সত্য কথন এবং প্রাণীজগতের হিতসাধন ছিল তাদের প্রধান কর্ম। যদি রাজ্যাভিষেক না হত, তবে জ্যোতিষ চর্চার দ্বারা বৃত্তি নির্বাহ করত। মাটির জিনিস তৈরি এবং নাভির ঊর্ধ অংশের পরিষ্কার করা ছিল *কুম্ভকার* জাতির বৃত্তি। *নিষাদের* বৃত্তি ছিল পশুবলি ও মাংস বিক্রি করা। রাজার আদেশে প্রলোভন দোষের দণ্ডরূপে শূলে চড়ানোর কাজ ছিল *শূলিক* জাতির।

২.৪.৬. অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত প্রতিলোম জাতির জীবিকা

রথকার, চক্রী, পুলিন্দ, বেলব, চক্রিক প্রভৃতি অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত প্রতিলোম জাতি। *রথকার* জাতির বৃত্তি ছিল অশ্বপালন ও অশ্বপরিচর্যা। এছাড়া শূদ্র বর্ণের বৃত্তিও তারা গ্রহণ করতে পারত। *চক্রিক* জাতির বৃত্তি

ছিল তেল, লবণ ইত্যাদি বিক্রি করা। চৌর্য বৃত্তি, জম্ভন, নৃত্য, গান প্রভৃতি *বেলব* জাতির জীবিকা ছিল। *চক্রিক* জাতির বৃত্তি ছিল তেল, লবণ, খৈল ইত্যাদির বিক্রি করা। পুলিন্দ-র জীবিকার কোনও উল্লেখ নেই।

উক্ত মিশ্রজাতির জীবিকা ব্যতীত চতুর্বর্ণ হতে জাত কিছু অশুদ্ধ জাতির নাম ও তাদের বৃত্তির উল্লেখ বৈখানসধর্মসূত্রে পাওয়া যায়[৮৭]। ব্রাহ্মণ পুরুষ ও পরিণীতা ব্রাহ্মণী নারীর জাত সন্তান শুদ্ধ এবং বিধিসম্মত ছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর ভিন্ন পুরুষ কর্তৃক জাত সন্তান ছিল অশুদ্ধ, এরূপ সন্তান *গোলক* নামে অভিহিত হত। স্বামী জীবিত থাকাকালীন ভিন্ন পুরুষ কর্তৃক জাত অশুদ্ধ সন্তান *কুণ্ড* নামে অভিহিত হত। শুদ্ধ ক্ষত্রিয় পুরুষ ও শুদ্ধ ক্ষত্রিয়া নারীর অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত সন্তান, যার কোন সংস্কার হয়নি অর্থাৎ অশুদ্ধ এরূপ সন্তান *ভোজা* নামে অভিহিত হত। তাদের রাজ্যাভিষেক হত না, তবে সেনাপতি রূপে নিযুক্ত হতে পারত। শুদ্ধ বৈশ্য পুরুষ ও শুদ্ধ বৈশ্য নারীর সংস্কার বিহীন সন্তান *মণিকার* নামে অভিহিত হত। *মণিকারের* বৃত্তি ছিল শাখা, চুড়ি, গহনা ইত্যাদি তৈরি করে বিক্রি করা। শুদ্ধ শূদ্র পুরুষ ও নারীর অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত অশুদ্ধ সন্তান *মালবক* নামে অভিহিত হত। তাদের বৃত্তি ছিল অশ্ব প্রভৃতি পশুপালন করা। *গোলক, কুণ্ড, কটকারা* প্রভৃতি জাতির জীবিকার উল্লেখ বৈখানসধর্মসূত্রে পাওয়া যায় না।

---

[৮৭] বিধিহীনমন্যপূর্বায়াং মৃতভর্তৃকায়াং গোলকো জীবভর্তৃকায়াং কুণ্ডশ্চ বিপ্রৌ দ্বৌ নিন্দিতৌ স্যাতাম্। ঐ, ৩.১১.৪

তয়োরধিকং গূঢোৎপন্নোঽশুদ্ধো ভোজাখ্যো নৈবাভিষেচ্যঃ পট্টবন্ধো রাঞ্জঃ সৈনাপত্যং করোতি। ঐ, ৩.১১.৬

বিধিবর্জং মণিকারোঽশুদ্ধো... ঐ, ৩.১১.৯

তৃতীয় আধ্যায়

তৈত্তিরীয়শাখান্তর্গত ধর্মসূত্রগুলির তুলনাত্মক অধ্যয়ন

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখায় চারটি ধর্মসূত্র পাওয়া যায়- বৌধায়নধর্মসূত্র, আপস্তম্বধর্মসূত্র, হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র এবং বৈখানসধর্মসূত্র। চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের পালনীয় বিধিসমূহ ধর্মসূত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলেও বৈখানসধর্মসূত্রে বর্ণ ও আশ্রমের কর্তব্যকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে যা ধর্মসূত্রসাহিত্যে এইধর্মসূত্রকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। তবে বৌধায়নধর্মসূত্র, আপস্তম্বধর্মসূত্র এবং হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রের বিষয়সমূহের সঙ্গে বৈখানসধর্মসূত্রের বিষয়সমূহের সাদৃশ্য নেই এমন বলা যায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র- এই চার বর্ণের পৃথক পৃথক কর্মের বিধান, উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত ব্রহ্মচারীর অবশ্যগ্রাহ্য উপকরণসমূহ, ব্রহ্মচারীর পালনীয় ও নিষিদ্ধ কর্ম, ব্রহ্মচারীর অভিবাদনের নিয়মাবলী, বেদাধ্যয়নের বিধি-নিষেধ, তর্পণ-স্নান-ভোজ্যাভোজ্য বিধি, খাদ্যবস্তু শুদ্ধিকরণের উপায়সমূহ, ধাতববস্তুর শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া, শৌচবিধি এবং গৃহস্থের কর্তব্যাকর্তব্য, মিশ্রজাতির উৎপত্তি প্রভৃতি একাধিক বিষয়ে অন্যান্য ধর্মসূত্রের সঙ্গে বৈখানসধর্মসূত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু কিছু বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত ধর্মসূত্রগুলির তুলনামূলক আলোচনায় বৌধায়নধর্মসূত্রটিকে প্রথমে রাখা হয়েছে কারণ বৈখানসধর্মসূত্রের সাথে এইধর্মসূত্রের আলোচিত বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য অধিক পরিলক্ষিত হয়। বৌধায়নধর্মসূত্রের পরআপস্তম্বধর্মসূত্র এবং শেষে হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রের উপস্থাপন করা হয়েছে। অবশ্য আপস্তম্বধর্মসূত্রের শতাধিক সূত্র হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে উল্লিখিত হওয়ায় পুনরুক্তি পরিহারার্থে সীমিত ক্ষেত্রেই হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.১.চতুর্বর্ণ

বৌধায়নধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারটি বর্ণের উল্লেখ করে পরের পরের বর্ণ অপেক্ষা পূর্ব-পূর্ব বর্ণের শ্রেয়ত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বিবাহের নিমিত্ত চার বর্ণের স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র যথাক্রমে তিনটি, দুটি এবং একটি বর্ণের স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে[১]। আপস্তম্বধর্মসূত্রেও ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের উল্লেখ আছে এবং পরের পরেরটি অপেক্ষা পূর্বের পূর্বের বর্ণ শ্রেয়ঃ বলে অভিহিত হয়েছে[২]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রেও অনুরূপ বিধান আছে[৩]। বৈখানসধর্মসূত্রও অন্যান্য ধর্মসূত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। এই গ্রন্থেও পরের বর্ণ অপেক্ষা পূর্বের বর্ণের শ্রেয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে এবং বর্ণসমূহের উৎপত্তি স্থানানুসারেই যে এই প্রাধান্য তার উল্লেখ করে বলা হয়েছে - ব্রহ্মার মুখ হতে ব্রাহ্মণ জাত হয়, ক্ষত্রিয় বাহু হতে, বৈশ্য ঊরু হতে এবং শূদ্র জাত হয় ব্রহ্মার পাদ হতে[৪]।

৩.১.১. বর্ণধর্ম

বৌধায়নধর্মসূত্রে চতুর্বর্ণের পৃথক পৃথক কর্মের বিধান প্রদর্শিত হয়েছে। ব্রহ্ম বেদের রক্ষার নিমিত্ত স্বমহিমা এবং অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন,

---

[১] চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয বিট্‌ছূদ্রাঃ। তেষাং বর্ণানুপূর্ব্যেণ চতস্রো ভার্যা ব্রাহ্মণস্য। তিস্রো রাজন্যস্য। দ্বে বৈশ্যস্য। একা শূদ্রস্য। বৌ.ধ.সূ. ১.৭.১৫.১-৫

[২] চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিযবশৈশূদ্রাঃ। তেষাং পূর্বঃ পূর্বো জন্মতঃ শ্রেযান্। আ.ধ.সূ. ১.১.১.৪-৫

[৩] চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বশৈশূদ্রাঃ। তেষাং পূর্বঃ পূর্বো জন্মতঃ শ্রেয়ান্। হি.ধ.সূ. ২৬.১.৪-৫

[৪] বৈ.ধ.প্র. ১.১.২-৫

যাজন, দান, প্রতিগ্রহ- এই ছয়টি কর্তব্য ব্রাহ্মণে অর্পণ করেছেন[৫]। তন্মধ্যে অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ – এই তিনটি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ সম্ভব না হলে ব্রাহ্মণ অব্যবহিত পরের বর্ণ ক্ষত্রিয়ের জীবিকা গ্রহণ করতে পারে[৬]। এমনকি এপ্রসঙ্গে তিনি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন, গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থে বা বর্ণসাংকর্যের মতো বিপদ উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণ (ও বৈশ্য) ধর্ম স্থাপনের নিমিত্ত শস্ত্রধারণও করতে পারে[৭]। এর দ্বারাও যদি ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্বাহ সম্ভব না হয়, তবে তদনন্তর বর্ণ বৈশ্যের জীবিকা গ্রহণ করতে পারে[৮]। জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্রাহ্মণ কৃষিকার্যও করতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে বিশেষ বিধি হল, সকালে জল পানের পূর্বেই জমিতে হাল চালাতে হবে এবং বলদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনপূর্বক প্রিয়ভাষণের দ্বারা জমি চাষ করতে হবে[৯]। কিন্তু আচার্য গৌতম ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বর্ণের জীবিকা গ্রহণের বিষয়টিকে সমর্থন করেননি, কারণ ক্ষত্রিয় বর্ণের কর্ম ব্রাহ্মণ বর্ণের কর্ম অপেক্ষা কঠিনতম[১০]। আপস্তম্বধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণের এই ছয়টি কর্ম ব্যতীত শিলোঞ্ছ বৃত্তির দ্বারা জীবন অতিবাহিত করার বিধান আছে[১১]। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ বিধি হল ব্রাহ্মণ বাণিজ্যকর্ম করতে পারবে না[১২] এবং কোন কারণেই ব্রাহ্মণ হাতে

---

[৫] ব্রহ্ম বৈ স্বং মহিমানং ব্রাহ্মণেষ্বদধাদধ্যয়নাধ্যাপনযজনজযাজনদানপ্রতিগ্রহসংযুক্তং বেদানাং গুপ্তৈ। বৌ.ধ.সূ. ১.১৮.২

[৬] অধ্যাপনযাজনপ্রতিগ্রহৈরশক্তঃ ক্ষত্রধর্মেণ জীবেৎপ্রত্যনন্তরত্বাৎ। ঐ, ২.৪.১৬

[৭] গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে বা বর্ণানাং বাপি সংকরে। গৃহ্নীয়াতাং বপ্রবিশৌ শস্ত্রং ধর্মব্যপেক্ষয়া। ঐ, ২.৪.১৮

[৮] বৈশ্যবৃত্তিরনুষ্ঠেয়া প্রত্যনন্তরত্বাৎ। ঐ, ২.৪.১৯

[৯] প্রাক্প্রাতরাশাৎকর্ষী স্যাৎ। অস্যূতনাসিকাভ্যাং সমুষ্কাভ্যামতুদন্নারয়া মুহুর্মুহুরভ্যুচ্ছন্দয়ন্। ঐ, ২.৪.২০-২১

[১০] নেতি গৌতমঃ। অত্যুগ্রো হি ক্ষত্রধর্মো ব্রাহ্মণস্য। ঐ, ২.৪.১৭

[১১] স্বকর্ম ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজ্ঞো যাজনং দানং প্রতিগ্রহণং দায়াদ্যং শিলোঞ্ছঃ। আ.ধ.সূ. ২.৫.১০.৪

[১২] অবিহিতা ব্রাহ্মণস্য বাণিজ্যা। ঐ, ১.৭.২০.১০

অস্ত্র-শস্ত্র তুলে নিতে পারবে না অর্থাৎ হিংসামূলক কর্মে যুক্ত হবে না[১৩]। আপস্তম্বধর্মসূত্রের মতো হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রেও ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ- এই ছয়টি কর্ম এবং শিলোঞ্ছ বৃত্তির বিধান আছে[১৪]। উক্ত কর্ম ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণের পক্ষে (বৃত্তিরূপে) অরণ্যজাত ফল-মূল আহরণ করার বিধানও আছে[১৫]। বৈখানসধর্মসূত্রেও প্রতিপাদিত হয়েছে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ- এই ছয়টি কর্ম করবে। এই ছয়টি কর্ম ব্যতীত ব্রাহ্মণের অন্য কোন কর্মের বিধান এই ধর্মসূত্রে পাওয়া যায় না[১৬]।

বৌধায়নধর্মসূত্রে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যকর্ম বিষয়ে বলা হয়েছে, রাজকোশ ও ভূতবর্গের রক্ষার্থে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়কে স্ববল এবং অধ্যয়ন, যজন, দান, প্রজাপালন, দুষ্টনিগ্রহ, যুদ্ধ প্রভৃতি দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। অন্যদিকে বৈশ্যকে কর্মের (মূলতঃ অর্থনৈতিক) বৃদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্ম অধ্যয়ন, যজন, দান, পশুপালন, কৃষিকাজ ও বাণিজ্যকর্ম করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন[১৭]। অপরদিকে আপস্তম্বধর্মসূত্রে উল্লেখ আছে, ক্ষত্রিয় অধ্যয়ন, যজন, দান, প্রজাপালন, দুষ্টনিগ্রহ, যুদ্ধ প্রভৃতি কর্ম করবে | বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন, দুষ্টনিগ্রহ, যুদ্ধ এই তিনটি কর্ম ব্যতীত অন্য কর্মগুলি সমভাবে করবে। এছাড়াও বৈশ্যের বিশেষ কর্ম হবে পশুপালন, কৃষিকাজ ও বাণিজ্য করা[১৮]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে বলা হয়েছে- ব্রাহ্মণের বৃত্তিরূপে নির্দিষ্ট অধ্যাপন, যাজন, প্রতিগ্রহ এই তিনটি কর্ম ব্যতীত ক্ষত্রিয় অন্যান্য কর্মগুলি করবে এবং

---

[১৩] পরীক্ষার্থোঽপি ব্রাহ্মণ আয়ুধং নাদদীত। ঐ, ১.১০.২৯.৬

[১৪] স্বকর্ম ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজ্ঞো যাজনং দানং প্রতিগ্রহণং দায়াদ্যং শিলোঞ্ছঃ। হি.ধ.সূ. ২৭.৪.৪

[১৫] অন্যচ্চাপরিগৃহীতম্। ঐ, ২৭.৪.৫

[১৬] বৈ. ধ. প্র. ১.১.৫

[১৭] বলমধ্যয়নযজনদানশস্ত্রকোশভূতরক্ষণসঙ্গযুক্তম্।
বিট্স্বধ্যয়নযজনদানকৃষিবাণিজ্যপশুপালনসংযুক্তম্। বৌ.ধ.সূ. ১.১০.১৮.৩-৪

[১৮] ক্ষত্রিয়স্যাধ্যাপনযাজনপ্রতিগ্রহণানীতি পরিহাপ্য দণ্ডযুদ্ধাধিকানি।
ক্ষত্রিয়বৎ বৈশ্যস্য দণ্ডযুদ্ধবর্জং কৃষিগোরক্ষ্য বাণিজ্যাধিকম্। আ.ধ.সূ. ২.৩.১০.৬-৭

প্রজাপালন, দণ্ডপ্রণয়ন ও যুদ্ধাদি কর্ম করবে। বৈশ্য অধ্যয়ন, যজন, দান এবং পশুপালন, কৃষিকাজ ও বাণিজ্য করবে[১৯]। বৈখানসধর্মসূত্রেও ক্ষত্রিয়ের অনুরূপ কর্মের বিধান আছে। তবে, বৈশ্যের কর্মরূপে পশুপালন, বাণিজ্য ছাড়াও হস্তশিল্প বা কারুকার্যের বিধান পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থে বৈশ্যের জীবিকা হিসেবে কৃষিকাজের বিধান লক্ষ্য করা যায় না[২০]।

বৌধায়নধর্মসূত্রমতে, শূদ্রের কর্ম হল দ্বিজাতির সেবা-শুশ্রূষা করা[২১]। আপস্তম্বধর্মসূত্রেও উক্ত হয়েছে, শূদ্রের কর্ম হল দ্বিজাতির সেবা করা। তবে এখানে পূর্ব- পূর্ব বর্ণের সেবায় অধিক নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায় বলে উল্লেখ আছে[২২]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রেও শূদ্রের কর্মরূপে দ্বিজাতির সেবা করার বিধি প্রতিপাদিত হয়েছে[২৩]। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে দ্বিজাতির সেবা-শুশ্রূষা ছাড়াও শূদ্রের পক্ষে কৃষিকাজের বিধান আছে। শূদ্রের কর্ম বিষয়ে তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত অন্যান্য ধর্মসূত্র অপেক্ষা বৈখানসধর্মসূত্রে উদারতা লক্ষ্য করা যায়।

৩.২. চতুরাশ্রম

সব ধর্মসূত্রেই চতুরাশ্রমের করণীয় কর্মের বিস্তৃত বিবরণ আছে। বৌধায়নধর্মসূত্রে[২৪] চতুরাশ্রমের ক্রম বৈখানসধর্মসূত্রের অনুরূপ, যেমন- ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক। আপস্তম্বধর্মসূত্রেও চারটি আশ্রম

---

[১৯] ক্ষত্রিয়স্যাধ্যাপনযাজনপ্রতিগ্রহণানীতি পরিহাপ্য দণ্ডযুদ্ধাধিকানি।

ক্ষত্রিয়বৎ বৈশ্যস্য দণ্ডযুদ্ধবর্জং কৃষিগোরক্ষ্য বাণিজ্যাধিকম্। হি.ধ.সূ. ২৭.৪.৬-৭

[২০] ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্যজনাধ্যয়নদানানি। বৈ.ধ.প্র. ১.১.৬

বৈশ্যস্য পাশুপাল্যকুসীদবাণিজ্যানি। ঐ, ১.১.৮

[২১] শূদ্রেষু পূর্বেষাং পরিচর্যাম্। বৌ.ধ.সূ. ১.১০.১৮.৫

[২২] শুশ্রূষাং শূদ্রস্যেতরেষাং বর্ণানাম্। পূর্বস্মিন্‌পূর্বস্মিন্‌বর্ণে নিঃশ্রেয়সং ভূয়ঃ। আ.ধ.সূ. ১.১.১.৭-৮

[২৩] শুশ্রূষাং শূদ্রস্যেতরেষাং বর্ণানাম্। হি.ধ.সূ. ২৬.১.৭

[২৪] ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বানপ্রস্থঃ পরিব্রাজক ইতি। বৌ.ধ.সূ. ২.৬.১১.১২

স্বীকার করা হয়েছে, যেমন- গার্হস্থ্য, আচার্যকুল, মৌন, বানপ্রস্থ[২৫]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রেও গার্হস্থ্য, আচার্যকুল, মৌন, বানপ্রস্থ আশ্রমের এই ক্রম আপস্তম্বধর্মসূত্রের ন্যায় উপস্থাপিত হয়েছে[২৬]। বৈখানসধর্মসূত্র চারটি আশ্রম স্বীকার করে - ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ভিক্ষুক। এই ক্রমানুসারেই প্রতিটি আশ্রমের বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে[২৭]।

৩.২.১. চতুরাশ্রমের সদাচার বিধি

বৌধায়নধর্মসূত্রে, আপস্তম্বধর্মসূত্রে এবং হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে বর্ণিত বেদাধ্যয়নের বিধি-নিষেধ, অভিবাদনের বিধি, স্নান ও তর্পণ, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যবস্তুর শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া, পাত্রাদি অন্যান্য বস্তু শুদ্ধিকরণের উপায়, শৌচবিধি ইত্যাদির সঙ্গে বৈখানসধর্মসূত্রে আলোচিত চতুরাশ্রমের সদাচার পালনীয় বিধির সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়।

৩.২.১.১. অভিবাদন-বিধি

বৌধায়নধর্মসূত্রানুযায়ী ব্রহ্মচারী গুরুকে অভিবাদন জানাবে কিন্তু অন্য বিদ্বান ব্যক্তিদের অভিবাদন জানাতে গেলে গুরুর অনুমতি একান্ত কাম্য[২৮]। ব্রহ্মচারী দীর্ঘায়ু এবং স্বর্গ কামনায় নিজের নাম উচ্চারণ পূর্বক গুরুর হাঁটুর নিচে স্পর্শ করে ডান হাত দিয়ে গুরুর ডান পা এবং বাম হাত দিয়ে বাম পা ছুঁয়ে প্রণাম জানাবে[২৯]।

---

[২৫] চত্বার আশ্রমা গার্হস্থ্যমাচার্যকুলং মৌন বানপ্রস্থমিতি। আ.ধ.সূ. ২.৯.২১.১

[২৬] চত্বার আশ্রমা গার্হস্থ্যমাচার্যকুলং মৌন বানপ্রস্থমিতি। হি.ধ.সূ. ২৭.৫.১০৯

[২৭] বৈ.ধ.প্র. ১.১.১৩

[২৮] কামমন্যস্মৈ সাধুবৃত্তায় গুরুণানুজ্ঞাতঃ। বৌ.ধ.সূ. ১.২.৩.২৬

[২৯] দক্ষিণং দক্ষিণেন সব্যং সব্যেন চোপসংগৃহ্নীয়াৎ। দীর্ঘমায়ুঃ স্বর্গং চেন্সন্। অসাবহং ভো! ইতি শ্রোতে সংস্পৃশ্য মনঃ সমাধানার্থম্। অধস্তাজ্জান্বোরা পদ্ভ্যাম্। ঐ, ১.২.৩.২৫-২৮

আপস্তম্বধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, গ্রামে বসবাসকারী বৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে ব্রহ্মচারী অভিবাদন জানাবে। কোনও ব্যক্তি বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেও তাকে অভিবাদন জানাবে। যদি দীর্ঘজীবন লাভের অভিলাষ থাকে তবে এই ব্যক্তিগণকে প্রত্যহ প্রণাম করতে হবে[৩০]। এছাড়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা জ্যেষ্ঠ ভগিনীকে প্রণাম করবে[৩১]। গুরুকে অভিবাদন জানানোর সময় ব্রহ্মচারী ডান হাত দিয়ে ডান পা এবং বাম হাত দিয়ে বাম পা ছুঁয়ে প্রণাম জানাবে[৩২]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে ঋত্বিক, শ্বশুর, পিতা, মামা প্রমুখ উপস্থিত হলে স্বস্থান থেকে উত্থিত হয়ে অভিবাদন জানানোর বিধান প্রদত্ত হয়েছে[৩৩]। ব্রহ্মচারী সর্বদা গুরুকে পিতা-মাতার ন্যায় সেবা করবে কারণ গুরু বিদ্যাদানের মাধ্যমে ব্রহ্মচারীকে পুনর্জন্মদান করেন[৩৪]। গুরুকে অভিবাদন জানানোর রীতি এখানেও অভিন্ন - ব্রহ্মচারী ডান হাত দিয়ে গুরুর ডান পা এবং বাম হাত দিয়ে বাম পা ছুঁয়ে প্রণাম জানাবে[৩৫]।

বৈখানসধর্মসূত্রেও পিতা, মাতা, গুরু ও বিদ্বানদের প্রতিদিন অভিবাদন জানানোর বিধান দেওয়া হয়েছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্বশুর, মামা, কাকা প্রমুখদের পিতার ন্যায় অভিবাদনের বিধান দেওয়া হলেও দাঁড়িয়ে অভিবাদন করার বিধান নেই[৩৬]।

---

[৩০] সমানগ্রামে চ বসতমন্যেষামপি বৃদ্ধতরাণাং প্রাক্প্রাতরাশাৎ। প্রোষ্য চ সমাগমে। স্বর্গমায়ুশ্চেন্সন্। আ.ধ.সূ. ১.২.৫.১৩-১৫

[৩১] ভ্রাতৃষু ভগিনীশু চ যথাপূর্বমুপসগ্রহণম্। ঐ, ১.৪.১৪.৯

[৩২] দক্ষিণেন পাণিনা দক্ষিণং পাদমধস্তাদভ্যধিমৃশ্য সকুষ্ঠিকমুপসংগৃহ্লীয়াৎ। ঐ, ১.২.৫.২১

[৩৩] ঋত্বিক্শ্বশুরপিতৃব্যমাতুলানবরবয়সো অপ্যুত্থাইয়াভিবদেত। হি.ধ.সূ. ২৬.৪.৪৩

[৩৪] স হি বিদ্যাতস্তং জনয়তি, তচ্ছ্রেষ্ঠং জন্ম, শরীরমেব মাতাপিতরৌ জনয়তঃ। ঐ, ২৬.১.১৫-১৭

[৩৫] দক্ষিণেন পাণিনা দক্ষিণং পাদমধস্তাদভিমৃশ্য সকুষ্ঠিকমুপসংগৃহ্লীয়াত। ঐ, ২৬.২.২২

[৩৬] বৈ.ধ.প্র. ২.১০.৬-২.১১.৫

৩.২.১.২. বেদাধ্যয়নের বিধি-নিষেধ

বেদাধ্যয়নের নিয়মবিধি তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত চারটি ধর্মসূত্রেই উপস্থাপিত হয়েছে, যদিও উল্লিখিত বিধিসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আছে। বেদাধ্যয়ন কখন নিষিদ্ধ তা নিয়ে বৌধায়নধর্মসূত্রে বিস্তৃত আলোচনা আছে। পূর্ণিমা, অষ্টকা, অমাবস্যা তিথিতে, অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্প হলে, শ্মশানে গমন করলে এবং রাজা, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও সতীর্থের প্রয়াণে অহোরাত্র অনধ্যায়[৩৭]। ঝড় হলে, দুর্গন্ধ এলে, কুয়াশা পড়লে, নৃত্য-গীত-বাদ্যযন্ত্র বাজলে, কান্নার শব্দ এলে, সামগান শোনা গেলে তাবত কাল অবধি বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ[৩৮]। বর্ষা ঋতুতে বর্ষণ ব্যতিরেকে মেঘের গর্জন হলে বা বিদ্যুৎ চমকালে অহোরাত্র অনধ্যায়[৩৯]। বর্ষাকাল ভিন্ন সময়ে একাধারে বর্ষণ, মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকালে তিনদিন অনধ্যায় থাকবে[৪০]। পিতার মৃত্যু হলে তিন রাত্রি বেদ অধ্যয়ন করবে না[৪১]। প্রাতঃকাল ও গোধূলি সময়ে এবং ব্রহ্মচারী অনধ্যায় থাকবে[৪২]। এমনকি যে অষ্টমীতে অধ্যয়ন করে সে তার উপাধ্যায়কে নষ্ট করে আবার যে চতুর্দশীতে অধ্যয়ন করে তার শিষ্য নষ্ট হয় এবং পঞ্চদশীতে বিদ্যার নাশ হয় অর্থাৎ এই সময়ে ব্রহ্মচারী অনধ্যায় থাকবে[৪৩]।

আপস্তম্বধর্মসূত্রেও বেদাধ্যয়নের আলোচনা প্রসঙ্গে অনধ্যায়ের বিধান দৃষ্ট হয়, যেমন- শ্রাবণের পূর্ণিমাতে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করলে এক মাস

---

[৩৭]পৌর্ণমাস্যষ্টকামাবাস্যাগ্ন্যুৎপাতভূমিকম্পশ্মশানদেশপতিশ্রোত্রিয়ৈকতীর্থপ্রয়াণেষ্বহোরাত্রমনধ্যায়ঃ। বৌ.ধ.সূ. ১.১১.২১.৪

[৩৮] বাতে পূতিগন্ধে নীহারে নৃত্তগীতবাদিত্ররুদিতসামশব্দেষু তাবন্তং কালম্। ঐ, ১.১১.২১.৫

[৩৯] বর্ষাকালে অপি বর্ষবর্জমহোরাত্রায়োশ্চ তৎকালম্। ঐ, ১.১১.২১.৭

[৪০] স্তনয়িত্নুবর্ষবিদ্যুৎসংনিপাতে ত্র্যহমনধ্যায়োঽন্যত্রবর্ষাকালৎ। ঐ, ১.১১.২১.৬

[৪১] পিতর্যুপরতে ত্রিরাত্রম্। ঐ, ১.১১.২১.১২

[৪২] অহোরাত্রয়োশ্চ সন্ধ্যয়োঃ পর্বসু চ নাধীয়ীত। ঐ, ১.১১.২১.১৩

[৪৩] হন্ত্যষ্টমী হ্যুপাধ্যায় হন্তি চতুর্দশী। হন্তি পঞ্চদশী বিদ্যাং তস্মাৎপর্বণি বর্জয়েৎ। ঐ, ১.১১.২১.২২

প্রদোষকালে বেদপাঠ না করার বিধান প্রদত্ত হয়েছে। পৌষমাসের পূর্ণিমা বা তার পূর্বের দিন ব্রহ্মচারী অনধ্যায় থাকবে[৪৪]। নিগমে বেদাধ্যয়ন পরিহার্য – অবশ্য অনড়ুহের বিষ্ঠা দ্বারা সংমার্জনা করে পাঠ করা যেতে পারে। শ্মশানে বা তার চারপাশে শম্যাপাত- পরিমিত স্থানে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, তবে গ্রাম বা কৃষিজমি থাকলে বেদপাঠ স্থগিত করতে হবে না। কিন্তু পূর্বে জানা থাকলে সেই স্থানেও বেদপাঠ অবিহিত[৪৫]। সন্ধ্যাকালে মেঘ গর্জন করলে ঐ রাত্রি অনধ্যায় থাকবে[৪৬]। তবে বিদ্যুৎ চমকালে শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত বেদপাঠ নিষিদ্ধ[৪৭]। অমাবস্যায় দুই দিন ও দুই রাত্রি বেদাধ্যয়ন করা নিষেধ[৪৮]। জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে তিনদিন বেদাধ্যয়ন করবে না। মাতা-পিতা ও আচার্যের মৃত্যুতে বারো দিন বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ[৪৯]। মতান্তরে আচার্যের মৃত্যুতে তিন অহোরাত্র বেদপাঠ অবিহিত[৫০]। এছাড়া আপস্তম্বধর্মসূত্রে একসঙ্গে বিদ্যুৎ চমকালে, বজ্রগর্জন ও বৃষ্টিপাত হলে তিন দিন বেদ পাঠ বন্ধ রাখার বিধান আছে[৫১]। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে সংবাদ পেলে একদিন বেদপাঠ বন্ধ রাখতে হবে[৫২]। বৃক্ষারূঢ় অবস্থায় বেদপাঠ নিষিদ্ধ[৫৩]। তীব্র ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রগর্জন অথবা বজ্রপাত হলে একটি ঋকমন্ত্র, যজুঃমন্ত্র বা সামমন্ত্র

---

[৪৪] শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যামধ্যায়মুপাকৃত্য মাসং প্রদোষে নাধীয়ীত। তৈষ্যাং পৌর্ণমাস্যাঁ রোহিণ্যাং বা বিরমেৎ। আ.ধ.সূ. ১.৩.৯.১-২

[৪৫] নিগমেষ্বধ্যনং বর্জয়েৎ। আনড়ুহেন বা শকৃৎপিণ্ডেনোপলিপ্তেঽধীয়ীত। শ্মশানে সর্বতঃ শম্যাপ্রাসাৎ। গ্রামেণাধ্যবসিতে ক্ষেত্রেণ বা নানধ্যায়ঃ। জ্ঞায়মানে তু তস্মিন্নেব দেশে নাধীয়ীত। ঐ, ১.৩.৯.৪-৮

[৪৬] সংধাবনুস্তনিতে রাত্রিম্। ঐ, ১.৩.৯.২০

[৪৭] স্বপ্নপর্যান্তং বিদ্যুতি। ঐ, ১.৩.৯.২১

[৪৮] অহোরাত্রাবমাবাস্যাসু। ঐ, ১.৩.৯.২৮

[৪৯] তথা সংবন্ধেষু জ্ঞাতিষু। মাতরি পিতর্যাচার্য ইতি দ্বাদশাহাঃ। ঐ, ১.৩.১০.৩-৪

[৫০] আচার্যে ত্রীনহোত্রানিত্যেকে। ঐ, ১.৩.১০.১০

[৫১] বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুর্বৃষ্টিশ্চাপর্তৌ যত্র সংনিপতেযুস্ত্র্যহমনধ্যায়। ঐ, ১.৩.১০.২৭

[৫২] শ্রোত্রিয়সঁস্থায়ামপরিসংবৎসরায়ামেকাম্। ঐ, ১.৩.১০.১১

[৫৩] তথা বৃক্ষমারূঢঃ। ঐ, ১.৩.১১.১৬

অথবা চার বেদের একটি করে মন্ত্র পাঠ করলে স্বাধ্যায় পাঠ সম্পন্ন হয়[৫৪]। আপস্তম্বধর্মসূত্রে আচার্যের মৃত্যুতে বারো দিন বেদ অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকার বিধান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে আচার্যের মৃত্যুতে তিনদিন অধ্যয়ন না করার কথা বলা হয়েছে[৫৫]। ব্রহ্মচারীর বেদাধ্যয়নের বিধিনিষেধ আপস্তম্বধর্মসূত্রে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রেও অনুরূপ বিধি উপস্থাপিত হয়েছে[৫৬]।

৩.২.১.৩. স্নানের বিধি -

বৈখানসধর্মসূত্র এবং উক্ত অন্যান্য ধর্মসূত্রগুলিতে ব্রহ্মচারীর স্নানের নানা বিধান দৃষ্ট হয়, যে বিধানগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়-ই আছে। বৌধায়নধর্মসূত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে ব্রহ্মচারী সমর্থ হলে মুহূর্তের জন্যও নিজেকে অশুদ্ধ রাখবে না[৫৭]। কিন্তু ব্রহ্মচারী সমর্থ হলেও জলক্রীড়া

---

[৫৪] অথ যদি বাতো বা বায়াৎস্তন্যেদ্বা বিদ্যোতেত বাবস্ফূর্জেদ্বৈকাং বর্জমেকং বা যজুরেকং বা সামাভিব্যাহরেদ্ভুবঃ সুবঃ সত্যং তপঃ শ্রদ্ধায়াং জুহোমীতি বৈতৎ। তেনো হৈবাস্যৈতদহঃ স্বাধ্যায় উপাত্তো ভবতি। ঐ, ১.৪.১২.৫

[৫৫] বৈ.ধ.প্র. ২.১১.৯

[৫৬] শ্রাবণ্যাং পৌর্ণ্মাস্যামধ্যায়মুপাকৃত্য মাসং প্রদোষে নাধীয়ীত। হি.ধ.সূ. ২৬.৩.১
আনড়ুহেন বা শকৃৎপিণ্ডেনোপলিপ্তেঽধীয়ীত। ঐ, ২৬.৩.৫
শ্মশানে সর্বতঃ শম্যাপ্রাসাৎ। গ্রামেণাধ্যবসিতে ক্ষেত্রেণ বা নানধ্যায়ঃ। ঐ, ২৬.৩.৬-৭
সংধাবনুস্তনিতে রাত্রিম্। ঐ, ২৬.৩.২০
অহোরাত্রাবমাবাস্যাসু। ঐ, ২৬.৩.২৯
চাতুর্মাসীষু চ। হি.ধ.সূ. ঐ, ২৬.৩.৩০
বৈরমণে গুরুষ্বষ্টক্য ঔপাকরণ ইতি ত্র্যহাঃ। ঐ, ২৬.৩.৩১
মাতরি পিতর্যাচার্য ইতি দ্বাদশাহাঃ। ঐ, ২৬.৩.৩৩

[৫৭] শক্তিবিষয়ে মুহূর্তমপি নাপ্রয়তঃ স্যাৎ। বৌ.ধ.সূ. ১.৩.৩০

করবে না কিন্তু দণ্ডের ন্যায় জলে ডুব দেবে[৫৮]। স্নাতক নগ্ন হয়ে স্নান করবে না[৫৯]।

আপস্তম্ব বা হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রেও উক্ত হয়েছে - ব্রহ্মচারী সমর্থ হলে মুহূর্তকালও অশুচি থাকবে না এবং নগ্ন থাকবে না[৬০]। বৈখানসধর্মসূত্রে সমবিধি প্রতিপাদিত হয়েছে, তবে অসুস্থ ব্রহ্মচারী স্নানাদি কার্য হতে বিরত থাকবে অর্থাৎ সুস্থ থাকলে ব্রহ্মচারী স্নানাদি কার্য সম্পন্ন করে শুদ্ধ থাকবে এবং স্নানকালে ঘুমিয়ে না পড়ার বিধানো এখানে রয়েছে[৬১]।

এছাড়াও বৌধায়নধর্মসূত্রে বলা হয়েছে - অন্যের তৈরি করা পুকুর বা কূপ পরিহার ক'রে অনিরুদ্ধ, মুক্ত জলধারায় ত্রৈবর্ণিক গৃহী দেব-ঋষি-পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণাদি কর্ম করবে[৬২]। আপৎকল্পে অর্থাত উপায়ান্তর না থাকলে কূপ ইত্যাদি নিরুদ্ধ জলাধার থেকে তিন পিণ্ড মৃত্তিকা ও তিন পাত্র জল তুলে নিয়ে তবে সেই জলাধারে স্নানাদি করতে পারে[৬৩]। এবিষয়ে আপস্তম্বধর্মসূত্রে বা হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে কোন বিধি প্রদর্শিত হয়নি। বৈখানসধর্মসূত্রেও বৌধায়নধর্মসূত্রের ন্যায় সমবিধির উল্লেখ আছে তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল, যদি কূপে অন্য ব্যক্তি স্নান করে তবেই তিনবার পাত্রে জল তুলে নিয়ে স্নান করবে[৬৪]।

---

[৫৮] নাঽপ্সু শ্লঘমানঃ স্নায়াৎ। দণ্ড ইব প্লবেৎ। ঐ, ১.৩.৩৯-৪০

[৫৯] ন নগ্ন স্নায়াৎ। ঐ, ২.৬.২৪

[৬০] শক্তিবিষয়ে ন মুহূর্তমপ্যপ্রয়তঃ স্যাৎ। নগ্নো বা। আ.ধ.সূ. ১.৫.১৫.৮-৯
শক্তিবিষয়ে ন মুহূর্তমপ্যপ্রয়তঃ স্যাৎ। নগ্নো বা। হি.ধ.সূ. ২৬.৪.৬৭-৬৮

[৬১] বৈ.ধ.প্র. ১.১৪.৪-৫

[৬২] তস্মাৎপরকৃতাঙ্গেতূন্‌কূপাংশ্চ পরিবর্জয়েদিতি। বৌ.ধ.সূ. ২.৩.৫.৬

[৬৩] উদ্ধৃত্য বাপি ত্রীন্‌পিণ্ডান্‌কুর্যাদাপৎসু নো সদা। নিরুদ্ধাসু তু মৃৎপিণ্ডান্‌
কূপাৎত্রীনঘটাংস্তথেতি। ঐ, ২.৩.৫.৭

[৬৪] বৈ.ধ.প্র. ১.১৪.২

৩.২.১.৪. তর্পণ বিধি

বৌধায়নধর্মসূত্রে অগ্নি, প্রজাপতি, সোম, রুদ্রাদি দেবোদ্দেশে তর্পণ বিধি উল্লিখিত হয়েছে। এরপর প্রাচীনাবীতী হয়ে পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহ-প্রপিতামহী, মাতৃপক্ষের পুরুষগণ থেকে শুরু করে আচার্য-আচার্যপত্নী এবং জ্ঞাতিবর্গের উদ্দেশেও তর্পণ করতে হবে। বৈখানসধর্মসূত্রে তর্পণকালে ডান হাত দিয়ে তর্পণ দেওয়ার বিধি আছে এবং ব্রাহ্মণ, ভূপতি, পিতা, নারায়ণ, বিশ্বামিত্র, ঋষিগণের প্রতি তর্পণ দেওয়ার জন্য হাতের পবিত্র অংশের ব্যবহারের বিধান আছে[৬৫]। আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রেও তর্পণ বিষয়ে আলোচনা উপলব্ধ হয় না।

৩.২.১.৫. খাদ্যগ্রহণ বিধি ও ভোজ্যাভোজ্য

ধর্মসূত্রসমূহে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ছিল নানা বিধি-নিষেধ, যদিও এবিষয়ে ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। বৌধায়নধর্মসূত্রে প্রতিদিনের আবশ্যক কর্ম সম্পন্ন করে পূর্বদিকে মুখ করে গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত পরিষ্কার স্থানে উপবেশন করে ভূঃ, ভুবঃ,সুবঃ,ওম্ পাঠ করতে হবে। সামনে থাকা ভোজন সামগ্রীর চারিদিকে জল ছিটিয়ে অন্ন গ্রহণ করবে এবং অমৃতোপস্তরণমসি... পাঠ করে বাম হস্তে পাত্র ধারণ করে খাদ্যগ্রহণের পূর্বে জল পান করবে[৬৬]। স্নাতক সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোলে রেখে ভোজন করবে না, এমনকি আসনে রেখেও ভোজন নিষিদ্ধ[৬৭]।
মাছ, মাংস, তিল সংস্পৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করলে জল দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে অগ্নি স্পর্শ করার বিধান আছে[৬৮]। এছাড়াও অজা-অবি ব্যতিরেকে গ্রাম্য পশু এবং

---

[৬৫] ঐ, ২.১৩.৫

[৬৬] সর্বাবশ্যকাবসনে সংমৃষ্টোপলিপ্তে দেশে প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য তদ্ভূতমাহ্নিয়মানম্। ভূর্ভুবঃ সুবরোমিতি। উপস্থায় বাচং যচ্ছেৎ, ন্যস্তমন্নং মহাব্যহৃতিভিঃ প্রদক্ষিণমুদকং পরিষিচ্য সব্যেন পাণিনাবিমুঞ্চন্। বৌ.ধ.সূ. ২.৭.১২.৩

[৬৭] নোৎসঙ্গেঽন্নং ভক্ষয়েৎ। আসন্ধ্যাং ন ভুঞ্জীত। ঐ, ২.৩.৬.৫-৬

[৬৮] মাংসমৎস্যতিলসংসৃষ্টপ্রাশনেঽপ উপস্পৃশ্যাগ্নিমভিমৃশেৎ। ঐ, ২.৩.৬.২

পাখি, মোরগ, শূকর প্রভৃতি অভক্ষ্য। খড়্গ ব্যতীত পঞ্চনখবিশিষ্ট শ্বাবিট্, গোধা, খরগোশ, শল্যক, কচ্ছপ প্রভৃতি ভোজন করা যেতে পারে। কুলুঙ্গ-বর্জিত পাঁচপ্রকার দুই-খুর বিশিষ্ট প্রাণী ভোজন করার বিধি আছে। তিত্তির, পায়রা, কপিঞ্জল, বার্ধ্রানস, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষির মাংস ভোজনের যোগ্য এবং সহস্রদংষ্ট্র, চিলিচিম, বর্মী, বৃহৎশিরস্, ম(হা)শকরি রোহিত, রাজীব ইত্যাদি মাছ ভোজনের যোগ্য।[৬৯]

এছাড়াও বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। গরু, ছাগল, মহিষ গর্ভাবস্থায় থাকলে তাদের দুধ পান নিষিদ্ধ, বাচ্চা প্রসবের পরও দশ দিন পর্যন্ত দুধ পান করতে বারণ করা হয়েছে[৭০]। এছাড়া ভেড়া, উট, এক-খুরযুক্ত পশুর দুধ পান করা নিষিদ্ধ[৭১]। পর্যুসিত খাদ্য গ্রহণে নিষেধ করা হলেও শাক, মাংস, ঘি, গুড়, দধি, মধু প্রভৃতি খাদ্য বাসি হলেও সেবন করার বিধান আছে[৭২]। তবে টক জাতীয় খাবার নিষিদ্ধ[৭৩]।
খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে নানা প্রকার বিধি এবং অভক্ষ্য খাদ্যের তালিকা আপস্তম্বধর্মসূত্রেও পাওয়া যায়। বাজার থেকে আনীত খাদ্যদ্রব্য অভক্ষ্য। রসজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য, ব্যতিক্রম শুধু কাঁচা মাংস, মধু, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের ক্ষেত্রে[৭৪]। হাঁস, ভাস, চক্রবাক্, সুপর্ণ প্রভৃতি পক্ষীর মাংস খাবে না[৭৫]। এখানেও সীমিতসংখ্যক পঞ্চ নখবিশিষ্ট প্রাণী ভক্ষ্য বলে

---

[৬৯] শ্বাবিড়্গোধাশশশল্যককচ্ছপখড়্গাঃ খড়্গবর্জাঃ পঞ্চ পঞ্চনখা।
তথর্শ্যহরিণপৃষতমহিষবরাহকুলুঙ্গাঃ কুলুঙ্গবর্জাঃ পঞ্চ দ্বিখুরিণঃ।
পক্ষিণস্তিত্তিরিকপোতকপিঞ্জলবার্ধাণসময়ূরবারণা বারণবর্জাঃ পঞ্চ বিষ্কিরাঃ। মৎসাঃ
সহস্রদংষ্ট্রশ্চিলিচিমো বর্মিবৃহচ্ছিরোমহাশকরিরোহিতরাজীবাঃ। ঐ, ১.৫.১২.৫-৮

[৭০] অনির্দশাহসন্ধিনীক্ষীরমপেয়ম্। ঐ, ১.৫.১২.৯

[৭১] আবিকমৌষ্ট্রিকমৈকশফম্। ঐ, ১.৫.১২.১১

[৭২] পর্যুষিতং শাকযূষমাসসর্পিঃ শৃতধানাগুডদধিমধুসৎকুবর্জম্। ঐ, ১.৫.১২.১৪

[৭৩] শুক্তানি তথা জাতো গুডঃ। ঐ, ১.৫.১২.১৫

[৭৪] তথা বসানামমাঁসমধুলবণানীতি পরিহাপ্য। আ.ধ.সূ. ১.৫.১৭.১৫

[৭৫] হংস্মাসচক্রবাকসুপর্ণাশ্চ। ঐ, ১.৫.১৭.৩৫

উল্লিখিত আছে[৭৬]। চেট্ জাতীয় মৎস্য ভোজন করবে না[৭৭]। টক জাতীয় খাবারনিষিদ্ধ, অন্য খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রণ করার পর যদি খাবারটি টক থেকেই যায় তবে তা গ্রহণ করা উচিত নয়[৭৮]। বাচ্চা প্রসবের দশদিন পর্যন্ত সেই প্রাণীর দুধ পান নিষিদ্ধ[৭৯]। পেঁয়াজ, লসুন প্রভৃতির সেবন নিষিদ্ধ[৮০]। কোন গৃহে মৃত্যু হলে অশুচির কারণে ঐ গৃহে ভোজন করা নিষিদ্ধ[৮১]। শূদ্র স্পর্শ করলে সে খাবার ভোজন করবে না[৮২]। খাবারে চুল পড়লে সে খাবার অভোজ্য[৮৩]। মানুষ, বেড়াল বা কোন অপবিত্র প্রাণী নিকট হতে খাবারের ঘ্রাণ নিলে ঐ খাবার খাবে না[৮৪]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রেও খাদ্যাভ্যাসের নানাবিধি উপস্থাপিত যা আপস্তম্বধর্মসূত্রের অনুরূপ[৮৫]।

বৈখানসধর্মসূত্রে নিরামিষ ভোজনের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বানপ্রস্থকে ফল-মূল আহার করে কঠোর তপস্যা করার বিধান দেওয়া

---

[৭৬] পঞ্চনখানাং গোধাকচ্ছপশ্বাবিট্চ্ছল্যকখড়্গশশপূতিখষবর্জম্। ঐ, ১.৫.১৭.৩৭

[৭৭] অভক্ষ্যশ্চেটো মৎস্যানাম্। ঐ, ১.৫.১৭.৩৮

[৭৮] শুক্তং চ। ঐ, ১.৫.১৭.১৮

শুক্তং চাপরয়োগম্। ঐ, ১.৫.১৭.২০

[৭৯] ধেনোশ্চানির্দশায়ঃ। ঐ, ১.৫.১৭.২৪

[৮০] করঞ্জপলণ্ডুপরারীকাঃ। ঐ, ১.৫.১৭.২৬

[৮১] যস্য কুলে ম্রিয়তে ন তত্রানির্দশে ত্বভোজ্যম্। ঐ, ১.৫.১৬.১৮

[৮২] অপ্রয়তেন তু শূদ্রেণোপহৃতমভোজ্যম্। ঐ, ১.৫.১৬.২২

[৮৩] যস্মিঁশ্চান্নে কেশঃ স্যাৎ। ঐ, ১.৫.১৬.২৩

[৮৪] মনুষ্যৈরবঘ্রাতমন্যৈর্বামেধ্যৈ। ঐ, ১.৫.১৭.৫

[৮৫] ক্ষারলবণমধুমাংসানি চ বর্জয়েৎ। হি.ধ.সূ. ২৭.৫.১৪৫

মনুষ্যৈরবঘ্রাতমন্যৈর্বামেধ্যৈ। ঐ, ২৬.৫.৩৭

অভক্ষ্যশ্চেটো মৎস্যানাম্। ঐ, ২৬.৫.৬৯

একখুরোষ্ট্রগবয়গ্রামসূকরশরভগবাম্। ঐ, ২৬.৫.৬১

যাচ্চান্যৎপরিচক্ষতে। ঐ, ২৬.৫.৫৯

শুক্তং চ। ঐ, ২৬.৫.৫০

শুক্তং চাপরয়োগম্। ঐ, ২৬.৫.৫২

হয়েছে[৮৬]। মুনিগণের কাছে সমস্ত মাংস গোমাংস তুল্য[৮৭]। মশলা জাতীয় খাবারও নিষিদ্ধ[৮৮]। বৌধায়নধর্মসূত্রে টক জাতীয় খাবার নিষিদ্ধ, শাক, মাংস, ঘি, গুড়, দধি, মধু প্রভৃতি খাদ্য বাসি হলেও সেবন করার বিধান আছে এবং তিলের ব্যবহার ভোজন ও মালিশের ক্ষেত্রে করার বিধান আছে। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে বাসি খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ, তবে দধি মিশ্রণ করে খেলে বাসি খাবার খেতে বাধা নেই এবং তিলের ভোজন রাত্রিতে নিষিদ্ধ[৮৯]।

৩.২.১.৬. খাদ্যবস্তুর শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া

বৌধায়নধর্মসূত্রে খাদ্যবস্তুর শুদ্ধিকরণের নানা বিধি পরিলক্ষিত হয়। বৌধায়নধর্মসূত্রে খাদ্যবস্তু শুদ্ধিকরণের যে সকল বিধির উল্লেখ পাওয়া যায় তার সঙ্গে বৈখানসধর্মসূত্রে উল্লিখিত বিধিসমূহের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। বৌধায়ন বলেছেন - চামড়ার টুকরো, চুল, নখের টুকরো, কীট পোকা, ইঁদুরের বিষ্ঠা প্রভৃতি খাবারে পড়লে খাবারের সেই অংশটুকু তুলে ফেলে দিয়ে, খাবারের বাকি অংশে জল ছিটিয়ে এবং ভস্ম ছড়িয়ে খাবারটি গ্রহণ করবে[৯০]। কুকুর, কাক প্রভৃতি যদি অনেক পরিমাণ খাবারে মুখ দেয়, তবে সেই অংশটুকু তুলে নিয়ে মানুষের জন্য দেওয়া হচ্ছে ভেবে ছড়িয়ে দিয়ে পবমানঃ সুবর্জন... পাঠ করতে হবে[৯১]। অন্যের দ্বারা রান্না করা ভোজন গ্রহণ

---

[৮৬] বৈ.ধ.প্র. ২.৫.৫

[৮৭] ঐ, ৩.৫.৯

[৮৮] ঐ, ১.৩.৬

[৮৯] ঐ, ২.১৫.১

[৯০] ত্বক্কেশশঙ্খকীটাখুপুরীষাণি দৃষ্ট্বা তং দেশং পিণ্ডমুদ্ধৃত্যাদ্ভিরভ্যুক্ষ্য ভস্মাবকীর্য পুনরদ্ভিঃ প্রোক্ষ্য বাচা চ প্রশস্তমুপযুঞ্জীত। বৌ.ধ.সূ. ২.৭.১২.৬

[৯১] মহতাং শ্ববায়সপ্রভৃত্যুপহতানাং তং দেশং পুরুষান্নম্ উদ্ধৃত্য। পবমানঃ সুবর্জন ইতি। এতেনানুবাকেনাভ্যুক্ষণম্। ঐ, ১.৮.১৪.১৫

কালে সংশয় জাগলে অগ্নিতে গরম করে জলের ছিটা দিলে তা শুদ্ধ হবে[৯২]। শাক, ফুল, ফল, মূল, বৃক্ষ প্রভৃতি জল দিয়ে ধুলে শুদ্ধ হয়[৯৩]।

এক্ষেত্রে বৈখানসধর্মসূত্রে বিধি হল- খাবারে চুল পড়লে বা অপবিত্র প্রাণী নিকট হতে ঘ্রাণ নিলে ভস্ম মিশ্রিত জল ছিটিয়ে খাদ্যটি শুদ্ধ করার বিধান রয়েছে[৯৪]। আবার কুকুর বা কাক মুখ দিলে খাবারের সেই অংশ ছড়িয়ে দিয়ে পুরুষ ভক্ষণ করছে ভেবে পবমানঃ সুবর্জন... মন্ত্রটি পাঠ করে, ভস্মমিশ্রিত জল ছিটিয়ে এবং দর্ভঘাস জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া দিয়ে খাবারটি শুদ্ধ করার বিধান দেওয়া হয়েছে[৯৫]।

৩.২.১.৭. বিভিন্ন পাত্রের শুদ্ধি

খাদ্যবস্তু শুদ্ধিকরণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুশুদ্ধির বিধিও বৌধায়নধর্মসূত্রে, আপস্তম্বধর্মসূত্রে এবং হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে পরিলক্ষিত হয়। কিছু বিধির সঙ্গে বৈখানসধর্মসূত্রে প্রাপ্ত বস্তুশুদ্ধির বিধির সাদৃশ্য যেমন আছে, কিছু বৈসাদৃশ্যও আছে।

বৌধায়নধর্মসূত্রে কাঠ, ধাতু বা মাটি প্রভৃতি নির্মিত পাত্রের শুদ্ধিকরণের নানা বিধি প্রদর্শিত হয়েছে। কোন ধাতব পাত্র দূষিত হলে পাত্রকে শুদ্ধ করার জন্য গোবর, মাটি এবং জল বা এর যে কোনও একটি দ্বারা পরিস্কার করলে শুদ্ধ হয়[৯৬]। কাঠের পাত্রের উপরিভাগের ছাল ছাড়িয়ে পাত্রটি শুদ্ধ হবে[৯৭]। বৌধায়নধর্মসূত্রে তামা, রুপো, সোনার পাত্র অশুদ্ধ হলে অম্ল দ্বারা শুদ্ধ করার বিধান আছে[৯৮]। মাটির পাত্র অশুদ্ধ হলে আগুনে

---

[৯২] পরোক্ষমধিশ্রিতস্যান্নস্যাবদ্যোত্যাভ্যুক্ষণম্। ঐ, ১.৫.১০.২

[৯৩] শাকপুষ্পফলমূলৌষধীনাং তু প্রক্ষালনম্। ঐ, ১.৫.১০.৯

[৯৪] বৈ.ধ.প্র. ২.১৫.৩

[৯৫] ঐ, ২.১৫.৪

[৯৬] তৈজসানামুচ্ছিষ্টানাং গোশকৃন্মৃদ্ভস্মভিঃ পরিমার্জনমন্যতমেন বা। বৌ.ধ.সূ. ১.৫.৮.৩২

[৯৭] দারবাণাং তক্ষণম্। ঐ, ১.৫.৮.৩৫

[৯৮] তাম্ররজতসুবর্ণানামম্লৈঃ। ঐ, ১.৫.৮.৩৩

পুড়িয়ে শুদ্ধ করতে হয়[৯৯]। বাঁশের তৈরি পাত্র শুদ্ধ হয় গোবর দিয়ে[১০০] এবং হাড়ের তৈরি পাত্রের উপরিভাগ চেঁছে বাদ দিলে পাত্রটি শুদ্ধ হয়[১০১]।রেশম বস্ত্র যেমন শুদ্ধ করার জন্য সর্ষের লেপন দেওয়া হয় সেভাবেই শাখা, শৃঙ্গ, মুক্তা ও হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি পাত্র শুদ্ধ হবে। এই বস্তুগুলি দুধ দিয়ে ধুলেও শুদ্ধ হয়[১০২]।

আপস্তম্বধর্মসূত্রে বলা হয়েছে- পূর্বে রান্না করা হয়নি এমন মাটির পাত্রে ভোজন করা শুদ্ধ এবং পূর্বে ব্যবহার করা হয়নি এমন মাটির পাত্র অগ্নিতে স্পর্শ করলে শুদ্ধ হয়। লৌহা বা কাসার পাত্র ভস্ম দিয়ে ঘষলে শুদ্ধ হয়। কাঠের তৈরি পাত্রের উপরিভাগ চেঁছে বাদ দিলে পাত্রটি শুদ্ধ হয়[১০৩]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রেও আপস্তম্বধর্মসূত্রের অনুরূপ বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়[১০৪]।

বৈখানসধর্মসূত্রে উপর্যুক্ত বিধির সঙ্গে কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন- বৌধায়নধর্মসূত্রে কাঠের পাত্রের ক্ষেত্রে উপরিভাগের ছাল ছাড়িয়ে পাত্রটি শুদ্ধ করার বিধান আছে কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, কাঠের পাত্র বা বস্তু জল দিয়ে ধুলেই শুদ্ধ হয়[১০৫]। তামা-কাঁসা-সীসা-লোহা প্রভৃতি বস্তুর শুদ্ধি হয় অ্যাসিড্ জলে, কিন্তু সোনা শুদ্ধ হয় জলে বা অগ্নিতে এবং হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি পাত্রের শুদ্ধি হয় জলের দ্বারা[১০৬]।

---

[৯৯] অমন্ত্রাণাং দহনম্। ঐ, ১.৫.৮.৩৪

[১০০] বৈণবানাং গোময়েন্। ঐ, ১.৫.৮.৩৬

[১০১] দারুবদস্থানম্। ঐ, ১.৫.৮.৪৫

[১০২] ক্ষৌমবচ্ছঙ্খশৃঙ্গশুক্তিদন্তানাম্। পয়সা বা। ঐ, ১.৫.৮.৪৬-৪৭

[১০৩] অনাপ্রীতে মৃন্ময়ে ভোক্তব্যম্। অপ্রীতং চেদভিদগ্ধে। পরিমৃষ্টং লৌহং প্রযতম্। নির্লিখিতং দারুময়ম্। আ.ধ.সূ. ১.৫.১৭.৯-১২

[১০৪] অনাপ্রীতে মৃন্ময়ে ভোক্তব্যম্। অপ্রীতং চেদভিদগ্ধে। পরিমৃষ্টং লৌহং প্রযতম্। যন্নির্লিখিতং দারুময়ম্। হি.ধ.সূ. ২৬.৫.৪১-৪৫

[১০৫] বৈ.ধ.প্র. ৩.৩.১১

[১০৬] ঐ, ৩.৩.১০-১১

বস্তুশুদ্ধির আলোচনার সঙ্গে কিছু চিরশুদ্ধ বস্তুর উল্লেখ বৌধায়নধর্মসূত্রে লক্ষ্য করা যায়, যেমন- কারিগরের হাত চিরশুদ্ধ হয়, বিক্রি করার জন্য পরিবেশিত পণ্য সর্বদা শুদ্ধ হয়, ব্রহ্মচারীর প্রাপ্ত ভিক্ষান্ন চিরশুদ্ধ হয়[১০৭]। দুধ দোহন কালে বাছুর মুখ লাগালে সেই দুধ অশুদ্ধ হয় না, বৃক্ষ হতে পাখির দ্বারা ভূমিতে পড়ে যাওয়া ফল চিরশুদ্ধ ইত্যাদি[১০৮]। শয্যা, বস্ত্র, পত্নী ও সন্তান নিজের হলে চিরশুদ্ধ, না হলে অপবিত্র[১০৯]। অন্যকে আচমন করার জন্য জল দানের সময় জলদাতার হাত থেকে জলবিন্দু জলদাতার পায়ের উপর পড়লে তা জমির উপর অবস্থিত জলের ন্যায় বিশুদ্ধ[১১০]। বৈখানসধর্মসূত্রেও এজাতীয় বিধির উল্লেখ আছে[১১১]।

৩.২.১.৮. আচমন বিধি

আচমন বিধির আলোচনাতেও বৈখানসধর্মসূত্রের সঙ্গে বৌধায়নধর্মসূত্র, আপস্তম্বধর্মসূত্র ও হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বৌধায়নধর্মসূত্রে উদাহরণরূপে প্রদত্ত হয়েছে, ব্রাহ্মণের আচমনের জল হৃদয় পর্যন্ত স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয়। ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ পর্যন্ত স্পর্শ করলে ক্ষত্রিয় পবিত্র হয়। বৈশ্যের মুখে জল স্পর্শ করলে বৈশ্য পবিত্র হয় এবং স্ত্রী ও শূদ্রের ঠোঁটে আচমনের জল স্পর্শ করলেই শুদ্ধ হয়[১১২]।

---

[১০৭] নিত্যং শুদ্ধঃ কারুহস্তঃ পণ্যং যচ্চ প্রসারিতম্। ব্রহ্মচারিগতং ভৈক্ষং নিত্যং মেধ্যমিতি শ্রুতিঃ। বৌ.ধ.সূ. ১.৫.৯.১

[১০৮] বৎসঃ প্রস্নবনে মেধ্যঃ শকুনিঃ ফলশাতনে। স্ত্রিয়শ্চ রতিসংসর্গে শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ। ঐ, ১.৫.৯.২

[১০৯] আত্মশয্যাসনং বস্ত্রং জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ। শুচীন্যাত্মন এতানি পরেষামশুচীনি তু। ঐ, ১.৫.৯.৬

[১১০] স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্। ন তৈরুচ্ছিষ্টভাবঃ স্যাত্তুল্যাস্তে ভূমিগৈঃ সহেতি। ঐ, ১.৫.১০.৩৪

[১১১] বৈ.ধ.প্র. ৩.৪.৫-১২

[১১২] গতাভির্হৃদয়ং বিপ্রঃ কণ্ঠ্যাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুচিঃ। বৈশ্যোঽড্ডিঃ প্রাশিতাভিঃ স্যাৎ স্ত্রীশূদ্রৌ স্পৃশ্য চাঽন্তত ইতি। বৌ.ধ.সূ. ১.৫.৮.২৩

আপস্তম্বধর্মসূত্র এবং হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে, আচমনের জল হৃদয় পর্যন্ত স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয়[১১৩]।

বৌধায়নধর্মসূত্রে আচমন কালে আঙ্গুলের পবিত্র অংশের ব্যবহারের বিধি লক্ষ্য করা যায়, যেমন- বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলভাগ হল ব্রাহ্মতীর্থ, সেই ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করতে হবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের শীর্ষভাগ হল পিত্র্যতীর্থ, অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ হল দৈবতীর্থ এবং অঙ্গুলিগুলির মূলস্থান ঋষিগণের জন্য পবিত্র[১১৪]। বৈখানসধর্মসূত্রে উপর্যুক্ত বিধির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে[১১৫] কিন্তু এখানে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যবহারের বিধি প্রদর্শিত হয়নি।

৩.২.২. ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম

ব্রহ্মচর্য গ্রহণকালে উপনীত ব্রহ্মচারী কি কি উপকরণ গ্রহণ করবে সে বিষয়ের আলোচনা উক্ত সমস্ত ধর্মসূত্রগুলিতেই বর্ণিত হয়েছে এবিষয়ে ধর্মসূত্রগুলিতে কিছু সাদৃশ্য কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

৩.২.২.১. ব্রহ্মচারীর গ্রহণীয় উপকরণসমূহ

বৌধায়নধর্মসূত্রে বিহিত আছে, উপনীত ব্রাহ্মণ মুঞ্জ, ক্ষত্রিয় ধনুকের ছিলা, বৈশ্য রেশমের সুতোর দ্বারা তৈরি মেখলা ব্যবহার করবে। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণসারমৃগের অজিন ব্যবহার করবে, ক্ষত্রিয় বিন্দুমান মৃগের অজিন ব্যবহার করবে এবং বৈশ্য ছাগলের চর্মদ্বারা তৈরি পোশাক পরিধান করবে। দ্বিজাতি দণ্ড ধারণ করবে, কিন্তু ব্রাহ্মণের দণ্ডের উচ্চতা হবে মাথা পর্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের দণ্ড হবে ললাট পর্যন্ত উচ্চ এবং বৈশ্য নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত উচ্চতাযুক্ত দণ্ড

---

[১১৩] আসীনস্ত্রিরাচামেদ্ধৃদয়ঙ্গমাভিরদ্ভিঃ। আ.ধ.সূ. ১.৫.১৬.২

[১১৪] ব্রাহ্মেণ তীর্থেনাচামেৎ। অঙ্গুষ্ঠমূলং ব্রাহ্মং তীর্থম্। বৌ.ধ.সূ. ১.৫.৮.১৪-১৫

[১১৫] বৈ.ধ.প্র. ২.১০.১

ধারণ করবে[১১৬]। তবে কোন বৃক্ষের দণ্ড ধারণ করতে হবে সে বিষয়ে কোন বিধি এই ধর্মসূত্রে দৃষ্ট হয় না।

আপস্তম্বধর্মসূত্রে কেশবিন্যাসের বিধি উল্লিখিত আছে। এখানে বলা হয়েছে, ব্রহ্মচারী জটা ধারণ করবে অথবা শিখাজটা ধারণ করবে। ব্রাহ্মণের মেখলা তৈরি হবে মুঞ্জ ঘাসের দ্বারা। ক্ষত্রিয় ধনুকের ছিলা অথবা লোহার টুকরো ও মুঞ্জ ঘাসের মিশ্রণে তৈরি মেখলা পরিধান করবে। বৈশ্য ভেড়ার লোম দ্বারা তৈরি মেখলা অথবা তমালের ছাল হতে তৈরি সুতোর মেখলা পরিধান করবে। ব্রাহ্মণ পালাশ দণ্ড, ক্ষত্রিয় বট গাছের শাখা হতে তৈরি দণ্ড এবং বৈশ্য ঔদুম্বর গাছের শাখা দণ্ডরূপে ব্যবহার করবে। ব্রাহ্মণ শাণনির্মিত বস্ত্র, ক্ষৌম অথবা কোন অজিন-নির্মিত বস্ত্র পরিধান করবে।কিছু আচার্য মতে ব্রাহ্মণের অধো বস্ত্র কষায় বর্ণের হবে, ক্ষত্রিয়ের বস্ত্র মাঞ্জিষ্ঠ বর্ণ এবং বৈশ্যের বস্ত্র হরিদ্রাবর্ণের হবে[১১৭]।

ব্রাহ্মণের গৃহীত বস্ত্র সাধারণ হরিণ বা কৃষ্ণবর্ণের হরিণের চর্ম দ্বারা, ক্ষত্রিয়ের গৃহীত বস্ত্র রুরুমৃগ বা বিন্দুমান মৃগের চর্ম দ্বারা এবং বৈশ্যের বস্ত্র ছাগলের চর্ম দ্বারা নির্মিত হবে। ভেড়ার চর্ম নির্মিত বস্ত্র সব বর্ণই ধারণ করতে পারে এবং ভেড়ার লোমের কম্বলও সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য[১১৮]।

আপস্তম্বধর্মসূত্রের অনুরূপ বিধির উল্লেখ হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রেও পাওয়া

---

[১১৬] মৌঞ্জী ধনুর্জ্যা শণীতি মেখলাঃ, কৃষ্ণরুরুবস্তাজিনান্যজিনানি, মূর্ধললাটনাসাগ্রপ্রমাণা যাজ্ঞিকস্য বৃক্ষস্য দণ্ডাঃ। বৌ.ধ.সূ. ১.২.৩.১৩-১৫

[১১৭] জটিলঃ। শিখাজটো বা বাপয়েদিতরান্। মৌঞ্জী মেখলা ত্রিবৃদ্‌ব্রাহ্মণস্য শক্তিবিষয়ে দক্ষিণাবৃত্তানাম্। জ্যা রাজন্যস্য। মৌঞ্জী বায়োমিশ্রা। আবীসূত্রং বৈশ্যস্য। সৈরী তামালী বৈত্যেকে। পলাশো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য নৈয্যগ্রোধস্কন্ধজোঽবাঙ্‌গ্রো রাজন্যস্য বাদর ঔদুম্বরো বা বৈশ্যস্য বার্ক্ষো দণ্ড ইত্যবর্ণসংযোগেনৈক উপদিশন্তি। বাসঃ। কষায়ং চৈকে বস্ত্রমুপদিশন্তি। আ.ধ.সূ. ১.১.২.৩১-৪১

[১১৮] মাঞ্জিষ্ঠং রাজন্যস্য। হারিদ্রং বৈশ্যস্য। হারিণমৈণেয়ং বা কৃষ্ণং ব্রাহ্মণস্য। রৌরবঁ রাজন্যস্য। বস্তাজিনং বৈশ্যস্য। আবিকং সার্ববর্ণিকম্। কম্বলশ্চ। ব্রহ্মবৃদ্ধিমিচ্ছন্নজিনান্যেব বাসীত ক্ষত্রবৃদ্ধেমিচ্ছন্বস্ত্রাণ্যেবোভয়বৃদ্ধিমিচ্ছন্নুভয়মিতি হি ব্রাহ্মণম্।
অজিনং ত্বেবোত্তরং ধারয়েৎ। আ.ধ.সূ. ১.২.৩.১-১০

যায়[১১৯]। তবে ব্রাহ্মণের দণ্ড ধারণের ক্ষেত্রে হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে বেল গাছের শাখা গ্রহণের বিধি উপস্থাপিত হয়েছে।

বৈখানসধর্মসূত্রে উক্ত হয়েছে, ব্রহ্মচারী উপবীত, মেখলা, অজিন এবং দণ্ড ধারণ করবে। অজিন মৃগ বা ছাগলের চর্ম দ্বরা নির্মিত হবে[১২০]। কিন্তু উপবীত, মেখলা বা দণ্ড প্রভৃতি উপকরণের কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকরণ গ্রহণের বিধি-নিষেধ এই ধর্মসূত্রে পরিলক্ষিত হয়নি।

৩.২.২.২. ব্রহ্মচারীর কর্তব্যকর্মের বিধি-নিষেধ

বৌধায়নধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্মচারী সর্বদা সত্যবাদী এবং অহংকার বর্জিত হবে[১২১]। সকালে গুরুর পূর্বে শয্যা ত্যাগ করবে এবং রাত্রিতে গুরুর শয্যা গ্রহণের পর শয্যা গ্রহণ করবে[১২২]। গুরুর আদেশ ছাড়া কোন কর্ম করবে না[১২৩]। নৃত্য, গীত, বাদ্য, সুগন্ধির ব্যবহার, পুষ্পমাল্য, জুতো, ছাতা, যান ও কজ্জল লেপন এবং সাজ-সজ্জা প্রভৃতি ত্যাগ করবে[১২৪]। আজীবন

---

[১১৯] জটিলঃ শিখাজটো বা স্যাদ্বাপয়েদিতরান্। ত্রিবৃন্মৌঞ্জী মেখলা ব্রাহ্মণস্য শক্তিবিষয়ে দক্ষিণাবৃত্তানাম্। জ্যা রাজন্যস্য। মৌঞ্জী বায়োমিশ্রা। আবীসূত্রং বৈশ্যস্য সৈরী তামালী বৈত্যেকে। বৈল্বঃ পলাশো বা দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য নৈযগ্রোধঃ স্কন্ধজোঽবাঙ্গ্রো রাজন্যস্য বাদর ঔদুম্বরো বা বৈশ্যস্য বার্ক্ষো দণ্ড ইত্যবর্ণসংযোগেনৈক উপদিশন্তি।
বাসঃ।
শাণীক্ষৌমাজিনানি। কষায়ং চৈকে বস্ত্রমুপদিশন্তি। মাঞ্জিষ্ঠং রাজন্যস্য। হারিদ্রং বৈশ্যস্য। হারিণমৈণেয়ং বা কৃষ্ণং ব্রাহ্মণস্য। রৌরবঁ রাজন্যস্য। বস্তাজিনং বৈশ্যস্য। আবিকং সার্ববর্ণিকম্। কম্বলশ্চ। ব্রহ্মবৃদ্ধিমিচ্ছন্নজিনান্যেব বাসীত
ক্ষত্রবৃদ্ধেমিচ্ছন্বস্ত্রাণ্যেবোভয়বৃদ্ধিমিচ্ছন্নুভয়মিতি হি ব্রাহ্মণম্। অজিনং ত্বেবোত্তরং ধারয়েৎ। হি.ধ.সূ. ২৬.১.৬৪-৮২

[১২০] বৈ.ধ.প্র. ১.২.১

[১২১] সত্যবাদী হীমাননহংকারঃ। বৌ.ধ.সূ. ১.২.৩.২০

[১২২] পূর্বোত্থায়ী জঘন্যসঙ্গবেশী। ঐ, ১.২.৩.২১

[১২৩] সর্বত্রাপ্রতিহতগুরুবাক্যোঽন্যত্র পাতকাৎ। ঐ, ১.২.৩.২২

[১২৪] নৃত্যগীতবাদিত্রগন্ধমাল্যোপানচ্ছত্রধারণাঞ্জনবর্জী। ঐ, ১.২.৩.২৪

গুরুর সেবা করবে[১২৫]। গুরুর সঙ্গে সর্বদা ছায়ার মতো থাকবে। গুরু গমন করলে তাঁর অনুসরণ করবে, গুরু দৌড়ালে তাঁর পিছনে দৌড়াবে, যদি গুরু দাঁড়িয়ে থাকে তবে ব্রহ্মচারীও দাঁড়িয়ে থাকবে[১২৬]। গুরুর অনুপস্থিতিতে বেদবিদ গুরুপুত্রের সেবা করবে[১২৭]। একই ভাবে গুরুপত্নীরও সেবা করবে তবে প্রসাধন, স্নান এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন ব্যতিরেকে[১২৮]।

আপস্তম্বধর্মসূত্রেও ব্রহ্মচারীর নানাবিধ ধর্মের উল্লেখ আছে এবং বৈখানসধর্মসূত্রের সঙ্গে তার সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়, যেমন- উপনীত ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করবে[১২৯]। ব্রহ্মচারীর নির্দিষ্ট বিধি পালন করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গুরুকুলে থাকবে ও দেহত্যাগ করবে[১৩০]। গুরুকুলে থাকাকালীন গুরুর প্রতিটি আদেশ পালন করবে যদি তিনি পতনীয় না হন[১৩১]। সর্বদা গুরুর শয্যা হতে নিচে স্থিত শয্যায় শয়ন করবে[১৩২]। ব্রহ্মচারী মশলাযুক্ত খাবার, লবণ, মধু ও মাংস প্রভৃতি গ্রহণ করবে না[১৩৩]। দিবানিদ্রা, সুগন্ধির ব্যবহার, মৈথুন কর্ম, স্ত্রী দর্শন প্রভৃতি বর্জন করবে[১৩৪]। নৃত্য দর্শন করবে না[১৩৫]। যদি কোন ব্যক্তি সুগন্ধির ব্যবহার করে তবে তাঁর থেকে দূরত্ব

---

[১২৫] ব্রহ্মচারী গুরুশুশ্রুষ্যা মরণাৎ। ঐ, ২.৬.১১.১৩

[১২৬] ধাবন্তমনুধাবেন্দ্রচ্ছন্তমনুগচ্ছেত্তিষ্টন্তমনুতিষ্টেৎ। ঐ, ১.২.৩.৩৮

[১২৭] উচ্ছিষ্টবর্জং তৎপুত্রেঽনুচানে বা। ঐ, ১.২.৩.৩৬

[১২৮] প্রসাধনোৎসাদনস্নাপনোচ্ছিষ্টবর্জং চ তৎপত্ন্যাম্। ঐ, ১.২.৩.৩৭

[১২৯] উপেতস্যাচার্যকুলে ব্রহ্মচারিবাসঃ। আ.ধ.সূ. ১.১.২.১১

[১৩০] যথা বিদ্যার্থস্য নিয়ম এতেনৈবান্তমনূপসীদত আচার্যকুলে শরীরন্যাসো ব্রহ্মচারিণঃ। ঐ, ২.৯.২১.৬

[১৩১] আচার্যাধীনঃ স্যাদন্যত্র পতনীয়েভ্যঃ। ঐ, ১.১.২.১৯

[১৩২] অধাসনশায়ী। ঐ, ১.১.২.২১

[১৩৩] তথা ক্ষারলবণমধুমাংসানি। ঐ, ১.১.২.২৩

[১৩৪] আদিবাস্বাপী। অগন্ধসেবী। মৈথুনং ন চরেৎ। ঐ, ১.১.২.২৪-২৬

নাকারণাদুপস্পৃশেৎ। ঐ, ১.২.৭.১০

[১৩৫] অনৃত্যদর্শী। ঐ, ১.১.৩.১১

বজাই রাখবে[১৩৬]। ভিক্ষান্ন গুরুর অনুমতি নিয়ে ভোজন করবে[১৩৭]। রাত্রিতে আচার্যের পূর্বে শয্যা গ্রহণ করবে না এবং সকালে আচার্যের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করবে[১৩৮]। সর্বদা নমনীয়, শান্ত, লজ্জাশীল, ধৈর্যশীল ও ক্রোধহীনরূপে অবস্থান করবে[১৩৯]। গুরু গমন করলে ব্রহ্মচারী তাঁর অনুসরণ করবে, গুরু দ্রুত ধাবন করলে ব্রহ্মচারীও তাঁর পিছনে শীঘ্র গমন করবে, যদি গুরু দণ্ডায়মান হলে ব্রহ্মচারীও দাঁড়িয়ে থাকবে[১৪০]। জুতা, ছাতা, রথ প্রভৃতির ব্যবহার বর্জন করবে[১৪১]।গুরুর অনুপস্থিতিতে বেদবিদ পুত্রের সেবা করবে[১৪২]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রেও অনুরূপ বিধি প্রদর্শিত হয়েছে[১৪৩]।

---

[১৩৬] যদি স্ময়েতাপিগৃহ্য স্ময়েতেতি হি ব্রাহ্মণম্। ঐ, ১.২.৭.৭

[১৩৭] তেন প্রদিষ্টং ভুঞ্জীত। ঐ, ১.১.৩.৩২

[১৩৮] অথ যঃ পূর্বোত্থায়ী জঘন্যসংবেশী তমহুর্ন স্বপিতীতি। ঐ, ১.১.৩.২৮

[১৩৯] মৃদুঃ। শান্তঃ। দান্তঃ। হ্রীমান্। দৃঢধৃতিঃ। অগ্লাঁস্নুঃ। অক্রোধনঃ। অনসূয়ুঃ। ঐ, ১.১.৩.১৭-২৪

[১৪০] অনুত্থায় তিষ্টন্তম্, গচ্ছন্তমনুগচ্ছেৎ, ধাবন্তমনুধাবেৎ। ঐ, ১.২.৬.৭-৯

[১৪১] উপানহৌ ছত্রং যানমিতি চ বর্জয়েৎ। ঐ, ১.২.৭.৫

[১৪২] উচ্ছিষ্টাশনবর্জমাচার্যবদাচার্যপুত্রে বৃত্তিঃ। ঐ, ১.২.৭.৩০

[১৪৩] তথা ক্ষারলবণমধুমাংসানি। হি.ধ.সূ. ২৬.১.১২৫

অধাসনশায়ী। ঐ, ২৬.১.৫৪

অদিবাস্বাপী, অগন্ধসেবী, মৈথুনং ন চরেৎ, উৎসন্নশ্লাঘঃ, অঙ্গানি ন প্রক্ষালয়ীত, প্রক্ষালয়ীত ত্বশুচিলিপ্তানি গুরোরসংদর্শে। ঐ, ২৬.১.৫৭-৬২

অনুত্থায়তিষ্টন্তম্। ঐ, ২৬.২.৩২

গচ্ছন্তমনুগচ্ছেদ্ধাবন্তমনুধাবেন্ন সোপানদেষ্টিতশিরা অবহিতপাণির্বাসীদেৎ। ঐ, ২৬.২.৩৩

অভিভাষিতস্ত্বাসীনঃ প্রতিব্রূয়াত। ঐ, ২৬.২.৩১

উপানহৌ ছত্রং যানমিতি বর্জয়েৎ। ঐ, ২৬.২.৬৪

অনৃত্যদর্শী। ঐ, ২৬.১.৮৪

সভাঃ সমাজাঁশ্চাগন্তা। ঐ, ২৬.১. ৮৫

মৃদুঃ। শান্তঃ। দান্তঃ। হ্রীমান্। দৃঢসিদ্ধির্ধৃতিঃ। অগ্লানিঃ। অক্রোধনঃ। সমাহিতঃ। ব্রহ্মচারী। অনসূয়ুঃ। ঐ, ২৬.১.৯০-৯৯

অথ যঃ পূর্বোত্থায়ী জঘন্যসংবেশী তমহুর্ন স্বপিতীতি। ঐ, ২৬.১.১৪৭

উপর্যুক্ত বিধিগুলির সঙ্গে বৈখানসধর্মসূত্রে প্রতিপাদিত ব্রহ্মচারীর কর্মবিধির সাদৃশ্য আছে কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে গুরুপত্নীকে সেবার বিধান লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি কেবল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর আজীবন গুরুসেবা করার এবং গুরুকুলে থেকে দেহত্যাগ করার বিধান রয়েছে[১৪৪]।

৩.২.২.৩. ব্রহ্মচারীর প্রকারভেদ

বৌধায়নধর্মসূত্রে, আপস্তম্বধর্মসূত্রে ও হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে নামতঃ ব্রহ্মচারীর প্রকারভেদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে বৈখানসধর্মসূত্রে ব্রহ্মচারীর চার প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয়েছে, যেমন- গায়ত্র ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্ম ব্রহ্মচারী, প্রাজাপত্য ব্রহ্মচারী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী[১৪৫]।

৩.২.৩. গার্হস্থ্য আশ্রম

বৌধায়নধর্মসূত্রে উক্ত হয়েছে, স্নাতক বিবাহ করার পর গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করবে। গৃহে ঋষি, বিদ্বান এবং রাজা যখন উপস্থিত হবেন তাঁরা অভ্যর্থিত হবার যোগ্য, ক্রিয়ারম্ভে বর ও ঋত্বিককে এবং মাতুল ও শ্বশুর বৎসরান্তে গৃহে উপস্থিত হলে তাদের অভ্যর্থনা জানানো গৃহস্থের ধর্ম[১৪৬]। এছাড়াও গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, গাভী, রাজা, বৃদ্ধ, বোঝা বহনকারী এবং গর্ভবতী স্ত্রীকে সর্বদা রাস্তা ছেড়ে দেবে[১৪৭]। ইন্দ্রধনু দেখলে অন্য কাউকে বলবে না[১৪৮]। যদি বলে তবে মনিধনু নামে সম্বোধন করবে[১৪৯]। একা ভ্রমণে যাবে

---

[১৪৪] বৈ.ধ.প্র. ১.৩.৬

[১৪৫] ঐ, ১.৩.১

[১৪৬] ঋষিবিদ্বান্নৃপাঃ প্রাপ্তাঃ ক্রিয়ারম্ভে বরর্ত্বিজৌ মাতুলশ্বশুরৌ পূজ্যৌ সংবৎসরগতাগতাবিতি। বৌ.ধ.সূ. ২.৩.৬.৩৭

[১৪৭] পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণায় গবে রাজ্ঞে হ্যচক্ষুষে। বৃদ্ধায় ভারতপ্তায় গর্ভিণ্যৈ দুর্বলায় চ। ঐ, ২.৬.৩০

[১৪৮] নেন্দ্রধনুরিতি পরস্মৈ প্রব্রূয়াৎ। ঐ, ২.৩.৬.১১

[১৪৯] যদি ব্রুয়ান্মণিধনুরিত্যেব ব্রূয়াৎ। ঐ, ২.৩.৬.১২

না[১৫০], সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়া দেখবে না[১৫১]। ভস্ম, হাড়, চুল, ভাঙ্গা পাত্র, জলে ভেজা স্থান মাড়াবে না[১৫২]।

আপস্তম্বধর্মসূত্রে বলা হয়েছে – বিবাহোত্তরকালে গার্হস্থ্য ব্রত পালন শুরু হয়[১৫৩]। অতিথি সমাগত হলে গৃহস্থ পূর্বে অতিথিগণের ভোজনের ব্যবস্থা করবে, তারপর বালক, বৃদ্ধ, রোগী এবং গর্ভবতী স্ত্রীকে ভোজন করাবে[১৫৪]। গৃহে ভোজ্যসামগ্রী না থাকলে গৃহস্থ অতিথিকে পরিচর্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে, কারণ সজ্জনের গৃহে ভূমি, উদক, তৃণ এবং কল্যাণী বাক – এগুলির অভাব হয় না[১৫৫]। কিংবা জল প্রদান করবে[১৫৬]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রেও অনুরূপ বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়[১৫৭]।

বৌধায়নধর্মসূত্রের গৃহস্থের কর্মবিধি ছাড়াও স্নাতকের পালনীয় কিছু বিধির সঙ্গে বৈখানসধর্মসূত্রের গার্হস্থ্য আশ্রমের বিধির কিছু মিল পাওয়া যায়। বৌধায়নধর্মসূত্রেও স্নাতক দেহের উর্দ্ধ ও অধোভাগে বস্ত্র ধারণ করবে, বৈণব দণ্ড ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করবে ও দ্বিযজ্ঞোপবীতী হবে। এছাড়াও

---

[১৫০] সূর্যমুদয়াস্তময়ে ন নিরীক্ষেৎ। ঐ, ২.৩.৬.১০

[১৫১] নৈকো অধ্বানং ব্রজেৎ। ঐ, ২.৩.৬.২১

[১৫২] ভস্মাস্থিরোমতুষকপালাপস্নানানি নাধিতিষ্ঠেৎ। ঐ, ২.৩.৬.১৬

[১৫৩] পাণিগ্রহণাদধি গৃহমেধিনোর্ব্রতম্। আ.ধ.সূ. ২.১.১.১

[১৫৪] অতিথীনেবাগ্রে ভোজয়েৎ। বালান্ বৃদ্ধান্ রোগসং বন্ধান্ স্ত্রীশ্চানত্ররবত্নীঃ। ঐ, ২.২.৪.১১-১২

[১৫৫] অভাবে ভূমিরুদকং তৃণানি কল্যাণী বাগিতি। এতানি বৈ সতোঽগারে ন ক্ষ্ময়ন্তে কদাচনেতি। ঐ, ২.২.৪.১৪

[১৫৬] অভাব উদকম্। ঐ, ২.৩.৮.৯

[১৫৭] শেষভোজ্যতিথীনাং স্যাৎ। হি.ধ.সূ. ২৭.১.১০৩

গোমধুপর্কার্হো বেদাধ্যায়ঃ সমুদেতঃ। ঐ, ২৭.১.১০৭

আচার্য ঋত্বিক্ স্নাতকঃ শ্বশুরো রাজা বা ধর্মযুক্তঃ। ঐ, ২৭.১.১০৮

অভাব উদকম্। ঐ, ২৭.১.১১১

অতিথিং নিরাকৃত্য যত্রগতে ভোজনে স্মরেত্ততো বিরম্যোপোষ্য শ্বোভূতে যথামনসং তর্পয়িত্বা সংসাধয়েৎ। ঐ, ২৭.১.১১৬

নেন্দ্রধনুরিতি পরস্মৈ প্রব্রূয়াৎ। ঐ, ২৬.৮.৩৪

স্নাতক ব্রহ্মচারীর পাগড়ি, অজিনের উত্তরীয়, জুতা ও ছাতা প্রভৃতি ধারণের বিধিও উপস্থাপিত হয়েছে[১৫৮]।

বৈখানসধর্মসূত্রে গৃহস্থ দুটি উপবীত, বাঁশ দণ্ড, কমণ্ডল(জলের পাত্র) ইত্যাদি উপকরণ ধারন করে[১৫৯], কিন্তু গৃহস্থের পাগড়ী, অজিনের উত্তরীয়, জুতা ও ছাতা প্রভৃতি উপকরণ গ্রহণের বিধির উল্লেখ বৈখানসধর্মসূত্রে নেই।

৩.২.৪. বানপ্রস্থ আশ্রম

বানপ্রস্থ আশ্রমের পালনীয় বিধি সমূহের একাধিক সাদৃশ্য উক্ত অন্যান্য ধর্মসূত্রগুলিতেও পাওয়া যায়। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, বৈখানসশাস্ত্রে প্রদত্ত বিধিসমূহ বানপ্রস্থ পালন করবে[১৬০]। বানপ্রস্থ ফল, মূল আহার করে কঠোর তপস্যার দ্বারা জীবন যাপন করবে[১৬১]। বৌধায়নধর্মসূত্রে বানপ্রস্থের ভেদ আলোচিত হয়েছে তবে তা বৈখানসধর্মসূত্রে আলোচিত বানপ্রস্থের ভেদ হতে অনেকটাই ভিন্ন। বৌধায়নধর্মসূত্রেও বানপ্রস্থের দুই প্রকার ভেদ স্বীকার করেছে[১৬২]। সেগুলি হল- পচমানক ও অপচমানক[১৬৩]। এই উভয় প্রকার বানপ্রস্থের আবার পাঁচটি করে ভেদ রয়েছে[১৬৪]। পচমানক

---

[১৫৮] অন্তর্বাস্যুত্তরীয়বান্। বৈণবং দণ্ডং ধারয়েৎ। সোদকং চ কমণ্ডলুম্। দ্বিযজ্ঞোপবীতী। উষ্ণীষমজিনমুত্তরীয়মুপানহৌ ছত্রং চৌপাসনং দর্শপূর্ণমাসৌ চ। বৌ.ধ.সূ. ১.৩.৫.২-৬

[১৫৯] বৈ.ধ.প্র. ৩.১.১

[১৬০] বানপ্রস্থো বৈখানসশাস্ত্রসমুদাচারঃ। বৌ.ধ.সূ. ২.৬.১১.১৪

[১৬১] বৈখানসো বনে মূলফলাশী তপঃশীলঃ
সবনেষূদকমুপস্পৃশঞ্ছ্রামণকেনাগ্নিমাধায়াগ্রাম্যভোজী দেবপিতৃভূতমনুষ্যর্ষি পূজকঃ সর্বাতিথিঃ প্রতিষিদ্ধবর্জং বৈষ্কমপ্যুপযুঞ্জীত। ঐ, ২.৬.১১.১৫

[১৬২] অথ বানপ্রস্থস্য দ্বৈবিধ্যম্। ঐ, ৩.৩.১

[১৬৩] পচমানকা অপচমানকাশ্চেতি। ঐ, ৩.১.২

[১৬৪] তত্র পচমানকা পঞ্চবিধাঃ সর্বারণ্যকা বৈতুষিকাঃ কন্দমূলভক্ষাঃ ফলভক্ষাঃ শাকভক্ষাশ্চেতি। ঐ, ৩.৩.৩
পঞ্চৈবা২পচমানকাঃ উন্মজ্জকাঃ প্রবৃত্তাশিনো মুখেনাদায়িনস্তোয়াহারা বায়ুভক্ষাশ্চেতি। ঐ, ৩.৩.৯

বানপ্রস্থের পাঁচটি ভেদ হল- সর্বারণ্যক, বৈতুষিক, কন্দমূলভক্ষক, ফলভক্ষক, শাকভক্ষ এবং অপচমানক বানপ্রস্থের পাঁচটি ভেদ হল- উন্মজ্জক, প্রবৃত্তাশী, মুখেনাদায়ী, তোয়াহার, বায়ুভক্ষক ইত্যাদি। আপস্তম্বধর্মসূত্রে বানপ্রস্থের কোন ভেদ প্রদর্শিত হয় নি। তবে বানপ্রস্থর বৃত্তিরূপে শিলোঞ্ছ বৃত্তির বিধান রয়েছে[১৬৫]। বৈখানসধর্মসূত্রে বানপ্রস্থ পত্নীক ও অপত্নীক ভেদে দুই প্রকার। পুনরায় পত্নীক চার প্রকার এবং অপত্নীক একত্রিশ প্রকার[১৬৬]।

৩.২.৫. ভিক্ষুক আশ্রম

বৌধায়নধর্মসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে – কারো কারো মতে, ব্রহ্মচর্য আশ্রম পালনের পর ব্রহ্মচারী সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করবে[১৬৭]। বিকল্পে শালীন, যাযাবর প্রভৃতি যারা নিঃসন্তান তারা[১৬৮] অথবা যারা বিপত্নীক তারা সন্তানদের স্ব স্ব কর্মে অধিষ্ঠিত করে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করতে পারে[১৬৯]। কারো কারো মতে, সত্তর বৎসর পূর্ণ হয়েছে এমন ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে[১৭০]। মতান্তরে বানপ্রস্থ আশ্রমের কর্মে বিরতি টেনেও কেউ সন্ন্যাস নিতে পারে[১৭১]। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের পর সন্ন্যাসী আত্মীয়-বন্ধু ত্যাগ করে অরণ্যে গমন করবে, মাথার চুল কেটে শিখা রাখবে এবং গুপ্ত অঙ্গ ঢাকার জন্য কৌপীন বস্ত্র পরিধান করবে, কষায় রংয়ের বস্ত্র ধারণ করবে[১৭২]। আপস্তম্বধর্মসূত্রে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালনকারীর সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান

---

[১৬৫] শিলোঞ্ছেন বর্তয়েৎ। আ.ধ.সূ. ২.৯.২২.১০

[১৬৬] বৈ.ধ.প্র. ১.৭.১-২, ১.৮.১

[১৬৭] সোঽত এব ব্রহ্মচর্যবান্প্রব্রজতীত্যেকেষাম্। বৌ.ধ.সূ. ২.১০.১৭.২

[১৬৮] অথ শালীনযাযাবরাণামনপত্যানাম্। ঐ, ২.১০.১৭.৩

[১৬৯] বিধুরো বা প্রজাঃ স্বধর্মে প্রতিষ্ঠাপ্য বা। ঐ, ২.১০.১৭.৪

[১৭০] সপ্ততয়া ঊর্ধং সন্নন্যাসমুপদিশন্তি। ঐ, ২.১০.১৭.৫

[১৭১] বানপ্রস্থস্য বা কর্মবিরামে। ঐ, ২.১০.১৭.৬

[১৭২] পরিব্রাজকঃ পরিত্যজ্য বন্ধূনপরিগ্রহঃ পরিব্রজেদ্যথাবিধি। অরণ্যং গত্বা। শিখামুণ্ডঃ। কৌপিনাচ্ছাদনঃ। ঐ, ২.৬.১১.১৬-১৯

কষায়বাসাঃ। ঐ, ২.৬.১১.২১

আছে[১৭৩]। এক্ষেত্রে কিছু বিধি প্রতিপাদিত হয়েছে যেমন, সন্ন্যাসী অন্যের ফেলে দেওয়া বস্ত্র পরিধান করবে[১৭৪]। অগ্নির ব্যবহার করবে না, সুখ পরিত্যাগ করবে, মৌনতা ধারণ করবে, জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রয়োজন মতো গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা করবে[১৭৫]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রেও আপস্তম্বধর্মসূত্রের তুল্য বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়[১৭৬]।

বৈখানসধর্মসূত্রে সন্ন্যাসীর চারটি ভেদ কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমংস ইত্যাদি[১৭৭]।

৩.২.৬. মিশ্রজাতি

বৌধায়নধর্মসূত্রে মিশ্রজাতির উৎপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু মিশ্রজাতির কর্মবিধি সম্বন্ধে একটিও সূত্র পাওয়া যায় না। আপস্তম্বধর্মসূত্রে ও হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে মিশ্রজাতির উৎপত্তি বা কর্মবিধির আলোচনার উল্লেখ নেই। বৈখানসধর্মসূত্রে চারবর্ণ ও চার আশ্রমের কর্তব্যকর্মের বিধি আলোচনা প্রসঙ্গেই চারবর্ণ হতে জাত মিশ্রজাতি ও তাদের জীবিকা উল্লিখিত হয়েছে[১৭৮]। বৌধায়নধর্মসূত্রে উপস্থাপিত মিশ্রজাতির সঙ্গে বৈখানসধর্মসূত্রে আলোচিত মিশ্রজাতির উৎপত্তির কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য পাওয়া যায়। প্রথমে উভয় ধর্মসূত্রে মিশ্রজাতির সাদৃশ্যগুলি উপস্থপন করা হল-

---

[১৭৩] অত এব ব্রহ্মচর্যবান্প্রব্রজতি। আ.ধ.সূ. ২.৯.২১.৮

[১৭৪] তস্য মুকতমাচ্ছাদনং বিহিতম্। ঐ, ২.৯.২১.১১

[১৭৫] অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদশ্ররমাশরণো মুনিঃ। স্বাধ্যায় এবোৎসৃজমানো বাচং গ্রামে প্রাণবৃত্তিং প্রতিলভ্যানিহোঽনমুত্রশ্চরেৎ। ঐ, ২.৯.২১.১০

[১৭৬] অত এব ব্রহ্মচর্যবান্প্রব্রজতি। অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদশ্ররমাশরণো মুনিঃ। স্বাধ্যায় এবোৎসৃজমানো বাচং গ্রামে প্রাণবৃত্তিং প্রতিলভ্যানিহোঽনমুত্রশ্চরেৎ।তস্য মুকতমাচ্ছাদনং বিহিতম্। হি.ধ.সূ. ২৭.৫.১১৭, ২৭.৫.১১৯-১২০

[১৭৭] বৈ.ধ.প্র. ১.৯.১

[১৭৮] ঐ, ৩.১১-৩.১৫

বৌধায়নধর্মসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে- ব্রাহ্মণ পুরুষ কর্তৃক ক্ষত্রিয়া জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ(সবর্ণ) হবে[১৭৯]। বৈখানসধর্মসূত্রে চারবর্ণ যদি স্ববর্ণের মধে বিবাহ করে তবে জাত সন্তান হবে *সবর্ণ*। কিংবা অব্যবহিত পরবর্তী বর্ণতে বিবাহ করলেও সন্তান সবর্ণ হবে, যেমন- ব্রাহ্মণ পুরুষের ঔরসে পরিণীতা ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর জাত সন্তান হবে সবর্ণ।

বৌধায়ন ধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণ পুরুষের ঔরসে বৈশ্য জাতীয়া নারীকে বিবাহ করলে জাত সন্তান হবে অম্বষ্ঠ[১৮০]। ক্ষত্রিয় পুরুষ কর্তৃক শূদ্রা জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তান হয় উগ্র[১৮১]। ক্ষত্রিয় পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তান হয় সূত[১৮২]। বৈশ্য পুরুষ ও ক্ষত্রিয়া জাতীয়া নারীকে বিবাহ করলে জাত সন্তান হয় আয়োগব[১৮৩]। শূদ্র পুরুষ ও ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীকে বিবাহ করলে জাত সন্তান হয় চণ্ডাল[১৮৪]। ব্রাহ্মণ পুরুষ শূদ্রা জাতীয়া নারীকে বিবাহ করলে জাত সন্তান হবে পারশব[১৮৫]। এই মিশ্রজাতিকে নিষাদ্ নামেও অভিহিত করা হয়[১৮৬]। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে নিষাদ্ ও পারশব হল দুটি পৃথক পৃথক মিশ্রজাতি। ব্রাহ্মণ পুরুষ কর্তৃক শূদ্রা জাতীয়া নারীর অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত হলে নিষাদ নামে অভিহিত করা হয়। বৌধায়নধর্মসূত্রে উপর্যুক্ত অন্যান্য মিশ্রজাতিগুলির উৎপত্তির যে বিধান প্রতিপাদিত হয়েছে তা বৈখানসধর্মসূত্রেও অনুরূপ ।

বৌধায়নধর্মসূত্রে কিছু মিশ্রজাতির আলোচনা আছে যা বৈখানসধর্মসূত্রে উপস্থাপিত মিশ্রজাতির সঙ্গে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন- বৌধায়নধর্মসূত্রে অম্বষ্ঠ পুরুষের ঔরসে পরিণীতা উগ্র জাতীয়া নারীর জাত

---

[১৭৯] ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণঃ। বৌ.ধ.সূ. ১.৯.১৭.৩

[১৮০] ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যায়াং অম্বষ্ঠঃ। ঐ, ১.৯.১৭.৩

[১৮১] ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রায়াং উগ্রঃ। ঐ, ১.৯.১৭.৫

[১৮২] ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাহ্মণ্যাং সূতঃ। ঐ, ১.৯.১৭.৮

[১৮৩] বৈশ্যাৎ ক্ষত্রিয়াং অয়োগবঃ। ঐ, ১.৯.১৭.৭

[১৮৪] শূদ্রাৎ ব্রাহ্মণ্যাং চণ্ডালঃ। ঐ, ১.৯.১৭.৭

[১৮৫] ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রায়াং নিষাদঃ, পারশব ইত্যেকে। ঐ, ১.৯.১৭.৩-৪

[১৮৬] ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রায়াং নিষাদঃ। ঐ, ১.৯.১৭.৩

সন্তান অনুলোম নামে অভিহিত হত[১৮৭]। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে ঊর্ধ জাতির সঙ্গে নিম্নজাতির বিবাহে জাত সন্তান অনুলোমজ সন্তান নামে অভিহিত হত। বৌধায়নধর্মসূত্রে ক্ষত্তৃ পুরুষের ঔরসে পরিণীতা বৈদেহকজাতীয়া নারীর বিবাহে জাত সন্তান প্রতিলোম নামে অভিহিত হত[১৮৮]। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে নিম্ন জাতীয় পুরুষ ঊর্ধ জাতীয়া নারীর সঙ্গে বিবাহে জাত সন্তান প্রতিলোমজ সন্তান নামে অভিহিত হত। বৌধায়নধর্মসূত্রে ক্ষত্রিয় পুরুষের ঔরসে পরিণীতা বৈশ্যা জাতীয়া নারীর জাত সন্তান ক্ষত্রিয় হয়[১৮৯]। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে ক্ষত্রিয় পুরুষ ও বৈশ্যা জাতীয়া নারীর জাত সন্তান হয় মদ্গু। বৌধায়নধর্মসূত্রে বৈশ্য পুরুষের ঔরসে পরিণীতা শূদ্রা জাতীয়া নারীর জাত সন্তান রথকার হয়[১৯০]। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে বৈশ্য পুরুষ ও শূদ্রা জাতীয়া নারীর জাত সন্তান চুচুক নামে অভিহিত হত এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ ও ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীর অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত সন্তান রথকার নামে অভিহিত হত। বৌধায়নধর্মসূত্রে শূদ্র পুরুষের ঔরসে পরিণীতা বৈশ্যা জাতীয়া নারীর জাত সন্তান হয় মাগধ নামে অভিহিত হত[১৯১]। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে বৈশ্য পুরুষের ঔরসে পরিণীতা ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীর জাত সন্তান মাগধ নামে অভিহিত হত। বৌধায়নধর্মসূত্রে বৈশ্য পুরুষের ঔরসে পরিণীতা ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারীর জাত সন্তান বৈদেহক নামে অভিহিত হত[১৯২]। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে শূদ্র পুরুষ ও বৈশ্যা জাতীয়া নারী হতে জাত সন্তান বৈদেহক। বৌধায়নধর্মসূত্রে নিষাদ্ পুরুষ ও বৈশ্যা জাতীয়া নারী হতে জাত সন্তান হয় পুল্কস[১৯৩]। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে শূদ্র পুরুষ ও ক্ষত্রিয়া জাতীয়া নারী হতে জাত সন্তান পুল্কস। অপরদিকে বৌধায়নধর্মসূত্রে শূদ্র

---

[১৮৭] তত্রাম্বষ্ঠোগ্রয়োঃ সংযোগে ভবত্যনুলোমঃ। ঐ, ১.৯.১৭.৯

[১৮৮] ক্ষত্তৃবৈদেহকয়োঃ প্রতিলোমঃ। ঐ, ১.৯.১৭.১০

[১৮৯] ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যায়াং ক্ষত্রিয়ঃ। ঐ, ১.৯.১৭.৪

[১৯০] বৈশ্যতঃ শূদ্রায়াং রথকারঃ। ঐ, ১.৯.১৭.৬

[১৯১] শূদ্রাদ্বৈশ্যায়াং মাগধঃ। ঐ, ১.৯.১৭.৭

[১৯২] বৈশ্যাৎ ব্রাহ্মণ্যাং বৈদেহকঃ। ঐ, ১.৯.১৭.৮

[১৯৩] নিষাদাৎ তৃতীয়ায়াং পুল্কসঃ। ঐ, ১.৮.১৬.১১

পুরুষ ও ক্ষত্রিয়া জাতীয়া নারী হতে জাত সন্তান হয় ক্ষাত্ত[১৯৪]। বৌধায়নধর্মসূত্রে উগ্র পুরুষ ও ক্ষাত্ত জাতীয়া নারী হতে জাত সন্তান হবে শ্বপাক[১৯৫]। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে চণ্ডাল পুরুষ ও ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারী হতে জাত সন্তান হবে শ্বপচ। বৌধায়নধর্মসূত্রে বৈদেহক পুরুষ এবং অম্বষ্ঠা জাতীয়া নারী হতে জাত সন্তান হবে বৈণ[১৯৬]। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে মদ্গু পুরুষ এবং ব্রাহ্মণী জাতীয়া নারী হতে জাত সন্তান বেণুক।

মিশ্রজাতির এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যতীত বহুবিধ মিশ্রজাতির উল্লেখ বৈখানসধর্মসূত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, যেমন- অনুলোম-প্রতিলোম অনুসারে জাত মিশ্রজাতি, অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত মিশ্রজাতি, অশুদ্ধ সন্তানের পৃথক মিশ্রজাতিরূপে উল্লেখ বৈখানসধর্মসূত্রে রয়েছে। নানাবিধ মিশ্রজাতির আলোচনা প্রসঙ্গেই বৈখানসধর্মসূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে মিশ্রজাতির জীবিকা প্রসঙ্গ। মিশ্রজাতির জীবিকা নির্বাহের কর্মগুলির বিধি চারবর্ণ ও চার আশ্রমের কর্তব্যকর্মের বিধিগুলির ন্যায় অবশ্য পালনীয় ছিল। বিখানস তাঁর বৈখানসধর্মসূত্রের অন্তিম সূত্রে মিশ্রজাতির উৎপত্তিকে নিষেধ করেছেন। তাঁর মতে- প্রতিটি বর্ণ সবর্ণের জাতিতে বিবাহ করবে এবং সন্তানের জন্ম দেবে[১৯৭]।

তৈত্তিরীয়শাখান্তর্গত অপরাপর ধর্মসূত্রগুলির আলোচিত বিষয়সমূহের সঙ্গে বৈখানসধর্মসূত্রের আলোচিত বিষয়সমূহের নানান ভিন্নতা দেখা যায়। বৈখানসধর্মসূত্রের আলোচিত বিষয়সমূহ তৈত্তিরীয়শাখান্তর্গত অন্যান্য ধর্মসূত্রগুলি তুলনায় অনেকটাই কম। এই ধর্মসূত্রে বিবাহসংক্রান্ত বিধি, ব্যবহারাদি বিষয়ের বিধি, প্রায়শ্চিত্ত বিধি, রাজার কর্তব্য কর্মের বিধি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত হয়নি।

---

[১৯৪] শূদ্রাৎ ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্তা। ঐ, ১.৯.১৭.৭

[১৯৫] উগ্রাজ্জাতঃ ক্ষৎত্র্যাং শ্বপাকঃ। ঐ, ১.৯.১৭.১১

[১৯৬] বৈদেহকাত্ অম্বষ্ঠায়াং বৈণঃ। ঐ, ১.১৭.১২

[১৯৭] ততো ব্রাহ্মণাদ্যাঃ সবর্ণায়াং বিধিবৎ পুত্রমুৎপাদয়েয়ুরিতি বিখনাঃ। বৈ.ধ.প্র. ৩.১৫.১৪

উপসংহার

সমগ্র আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে বৈখানসধর্মসূত্রের আলোচ্য বিষয় এবং তার উপস্থাপনা তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত অপরাপর ধর্মসূত্র থেকে তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করেছে। অন্যান্য ধর্মসূত্রের তুলনায় আকারে ছোট হলেও বা বিষয়বৈচিত্র্য তত না থাকলেও এই ধর্মসূত্রে এমন কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা অন্যত্র নেই।

বৈখানসধর্মসূত্রে অন্যান্য ধর্মসূত্রের ন্যায় চতুর্বর্ণের পৃথক পৃথক কর্মবিধির উল্লেখ আছে। বৈশ্যের বৃত্তির আলোচনায় হস্তশিল্প প্রভৃতি কারুকার্যের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়, যা তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত অন্যান্য ধর্মসূত্রগুলিতে লক্ষ্য করা যায় না। শূদ্রের কর্ম বিষয়ে তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত অন্যান্য ধর্মসূত্র অপেক্ষা বৈখানসধর্মসূত্রে কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় এবং তদানীন্তন সমাজে বৃত্তি বণ্টনের প্রশ্নে অবর বর্ণের প্রতি কিছুটা হলেও উদারতা ছিল। বৌধায়নধর্মসূত্রে, আপস্তম্বধর্মসূত্রে ও হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে শূদ্রের বৃত্তি শুধুই দ্বিজাতি বর্ণের সেবা-শুশ্রূষা বিহিত হয়েছে, কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে দ্বিজাতির সেবা-শুশ্রূষা ছাড়াও কৃষিকাজের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মসূত্রানুসারে বৈশ্য বর্ণ বাণিজ্য ও পশু ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। এর থেকে মনে করা যেতে পারে বৈখানসধর্মসূত্র যেহেতু অনেকটাই পরবর্তীকালীন কাজেই এই ধর্মসূত্রের রচনাকালে সমাজে বৈশ্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটায় তারা কৃষিকাজের মতো কষ্টসাধ্য কর্ম থেকে সরে আসে, যা শূদ্রদের জীবিকা নির্বাহের অতিরিক্ত উপায় হয়ে ওঠে।

বৈখানসধর্মসূত্রে ব্রহ্মচারীর চারটি ভেদ উপস্থাপিত হয়েছে - গায়ত্র ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্ম ব্রহ্মচারী, প্রাজাপত্য ব্রহ্মচারী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। কিন্তু তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত অন্যান্য ধর্মসূত্রগুলিতে ব্রহ্মচারীর এই ভেদ প্রদর্শিত হয়নি। খাদ্যবস্তু ও খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত অন্যান্য ধর্মসূত্রগুলিতে মাছ, মাংস, দুই খুর বিশিষ্ট প্রাণী, পাখির মাংস, গরুর মাংস

প্রভৃত খাওয়ার বিধান রয়েছে সেখানে বৈখানসধর্মসূত্রে নিরামিষ ভোজনের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে - মুনিগণের কাছে সমস্ত মাংস গোমাংস তুল্য। মশলা জাতীয় খাবারও নিষিদ্ধ। উপরন্তু বানপ্রস্থী ফল-মূল আহার করে কঠোর তপস্যা করবেন - এমন বিধান দেওয়া হয়েছে।

বৈখানসধর্মসূত্রে বানপ্রস্থী পত্নীক ও অপত্নীক ভেদে দুই প্রকার। পুনরায় পত্নীক চার প্রকার এবং অপত্নীক একত্রিশ প্রকার। অপরদিকে বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও পচমানক ও অপচমানক ভেদে বানপ্রস্থের দুটি প্রকার স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে। পচমানক ও অপচমানক এই দুই প্রকারের পুনরায় পাঁচটি করে ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। পচমানকের পাঁচটি ভেদ হল - সর্বারণ্যক, বৈতুষিক, কন্দমূলভক্ষক, ফলভক্ষক, শাকভক্ষক এবং অপচমানকের পাঁচটি ভেদ হল- উন্মজ্জক, প্রবৃত্তাশী, মুখেনাদায়ী, তোয়াহার, বায়ুভক্ষক ইত্যাদি। কিন্তু আপস্তম্ব বা হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রে এই ভেদ প্রদর্শিত হয়নি।

বৈখানসধর্মসূত্রে চার বর্ণ ও চার আশ্রমের কর্তব্যকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গেই চারবর্ণ হতে জাত মিশ্রজাতির উল্লেখ এবং তার বৃত্তি আলোচিত হয়েছে। বৌধায়নধর্মসূত্রেও মিশ্রজাতির উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তাদের জীবিকা সম্বন্ধে একটিও সূত্র পাওয়া যায় না। অন্যদিকে আপস্তম্বধর্মসূত্র ও হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রে মিশ্রজাতির উৎপত্তি বা জীবিকার কোনও আলোচনা নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, বৈখানসধর্মসূত্রে অনুলোম-প্রতিলোম অনুসারে জাত মিশ্রজাতি, অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত মিশ্রজাতি ইত্যাদির উল্লেখ আছে। নানাবিধ মিশ্রজাতির আলোচনা প্রসঙ্গেই বৈখানসধর্মসূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে মিশ্রজাতির জীবিকা-প্রসঙ্গ। মিশ্রজাতির ভিন্ন ধরণের জীবিকা সম্পর্কিত আলোচনা বৈখানসধর্মসূত্রের মৌলিক সংযোজন বলা যায়।

এছাড়াও বৈখানসধর্মসূত্রে বর্ণ ও আশ্রমের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে শ্রৌতসূত্রের বর্ণনীয় যাগযজ্ঞিয় ক্রিয়াকলাপ এবং শুল্বসূত্রের আলোচ্য যজ্ঞবেদির পরিমাপ ও গঠন পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

এছাড়াও নারায়ণ দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণন, নারায়ণ দেবতার প্রতি বলিপ্রদান, চতুর্বর্ণের মোক্ষলাভের উপায়, বানপ্রস্থধর্মের প্রশংসা ইত্যাদি বৈখানসধর্মসূত্রকে অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করেছে।

- **শ্রৌতসূত্রীয় বিধি-**

বৈখানসধর্মসূত্রে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ কালে গৃহস্থ-কে কিছু আনুষ্ঠানিক কর্ম করার বিধান দেওয়া হয়েছে, যা শ্রৌতসূত্রীয় ক্রিয়াকলাপের অনুরূপ; যেমন- দর্শপূর্ণমাস যাগের বিধানানুসারে দর্ভ ঘাস ও হোমের কাঠ, বাঁশ, উপবীত, কমণ্ডল, বল্কল প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করার বিধান আছে। প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করার পর অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করে মন্থনের দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলন করার বিধান আছে। এখানে শ্রামণক অগ্নিতেই দেবগণের প্রতি ঘৃতাহুতি দেওয়ার বিধান প্রতিপাদিত হয়েছে। ব্রাহ্ম, বিষ্ণু ও বরুণের প্রতি আহুতি প্রদান কালে ব্যাহৃতির পাঠ করতে হবে। দেবগণের প্রতি আহুতি দেওয়ার শেষে পাঁচটি প্রায়শ্চিত্ত যাগের বিধান লক্ষ্য করা যায়।

সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণকালেও অনুরূপ শ্রৌতসূত্রবিহিত যাগযজ্ঞীয় ক্রিয়াকলাপের বিধান দেওয়া হয়েছে, যেমন- প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রহণ করার বিধি, অগ্নিহোত্র যাগ ও বৈশ্বদেব যাগ, বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশ্যে দ্বাদশকপালে পুরোডাশ আহুতি প্রদানের বিধি, গার্হ্যপত্য অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার বিধি এবং আহবনীয় অগ্নি স্থাপন করে ঘৃতাহুতি দেওয়ার বিধি এবং পুরুষসূক্ত পাঠ করে অগ্নি-সোম-ধ্রুব-ধ্রুবকরণ-পরমাত্মা-নারায়ণ প্রমুখ দেবগণের উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি প্রদান করার বিধি, দেবতাগণের প্রতি ঘৃতাহুতি দেওয়ার শেষে *স্বাহা* উচ্চারণ করার বিধি এবং অনুরূপ চারবার ঘৃতাহুতি দেওয়ার পর অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে *ওং স্বাহা*– পাঠ করার বিধি, এছাড়াও অগ্নিহোত্রে ব্যবহৃত হাতা আহ্বনীয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করার বিধি ইত্যাদি যাগযজ্ঞীয় ক্রিয়াকলাপের বিধান বৈখানসধর্মসূত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে।

- **নারায়ণের মাহাত্ম্য-**

ভগবান নারায়ণ সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর পরিপূর্ণতার কারণ। নারায়ন দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করলে পাপের নাশ হয়। তাই সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে দাহকার্য্য প্রভৃতি শ্রাদ্ধকর্মের পূর্বে নারায়ণ দেবতার উদ্দেশ্যে বলি প্রদানের বিধান বৈখানসধর্মসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে। সন্ন্যাসীর আকস্মিক মৃত্যু বা গুরুতর অপরাধের পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সন্ন্যাসীর পুত্রকে নারায়ণের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করতে হবে। সন্ন্যাসীর অন্তিম সংস্কারে তার পুত্র যদি শুদ্ধিকরণ, তর্পণাদি কর্ম, পিণ্ডদান, একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ অথবা অন্যান্য শ্রাদ্ধ পালন করতে না চায় তবে কেবল নারায়ণের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করতে হবে। অপঘাতে মৃত্য ছাড়াও অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা করলে অথবা গলায় দড়ি বা জলেডুবে মারা গেলে এবং যার জন্য শশ্মানে দাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নারায়ণের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান বিহিত হয়েছে।

- **শুল্বসূত্রীয় বিধি**

বৈখানসধর্মসূত্রে প্রথম প্রশ্নের ষষ্ট খণ্ডে গৃহস্থীর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণকালে শ্রামণক অগ্নিকুণ্ড স্থাপনে বেদির গঠনপদ্ধতির আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে; যা শুল্বসূত্রীয় বিধির অনুরূপ[১]।

শ্রামণক অগ্নিকুণ্ড তিনটি বেদি সম্মন্বিত। শ্রামণক অগ্নি কুণ্ডের চারিদিকের প্রতিটা দিক বত্রিশ আঙ্গুল দীর্ঘ হবে এবং চার আঙ্গুল প্রশস্ত হবে। মধ্যবেদি চতুর্দিকে পাঁচ আঙ্গুল প্রশস্ত ও চার আঙ্গুল উচ্চতাযুক্ত হবে। তৃতীয় বেদি পূর্বের বেদির ন্যায় পাঁচ আঙ্গুল প্রশস্ত ও চার আঙ্গুল উচ্চতাযুক্ত হবে। বেদির মাঝখানে বারো আঙ্গুল প্রশস্তযুক্ত গহ্বর থাকবে। এরূপ তৈরি হয় তিনটি বেদিযুক্ত শ্রামণক অগ্নিকুণ্ড।

---

[১] শ্রামণকাগ্নেশ্চোর্ধ্ববেদির্দ্বাত্রিংশদঙ্গুলায়তা চতুরঙ্গুলবিস্তারোন্নতা মধ্যমা তৎপরিগতা পঞ্চাঙ্গুলবিস্তরা চতুরঙ্গুলোৎসেধাধস্তাদূর্ধ্ববেদিবিস্তারোন্নতা তৃতীয়াবেদির্দ্বাদশাঙ্গুলং মধ্যে নিম্নং ত্রিবেদিসহিতং কুণ্ডং কৃত্বাধায় বনস্থো নিত্যমৌপাসনবৎ সায়ংপ্রাতরাহুতীর্হুত্বা মহাব্যাহৃতিভিঃ শ্রামণকাগ্নি জুহুয়াৎ। বৈ.ধ.প্র. ১.৬.৫

বানপ্রস্থিক এই কুণ্ডে শ্রামণক অগ্নি স্থাপন করে এবং নিত্য উপাসনা ও সকাল-সন্ধ্যায় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে।

• চতুরাশ্রমের মোক্ষলাভ

মোক্ষলাভের দ্বারাই মানবজীবনের চিরন্তন মুক্তি ঘটে। সেই কোন প্রাচীন কাল থেকে বার্ধক্য-জরা-মৃত্যুর ভয়ানক যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের অভীপ্সা মানুষ করে আসছে! বেদনাদায়ক লৌকিক জীবন থেকে মুক্তিলাভের উপায় পরম ব্রহ্মের সাথে মিলিত হওয়া। নানা মুনি-ঋষি প্রাচীন কাল হতেই মোক্ষলাভের নানা পথ প্রদর্শন করে আসছেন। কারও মতে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় মোক্ষলাভ সম্ভব, আবার কোনও মুনি-ঋষি মনে করেন, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় মোক্ষলাভ সম্ভব। সগুণ ব্রহ্ম বলতে বোঝায় পরমাত্মার সেই রূপ যা সত্ব, রজঃ, তম গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ সাকার দেবতার মূর্তি বা চিত্রকে স্মরণ করে পূজা করা বা ধ্যান করা। নির্গুণ ব্রহ্ম হল নিরাকার। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা খুবই কষ্টসাধ্য। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- সগুণ এবং নির্গুণ উভয় উপাসনাতেই পরমাত্মা প্রাপ্তি সম্ভব। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অপেক্ষা কষ্টসাধ্য। মোক্ষার্থীগণের জন্য সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেয়ঃ[২]।

• বানপ্রস্থ আশ্রমের প্রশংসা

গৌতমধর্মসূত্রে উক্ত হয়েছে, যিনি বনে ফলমূল আহার করে দীর্ঘ তপস্যা করেন এবং শ্রামণক অগ্নি স্থাপন করে আহুতি প্রদান করেন তিনি বানপ্রস্থ[৩]। বৌধায়নধর্মসূত্রেও অনুরূপ কথন লক্ষ্য করা যায়[৪]। এছাড়াও

---

[২] ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ১২.২

[৩] বৈখানসো বনে মূলফলাশী তপঃশীলঃ। শ্রামণকেনাগ্নিমাধায়। গৌ.ধ.সূ. ৩.২৬-২৭

[৪] বৈখানসো বনে মূলফলাশী তপঃশীলঃ সবনেষুদকমুপস্পৃশং চ
শ্রামণকেনাগ্নিমাধায়াগ্রাম্যভোজী দেবপিতৃভূতমনুষ্যঋষিপূজকঃ সর্বাতিথিঃ প্রতিষিদ্ধবর্জং

বৌধায়নধর্মসূত্রে বানপ্রস্থের নিয়মাদি বিষয়ে বৈখানস ধর্মসূত্রের বিধিকে অনুসরণ করার কথা উল্লিখিত হয়েছে[৫]। আপস্তম্বধর্মসূত্রমতে, যিনি অগ্নি পরিচর্যা করেন এবং অরণ্যে মুনির ন্যায় মৌনভাবে বসবাস করেন তিনি বানপ্রস্থ[৬]। বসিষ্ঠধর্মসূত্রে বানপ্রস্থ হলেন তিনি, যিনি জটাধারী হবেন, বল্কল বা চর্মবস্ত্র পরিধান করেন এবং অরণ্যে কঠোর জীবন যাপন করেন[৭]। মনুর মতে- গৃহস্থ আশ্রমে থাকাকালীন যখন গৃহীর শরীরে চর্মের শিথিলতা, চুলের পক্কতা, পৌত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে দেখবে তখন বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণের সময় হয়েছে জেনে গৃহ ত্যাগ করে বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করবে[৮]। হিরণ্যকেশীধর্মসূত্রানুসারে যে বনে গমন করে এবং পুনরায় গ্রামে প্রবেশ করে না, একাগ্নির স্থাপন করে, অজিন-বল্কলাদি পরিধান করে, মূল-ফল আহার করে জীবন অতিবাহিত করে সে বানপ্রস্থ[৯]। বৈখানস মতে- বানপ্রস্থী ফল-মূল-পুষ্প-পত্র প্রভৃতি ভোজন করে সংকীর্ণ জীবন-যাপন করবে এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা পরমজ্ঞান লাভের জন্য বিশিষ্ট আচরণ করবে[১০]। উক্ত সমস্ত ধর্মসূত্রে ও মনুসংহিতায় বানপ্রস্থ-বিষয়ে প্রায় অভিন্ন মত প্রতিপাদিত

ভৈক্ষমপ্যুপযুঞ্জীত ন ফলাকৃষ্টমধিতিষ্টেৎ। গ্রামং চ ন প্রবিশেৎ। জটিলশ্চীরাজিনবাসা নাতিসংবৎসরং ভুঞ্জীত। বৌ.ধ.সূ. ২.১১.১৫

[৫] বানপ্রস্থো বৈখানসশাস্ত্রসমুদাচারঃ। ঐ, ২.১১.১৪

[৬] তস্যোপদিশন্তেকাগ্নিরনিকেতঃ স্যাদশর্মাশরণো মুনিঃ স্বাধ্যায় এবোৎমৃজমানো বাচম্। আ.ধ.সূ. ২.২১.২০-২১

[৭] বানপ্রস্থো জটীলশ্চীরাজিনবাসা। গ্রামং চ ন প্রবিশেৎ। ন ফালকৃষ্টমধিতিষ্টেৎ। অকৃষ্টং মূলফলভৈক্ষেণশ্রমাগতমতিথিমভ্যর্চয়েৎ। দদ্যাদেব ন প্রিতিগৃহ্ণীয়াৎ।
ত্রিষবণমুদকোপস্পর্শী। শ্রামণকেনাগ্নিমাধায়াহিতাগ্নিঃ। ব.ধ.সূ. ৯.১-১০

[৮] গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ। অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।। মনু. ৬.২

[৯] একাগ্নিরনিকেতঃ স্যাদশর্মা২শরণো মুনিঃ স্বাধ্যায় উৎসৃজ্যমানো বাচম্।
তস্যা২২রণ্যাচ্ছাদনং বিহিতম্। ততো মূলৈঃ ফলৈঃ পত্রৈস্তৃনৈরিতি বর্তয়ংশ্চরৎ। হি.ধ.সূ. ২৭.৫.১৩০-১৩২

[১০] মূলৈঃ ফলৈঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈর্বা তত্তৎকালেন পক্কৈঃ স্বয়মেব সংশীর্ণঃ প্রাণং প্রবর্তয়ন্তত্তরে২পি অধিকং তপসংযোগং ফলাদ্ বিশিষ্টমাচরেৎ। বৈ.ধ.প্র. ২.৫.৫

হয়েছে। কিন্তু বৈখানসধর্মসূত্রে বর্ণিত বানপ্রস্থের ধর্ম বা কর্তব্যকর্মের নিয়মবিধি উক্ত শাস্ত্রগুলি থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

এছাড়াও বৈখানসধর্মসূত্রে যোগ মার্গের দ্বারা ঐশ্বর্য্যসিদ্ধির বিধান উল্লিখিত হয়েছে। নিবৃত্তিনিষ্কাম ভেদের আলোচনায় যোগির অষ্টাঙ্গ যোগচর্চার বিধান পরিলক্ষিত হয়[১১]। সবর্ণ নামক অনুলোম জাতি আয়ুর্বেদে পারদর্শী হবে এবং অভিষিক্ত জাতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ ও ভূততন্ত্র নামক গ্রন্থ পাঠ করবে[১২]। বৈখানসধর্মসূত্রে সন্ন্যাস ও ক্ষত্রিয়-কে শ্রামণক অগ্নি চয়নের অধিকার প্রদান করেছে[১৩]। উপর্যুক্ত বিষয়গুলির উপস্থাপনা এই ধর্মসূত্রকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে।

---

[১১] যে বিমার্গগাস্তে নিয়মযমাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়শ্চেত্যষ্টাঙ্গান্ কল্পয়ন্তো অন্যথা কুর্বন্তি। ঐ, ১.১০.৯

[১২] অভিষিক্তশ্চেন্নৃপো ভূয়াদ্, অষ্টাঙ্গমায়ুর্বেদং ভূততন্ত্রং বা স পঠেৎ। ঐ, ৩.১২.৭

[১৩] তপসাং শ্রামকমেতন্মূলং, তস্মাদেতদ্বিধানমেনমগ্নিং চ শ্রামণকমিত্যাহ বিখনাঃ। ঐ, ২.৫.৯

ক্ষত্রিয়স্যাদ্যাস্ত্রয়ঃ। ঐ, ১.১.১১

অথ বানপ্রস্থস্য শ্রামণকম্। ঐ, ২.১.১

পরিশিষ্ট-১

- **মিশ্রজাতি**

বৈখানসধর্মসূত্র	জীবিকা	বৌধায়নধর্মসূত্র
১। ঊর্ধাজাতাদধোজাতায়াং জাতো **অনুলোমঃ।** ৩/১১/২)		
২। অধরোত্পন্নাদুর্ধজাতায়াং জাতঃ **প্রতিলোমঃ।** (৩/১১/২)		ক্ষত্তৃবৈদেহকয়োঃ **প্রতিলোমঃ।** (১/১৭/১০)
৩। অনুলোমাদনুলোম্যাং জাতো **অন্তরালঃ।** (৩/১১/২)		
৪। প্রতিলোমাৎ প্রতিলোম্যাং জাতো **ব্রাত্যো।** (৩/১১/২)		
৫। বিধিহীনমন্যপূর্বায়াং মৃতভর্তৃকায়াং **গোলকো,** জীবভর্তৃকায়াং **কুণ্ডশ্চ।** (৩/১১/৪)		
৬। গূঢ়োৎপন্নো অশুদ্ধ **ভোজাখ্যা** অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নারী ও ক্ষত্রিয় পুরুষ বিধিহীনভাবে গোপনে সন্তান জন্ম দিলে-(৩/১১/৬)	নৈবাভিষেচ্যঃ পট্টবন্ধো রাজ্ঞঃ সৈনাপত্যং করোতি	
৭। শূদ্রাশূদ্রায়াং ন্যায়েন শূদ্রঃ শুদ্ধঃ। (৩/১২/১)		
৮। জারাৎ **মালবকো** অর্থাৎ শূদ্র প্রেমিক ও শূদ্র নারী হতে জাত সন্তান (৩/১২/২)	নিন্দিতশূদ্রাদশ্বপালো অশ্বতৃণহারী চ ।	

৯। তেষামেব সংকরেণোৎপন্নাঃ সর্বে **অনুলোমা**দ্যাঃ চারটি বর্ণের ভ্রম হতে জাত সন্তান অনুলোম (৩/১২/৩)		অম্বষ্ঠোগ্রয়োঃ সংযোগে ভবত্যনুলোমঃ (১/১৭/৯)
১০। ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়কন্যায়াং জাতঃ **সবর্ণঃ।** অনুলোমের প্রধান হল সবর্ণ (৩/১২/৪)	অথর্বণং কর্মাশ্চহস্তিরথসংবাহনমারোহণং রাজ্ঞঃ সৈনাপত্যং চায়ুর্বেদকৃত্যং বা (৩/১২/৫)	সবর্ণান্তরেষু **সবর্ণাঃ** (১/১৬/৬), সবর্ণাসু **সবর্ণাঃ** (১/১৭/২), ব্রাহ্মণাত্ ক্ষত্রিয়ায়াং **ব্রাহ্মণঃ।** (১/১৭/৩)
১১। গূঢ়োৎপন্নো **অভিষিক্তা**খ্যঃ। (৩/১২/৬)	নৃপো ভূয়াত্, অষ্টাঙ্গমায়ুর্বেদং ভূততন্ত্র বা স পঠেত্ (৩/১২/৭), জ্যোতির্গণনাদিকাধিকাবৃত্তির্বা (৩/১২/৮)	
১২। বিপ্রদ্বৈশ্যায়াং **অম্বষ্ঠঃ** (৩/১২/১০)	কক্ষ্যাজীবাগ্নেয় নর্তকো ধ্বজবিশ্রাবী শল্যচিকিত্সী (৩/১২/১০)	ব্রাহ্মণাত্ বৈশ্যায়াং **অম্বষ্ঠঃ।** (১/১৭/৩)
১৩। জরাৎ **কুম্ভকারঃ** অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রেমিক ও বৈশ্য নারীর জাত সন্তান (৩/১২/১১)	কুলালবৃত্তির্নাপিতো নাভেরূর্ধবপ্তা চ ।	
১৪। ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যায়াং **মদ্গুঃ** (৩/১২/১২)	বৈশ্যবৃত্তি করবে, যদি গোপন ভাবে হয় তবে ঘোড়ার ক্রয়-বিক্রয় ও পরিচর্চা করবে।	ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যায়াং **ক্ষত্রিয়ঃ।** (১/১৭/৪)
১৫। বিপ্রাচ্ছূদ্রায়াং **পারশবঃ।** (৩/১৩/১)	ভদ্রকালীপূজা মাত্রকর্মাঙ্গবিদ্যাতূর্যঘোষণমর্দন বৃত্তিঃ (৩/১৩/১)	ব্রাহ্মণাত্ শূদ্রায়াং **নিষাদঃ।** (১/১৭/৩) কেউ কেউ **'পারশব'** বলে থাকেন ।
১৬। জারোৎপন্নো **নিষাদঃ** অর্থাৎ প্রেমিক ব্রাহ্মণ ও শূদ্র নারীর সন্তান। (৩/১৩/২)	ব্যালাদিমৃগহিংসাকারী ।	ব্রাহ্মণাত্ শূদ্রায়াং **নিষাদঃ।** (১/১৭/৩) কেউ কেউ **'পারশব'** বলে থাকেন ।

১৭। রাজন্যতঃ শূদ্রায়াং **উগ্রঃ।** (৩/১৩/৩)	সুদণ্ড্যদণ্ডনকৃত্যঃ ।	ক্ষত্রিয়াত্ শূদ্রায়াং **উগ্রঃ।** (১/১৭/৫)
১৮। জারাৎ **শূলিকঃ** (৩/১৩/৪)	শূলারোহণাদিযাত্নাকৃত্যঃ ।	
১৯। বৈশ্যতঃ শূদ্রায়াং **চুচুকঃ** (৩/১৩/৫)	ক্রমুকতাম্বূলশাককাষ্ঠাদিক্রয়বিক্রয়ী	বৈশ্যতঃ শূদ্রায়াং **রথকারঃ।** (১/১৭/৬)
২০। গূঢ়াৎ **কটকারঃ কটকারী** চ' অর্থাৎ বৈশ্য প্রেমিক ও শূদ্র নারীর গোপনে জাত সন্তান (৩/১৩/৬)		
২১। অনুলোমাদনুলোম্যাং জাতঃ **অনুলোম।** (৩/১৩/৭)	পিতা ও মাতার বৃত্তি গ্রহণ করে ।	
২২। ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং মন্ত্রবজ্জাতঃ **সূতঃ।** (৩/১৩/৮)	ধর্মানুবোধনং রাজ্ঞো অন্নসংস্কারশ্চ	ক্ষত্রিয়াত্ ব্রাহ্মণ্যাং **সূতঃ।** (১/১৭/৮)
২৩। জারেণ মন্ত্রহীনজো **রথকরঃ'** অর্থাৎ ক্ষত্রিয় প্রেমিক ও ব্রাহ্মণ নারীর অবৈবাহিক সম্বন্ধে জাত সন্তান। (৩/১৩/১০)	শূদ্রকৃত্যো অশ্বানাং পোষণাদিপরিচর্যাজীবী ।	বৈশ্যতঃ শূদ্রায়াং **রথকারঃ** (১/১৭/৬)
২৪। বৈশ্যাদ্ ব্রাহ্মণাং **মাগধঃ।** (৩/১৩/১১)	প্রশংসাকীর্তনগানপ্রেষণবৃত্তিঃ।	বৈশ্যাৎ ব্রাহ্মণ্যাং **বৈদেহকঃ।** (১/১৭/৮)
২৫। গূঢ়াৎ **চক্রী** অর্থাৎ বৈশ্য প্রেমিক ও ব্রাহ্মণ নারীর সন্তান (৩/১৩/১২)	লবণতৈল্বিক্রেতা স্যাৎ ।	
২৬। বৈশ্যান্নৃপায়াং **আয়োগবঃ।** (৩/১৪/১)	তন্তুবায়ঃ পদকর্তা বস্ত্রকাংস্যোপজীবী ।	বৈশ্যাৎ ক্ষত্রিয়াং **অয়োগবঃ।** (১/১৭/৭)

২৭। গূঢ়াচারাৎ **পুলিন্দঃ'** অর্থাত্ বৈশ্য পুরুষ ও ক্ষত্রিয় নারীর গোপন সন্তান (৩/১৪/২)	অরণ্যবৃত্তিঃ দুষ্টমৃগঘাতী ।	
২৮। শূদ্রাৎ ক্ষত্রিয়াং **পুল্কসঃ।** (৩/১৪/৩)	কৃতকাং বার্ম্কাং বা সুরাং হৃত্বা পাচকো বিক্রীয়াতি ।	শূদ্রাৎ ক্ষত্রিয়াং **ক্ষত্তা।** (১/১৭/৭), নিষাদাৎ (তৃতীয়াং) বৈশ্যায়াং **পুল্কসঃ**(১/১৬/১১) , নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং **পুল্কসঃ।** (১/১৭/১৩)
২৯। শূদ্রাদ্বৈশ্যায়াং **বৈদেহকঃ।** (৩/১৪/৫)	বন্যবৃত্তিরজামহিষীগোপালঃ তদ্রসান্‌বিক্রয়ী ।	শূদ্রাদ্বৈশ্যায়াং **মাগধঃ।** (১/১৭/৭), বৈশ্যাৎ ব্রাহ্মণ্যাং **বৈদেহকঃ।** (১/১৭/৮)
৩০। চৌর্যাৎ **চত্রিকঃ'** অর্থাৎ শূদ্র পুরুষ ও বৈশ্য নারীর গোপন সন্তান (৩/১৪/৬)	লনণতৈলপিণ্যাকজীবী ।	
৩১। শূদ্রাৎ ব্রাহ্মণ্যাং **চণ্ডালঃ।** (৩/১৪/৭)	মলান্যপকৃষ্য বহিরপোহয়তি ।	শূদ্রাৎ ব্রাহ্মণ্যাং **চণ্ডালঃ।** (১/১৭/৭)
৩২। চূচুকাৎ বিপ্রায়াং **তক্ষকঃ।** (৩/১৪/১০)	দারুকারঃ সুবর্ণকারো অয়স্কারঃ কাংস্যকারো বা ।	
৩৩। চূচুকাৎ ক্ষত্রিয়াং **মৎসবন্ধুঃ।** (৩/১৪/১১)	মত্সবন্ধী	
৩৪। চূচুকাৎ বৈশ্যায়াং **সামুদ্রঃ।** (৩/১৪/১২)	সমুদ্রপণ্যজীবী মত্সঘাতী চ ।	
৩৫। অম্বষ্ঠাৎ বিপ্রায়াং **নাবিকঃ।** (৩/১৫/১)	সমুদ্রপণ্যমৎসজীবী সমুদ্রলঙ্ঘনান্নাবং প্লাবয়তি ।	
৩৬। অম্বষ্ঠাৎ ক্ষত্রিয়াং **অধোনাপিতঃ।** (৩/১৫/২)	নাভেরধোরোমবপ্তা ।	

৩৭। মদ্গোর্বিপ্রায়াং **বেণুকঃ।** (৩/১৫/৩)	বেণুবীণাবাদী ।	উগ্রাত্ দ্বিতীয়ায়াং(ক্ষত্রিয়ায়াং) **বৈণঃ।** (১/১৬/১০), বৈদেহকাত্ অম্বষ্ঠায়াং **বৈণঃ।** (১/১৭/১২)
৩৮। মদ্গোঃ ক্ষত্রিয়াং **কর্মকারঃ।** (৩/১৫/৪)	কর্মকারী ।	
৩৯। বৈদেহকাৎ বিপ্রায়াং **চর্মকারঃ।** (৩/১৫/৫)		
৪০। চর্মজীবাৎ নৃপায়াং **সূচিকঃ।** (৩/১৫/৬)	সূচীবেধকৃত্যবান্ ।	
৪১। আয়োগবাৎ বিপ্রায়াং **তাম্রজীবঃ।** (৩/১৫/৭)		
৪২। তাম্রজীবাৎ নৃপায়াং **খনকঃ।** (৩/১৫/৮)	খননজীবী ।	
৪৩। খনকাৎ নৃপায়াং **মেদ্বন্ধকঃ।** (৩/১৫/৯)	বস্ত্রনির্ণেজকঃ ।	
৪৪। পুল্কসাৎ বিপ্রায়াং **রজকঃ।** (৩/১৫/১০)	বস্ত্রাণাং রজোনির্ণেজকঃ ।	
৪৫। চণ্ডালাৎ বিপ্রায়াং **শ্বপচঃ।** (৩/১৫/১১)	মলাপোহকঃ,	অম্বষ্ঠাৎ ব্রাহ্মণায়াং **শ্বপাকঃ।** (১/১৬/৯), উগ্রাজ্জাতঃ ক্ষৎত্র্যাং **শ্বপাকঃ।** (১/১৭/১১)
		নিষাদাদ্বৈশ্যায়াং **কুক্কুটঃ।** (১/১৬/১২), নিষাদাৎ শূদ্রায়াং **কুক্কুটঃ।** (১/১৭/১৪)

পরিশিষ্ট-২

- **তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত ধর্মসূত্রগুলির বিষয়গত সাদৃশ্য সমূহঃ**

বিষয়	বৈখানসধর্মসূত্র	বৌধায়নধর্মসূত্র	আপস্তম্বধর্মসূত্র	হিরণ্যকেশীধর্মসূত্র
চতুর্বর্ণের ধর্ম	ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য শূদ্রা মুখবাহূরূপাদেষু জাতাশ্চত্বারো বর্ণাঃ। ১.১.২ ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নাধ্যাপনযজনযাজনদানপ্রতিগ্রহাঃ ষট্ কর্মাণি ভবন্তি। ১.১.৫ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্যজনাধ্যয়নদানানি ১.১.৬ ক্ষত্রিয়স্য প্রজাপালনদুষ্টনিগ্রহযুদ্ধানি। ১.১.৭ বৈশ্যস্য পাশুপাল্যকুসীদবাণিজ্যানি। ১.১.৮	চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বিট্‌ছূদ্রাঃ। ১.১৬.১-৫ ব্রহ্ম বৈ স্বং মহিমানং ব্রাহ্মণেষ্বদধাদধ্যয়নাধ্যাপনযজনজযাজনদানপ্রতিগ্রহসংযুক্তং বেদানাং গুপ্তৈ। ১.১৮.২ ক্ষত্রৈ বলমধ্যয়নযজনদানশস্ত্রকোশভূতরক্ষণসঙ্গযুক্তম্। ১.১৮.৩ বিট্‌স্বধ্যয়নযজনদানকৃষিবাণিজ্যপশুপালনসংযুক্তম্। বৌ.ধ.সূ. ১.১৮.৪ শূদ্রেষু পূর্বেষাং পরিচর্যাম্। বৌ.ধ.সূ. ১.১৮.৫	চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বশৈশূদ্রাঃ। ১.১.৪ তেষাং পূর্বঃ পূর্বো জন্মতঃ শ্রেয়ান্। ১.১.৫ স্বকর্ম ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজ্ঞো যাজনং দানং প্রতিগ্রহণং দায়াদ্যং শিলোঞ্ছঃ। ২.১০.৪ ক্ষত্রিয়স্যাধ্যাপনযাজন প্রতিগ্রহণানীতি পরিহাপ্য দণ্ডযুদ্ধাধিকানি।২.১০.৬ ক্ষত্রিয়বৎ বৈশ্যস্য দণ্ডযুদ্ধবর্জং কৃষিগোরক্ষ্য বাণিজ্যাধিকম্। ২.১	চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বশৈশূদ্রাঃ। ২৬.১.৪ তেষাং পূর্বঃ পূর্বো জন্মতঃ শ্রেয়ান্.২৬.১.৫ স্বকর্ম ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজ্ঞো যাজনং দানং প্রতিগ্রহণং দায়াদ্যং শিলোঞ্ছঃ। ২৭.৪.। ক্ষত্রিয়স্যাধ্যাপনযাজনপ্রতিগ্রহণানীতি পরিহাপ্য দণ্ডযুদ্ধাধিকানি। ২৭.৪.৬ ক্ষত্রিয়বৎ বৈশ্যস্য দণ্ডযুদ্ধবর্জং কৃষিগোরক্ষ্য বাণিজ্যাধিকম্। ২৭.৪.৭ শুশ্রূষাং শূদ্রস্যেতরেষাং

	শূদ্রস্য দ্বিজন্মানাং শুশ্রূষা কৃষিশ্চৈব ১.১.৯		০.৭ শুশ্রূষাং শূদ্রস্যেতরেষাং বর্ণানাম্। ১.১.৭	বর্ণানাম্.২৬.১.৭
চতুরাশ্রম	আশ্রমিণশ্চত্বারো ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বানপ্রস্থো ভিক্ষুরিতি। ১.১.১৩	ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বানপ্রস্থঃ পরিব্রাজক ইতি। ২.১১.১২	চত্তার আশ্রমা গার্হস্থ্যমাচার্যকুলং মৌন বানপ্রস্থমিতি। ২.২১.১	চত্তার আশ্রমা গার্হস্থ্যমাচার্যকুলং মৌন বানপ্রস্থমিতি। ২৭.৫.১০৯
ব্রহ্মচারীর উপকরণ সমূহ	উপনীতো ব্রহ্মচারী মেখলোপবীতাজিনদণ্ডধারী...। ১.২.১	মৌঞ্জী ধনুর্জ্যা শণীতি মেখলাঃ, কৃষ্ণরুরুবস্তাজিনান্য জিনানি, মূর্ধললাটনাসাগ্রপ্রমাণা যাজ্ঞিকস্য বৃক্ষস্য দণ্ডাঃ। বৌ.ধ.সূ. ১.৩.১৩-১৫		
ব্রহ্মচারীর বিধি-নিষেধ কর্ম	১.২২-১১	সত্যবাদী হীমাননহংকারঃ। বৌ.ধ.সূ. ১.৩.২০ পূর্বোত্থায়ী জঘন্যসঙ্গবেশী ১.৩.২১ ধাবন্তমনুধাবেন্দ্রচ্ছন্তম নুগচ্ছেত্তিষ্টন্তমনুতিষ্টেৎ। ১.৩.৩৮	মৃদুঃ। শান্তঃ। দান্তঃ। হ্রীমান্। দৃঢধৃতিঃ। অগ্লাঁস্নুঃ। অক্রোধনঃ। অনসূয়ুঃ। ১.৩.১৭-২৪ অথ যঃ পূর্বোত্থায়ী জঘন্যসংবেশী তমহুর্ন স্বপিতীতি। ১.৩.২৮ অনুত্থায় তিষ্টন্তম্, গচ্ছন্তমনুগচ্ছেৎ, ধাবন্তমনুধাবেৎ। আ.ধ.সূ. ১.৬.৭-৯ ন প্রেক্ষেৎ নগ্নাঁ	তথা ক্ষারলবণমধুমাংসানি। ২৬.১.১২৫ অধাসনশায়ী। ২৬.১.৫৪ অদিবাস্বাপী, অগন্ধসেবী, মৈথুনং ন চরেৎ, উৎসন্নশ্লাঘঃ, অঙ্গানি ন প্রক্ষালয়ীত, প্রক্ষালয়ীত ত্বশুচিলিপ্তানি গুরোরসংদর্শে। ২৬.১.৫৭-৬২

			স্ত্রীয়াম্। ১.৭.৩ উপানহৌ ছত্রং যানমিতি চ বর্জয়েৎ। ন স্ময়েৎ। যদি স্ময়েতাপিগৃহ্য স্ময়েতেতি হি ব্রাহ্মণম্। নোপজিঘ্রেৎ মুখেন। ন হৃদয়েন প্রার্থয়েৎ। নাকারণাদুপস্পৃশেৎ। রজস্বলো রক্তদন্সত্যবাদী স্যাদিতি হি ব্রাহ্মণম্। ১.৭.৫-১১ উচ্ছিষ্টাশনবর্জমাচার্যব দাচার্যপুত্রে বৃত্তিঃ। ১.৭.৩০	অনুত্থায়তিষ্টন্তম্। ২৬.২.৩২ গচ্ছন্তমনুগচ্ছেদ্ধাবন্তমনু ধাবেন্ন সোপানদেষ্টিতশিরা অবহিতপাণির্বাসীদেৎ। ২৬.২.৩৩ উপানহৌ ছত্রং যানমিতি বর্জয়েৎ। ২৬.২.৬৪ মৃদুঃ। শান্তঃ। দান্তঃ। হ্রীমান্। দৃঢসিদ্ধির্ধৃতিঃ। অগ্লানিঃ। অক্রোধনঃ। সমাহিতঃ। ব্রহ্মচারী। অনসূয়ুঃ।২৬.১.৯০-.৯৯ অথ যঃ পূর্বোত্থায়ী জঘন্যসংবেশী তমহুর্ন স্বপিতীতি। ২৬.১.১৪৭ মাতরি পিতর্যাচার্যবচ্ছুশ্রূষা। ২৬.৪.৩১
ব্রহ্মচারীর অভিবাদন বিধি	২.১০.৭, ২.১০.৮, ২.১০.১০, ২.১১.৪	দক্ষিণং দক্ষিণেন সব্যং সব্যেন চোপসংগৃহ্নীয়াৎ। বৌ.ধ.সূ. ১.৩.২৫ দীর্ঘমায়ুঃ স্বর্গং চেন্সন্। বৌ.ধ.সূ. ১.৩.২৬	দক্ষিণেন পাণিনা দক্ষিণং পাদমধস্তাদভ্যধিমৃশ্য সকুষ্ঠিকমুপসংগৃহ্নীয়াৎ। ১.৫.২১ ভ্রাতৃষু ভগিনীশু চ যথাপূর্বমুপসগ্রহণম্। ১.১৪.৯	দক্ষিণেন পাণিনা দক্ষিণং পাদমধস্তাদভিমৃশ্য সকুষ্ঠিকমুপসংগৃহ্নীয়াত. ২৬.২.২২ ঋত্বিক্শ্বশুরপিতৃব্যমাতু লানবরবয়সো অপ্যুত্থাইয়াভিবদেত.২৬

		ভ্রাতৃপত্নীনাং যুবতীনাং চ গুরুপত্নীনাং জাতবীর্যনঃ। বৌ.ধ.সূ. ১.৩.৩৩		.৪.৪৩
বেদধ্যয়নের বিধি-নিষেধ	২.১.১৭, ২.১১.৯, ২.১২.৩	পৌর্ণমাস্যষ্টকামাবাস্যাগ্ন্যুৎপাতভূমিকম্পশ্মশানদেশপতিশ্রোত্রিয়ৈক তীর্থপ্রয়াণেষ্বহোরাত্রম নধ্যায়ঃ। বৌ.ধ.সূ. ১.২১.৪ স্তনয়িত্নুবর্ষবিদ্যুৎসংনিপাতে ত্র্যহমনধ্যায়োऽন্যত্রবর্ষাকালৎ। ১.২১.৬ বর্ষাকালে অপি বর্ষবর্জমহোরাত্রায়োশ্চ তৎকালম্। বৌ.ধ.সূ. ১.২১.৭ পিতর্যুপরতে ত্রিরাত্রম্। বৌ.ধ.সূ. ১.২১.১২ হন্ত্যষ্টমী হ্যুপাধ্যায় হন্তি চতুর্দশী। হন্তি পঞ্চদশী বিদ্যাং তস্মাৎপর্বণি বর্জয়েৎ। ১.২১.২২	শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যামধ্যায়মুপাকৃত্য মাসং প্রদোষে নাধীয়ীত। তৈষ্যাং পৌর্ণমাস্যাঁ রোহিণ্যাং বা বিরমেৎ। ১.৯.১-২ নিগমেষ্বধ্যনং বর্জয়েৎ। আনড়ুহেন বা শকৃৎপিণ্ডেনোপলিপ্তেऽধীয়ীত। শ্মশানে সর্বতঃ শম্যাপ্রাসাৎ। গ্রামেণাধ্যবসিতে ক্ষেত্রেণ বা নানধ্যায়ঃ। জ্ঞায়মানে তু তস্মিন্নেব দেশে নাধীয়ীত। ১.৯.৪-৮ সংধাবনুস্তনিতে রাত্রিম্। ১.৯.২০ স্বপ্নপর্যান্তং বিদ্যুতি। ১.৯.২১ অহোরাত্রাবমাবাস্যাসু। ১.৯.২৮ চতুর্মাসীষু চ। ১.১০.১ বৈরমণো গুরুষ্বষ্টাক্য ঔপাকরণ ইতি	শ্রাবণ্যাং পৌর্ণ্মাস্যামধ্যায়মুপাকৃত্য মাসং প্রদোষে নাধীয়ীত.২৬.৩.১ আনড়ুহেন বা শকৃৎপিণ্ডেনোপলিপ্তেऽধীয়ীত। ২৬.৩.৫ শ্মশানে সর্বতঃ শম্যাপ্রাসাৎ। গ্রামেণাধ্যবসিতে ক্ষেত্রেণ বা নানধ্যায়ঃ.২৬.৩.৬-৭ সংধাবনুস্তনিতে রাত্রিম্২৬.৩.২০ অহোরাত্রাবমাবাস্যাসু। ২৬.৩.২৯ চাতুর্মাসীষু চ। ২৬.৩.৩০ বৈরমণে গুরুষ্বষ্টক্য ঔপাকরণ ইতি ত্র্যহাঃ। ঐ, ২৬.৩.৩১ মাতরি পিতর্যাচার্য ইতি দ্বাদশাহাঃ। ঐ, ২৬.৩.৩৩

			ত্র্যহাঃ। ১.১০.২ আচার্যে ত্রীনহোত্রানিত্যেকে। ১.১০.১০	
ভোজ্যাভোজ্য বিধি	২.১৫.২, ২.১৫.৫, ২.১৪.৮-৯, ২.১৪.১১, ২.১৪.১৫	ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্যদ ন্যৎকুরুতে তিলৈঃ। শ্ববিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ মজ্জতীতি। ২.২.২৬ পর্যুষিতং শাকযূষমাসসর্পিঃ শৃতধানাগুডদধিমধুসৎকু বর্জম্। ১.১২.১৪ শুক্তানি তথা জাতো গুডঃ। ১.১২.১৫ অনির্দশাহসন্ধিনীক্ষীরম পেয়ম্। ১.১২.৯	যস্য কুলে ম্রিয়তে ন তত্রানির্দশে ত্বভোজ্যম্। ১.১৬.১৮ অপ্রয়তেন তু শূদ্রেণোপহৃতমভোজ্যম্। ১.১৬.২২ যস্মিঁশ্চান্নে কেশঃ স্যাৎ। ১.১৬.২৩ মনুষ্যৈরবঘ্রাতমন্যৈর্বামে ধ্যৈ। ১.১৭.৫ তথা বসানামমাঁসমধুলবণানী তি পরিহাপ্য। শুক্তং চ। ১.১৭.১৮ শুক্তং চাপরয়োগম্। ১.১৭.২০ ধেনোশ্চানির্দশায়ঃ। ১.১৭.২৪ হংস্মাসচক্রবাকসুপর্ণাশ্চ । ১.১৭,৩৫ অভক্ষ্যশ্চেটো মৎস্যানাম্। ১.১৭.৩৮	ক্ষারলবণমধুমাংসানি চ বর্জয়েৎ। ২৭.৫.১৪৫, ২৬.৫.৪৭ অভক্ষ্যশ্চেটো মৎস্যানাম্। ২৬.৫.৬৯ একখুরোষ্ট্রগবয়গ্রামসূকর শরভগবাম্। ২৬.৫.৬১ যাচ্চান্যৎপরিচক্ষতে। ২৬.৫.৫৯ শুক্তং চ। ২৬.৫.৫০ শুক্তং চাপরয়োগম্। ২৬.৫.৫২
শুদ্ধিকরণের	২.১৫.৪,	মহতাং শ্ববায়সপ্রভৃত্যুপহতানাং		

বিধি	৩.৩.১০-১১, ৩.৪.৩	তং দেশং পুরুষান্নম্ উদ্ধৃত্য। পবমানঃ সুবর্জন ইতি। এতেনানুবাকেনাভ্যুক্ষণম্ । বৌ.ধ.সূ. ১.১৪.১৫ ত্বক্কেশস্নখকীটাখুপুরীষাণি দৃষ্ট্বা তং দেশং পিণ্ডমুদ্ধৃত্যাদ্ভিরভ্যুক্ষ্য ভস্মাবকীর্য পুনরদ্ভিঃ প্রোক্ষ্য বাচা চ প্রশস্তমুপযুঞ্জীত। বৌ.ধ.সূ. ২.১২.৬ পরোক্ষমধিশ্রিতস্যান্নস্যাবদ্যোত্যাভ্যুক্ষণম্। ১.১০.২ শাকপুষ্পফলমূলৌষধীনাং তু প্রক্ষালনম্। ১.১০.৯ মৃন্ময়ানাং পাত্রাণামুচ্ছিষ্টমমন্ত্বারব্ধানামবকূলনম্। বৌ.ধ.সূ. ১.১৪.১		
শৌচবিধি		শুষ্কং তৃণমযাজ্ঞিকং কাষ্ঠং লোষ্ঠং বা তিরস্কৃত্যাহোরাত্রয়োরুদগ্দক্ষিণামুখঃ প্রবৃত্য শির উচ্চরেদবমেহেদ্বা।বৌ.ধ.সূ. ১.১০.১০ মূত্রে মৃদাদ্ভিঃ প্রক্ষালনম্। বৌ.ধ.সূ. ১.১০.১১	মূত্রং কৃত্বা পুরীষং বা মূত্রপুরীষলেপানন্ন লেপানুচ্ছিষ্টলেপান্ রেতসশ্চ যে লেপাস্তান্প্রক্ষাল্য পাদৌ চাচম্য প্রয়তো ভবতি।	অপি বা লেপান্প্রক্ষাল্য পাদৌ চাচম্য প্রোক্ষণমঙ্গানাম্। ২৭.১.২৩ আরাচ্চাবসথান্মূত্রপুরীষে কুর্যাদ্দক্ষিণাং দিশং দক্ষিণাপরাং বা গ্রামাদাবস্থাদ্বা। ২৬.৮.২০

			১.১৫.২৩	
গৃহস্থীর বিধি	১.৪.১, ৩.১.৯, ৩.২.১২, ৩.১.১৪	বৈণবং দণ্ডং ধারয়েৎ। সোদকং চ কমণ্ডলুম। দ্বিযজ্ঞোপবীতী। উষ্ণীষমজিনমুত্তরীয়মুপানহৌ ছত্রং চৌপাসনং দর্শপূর্ণমাসৌ চ। ১.৫.৩-৬ নেন্দ্রধনুরিতি পরস্মৈ প্রব্রূয়াৎ। বৌ.ধ.সূ. ২.৬.১১ পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণায় গবে রাজ্ঞে হ্যচক্ষুষে। বৃদ্ধায় ভারতপ্তায় গর্ভিণ্যৈ দুর্বলায় চ। ২.৬.৩০ সূর্যমুদয়াস্তময়ে ন নিরীক্ষেৎ। ২.৬.১০	শেষভোজ্যতিথীনাং স্যাৎ। গোমধুপর্কার্হো বেদাধ্যায়ঃ। আচার্য ঋত্বিক্ স্নাতকো রাজা বা ধর্মযুক্তঃ। আচার্যায়র্ত্বিজে শ্বশুরায় রাজ্ঞ ইতি পরিসংবৎসরাদুপতিষ্ঠেদ্যো গৌর্মধুপর্কশ্চ। ২.৮.২-৭ অভাব উদকম্। ২.৮.৯ অগ্নিহত্রমতিথয়ঃ। যচ্চান্যদেবংযুক্তম্। ১.১৪.১-২ ন চৈনমুপধমেৎ। ১.১৫.২০ ন প্রেক্ষেৎ নগ্নাঁ স্ত্রিয়ম্। আ.ধ.সূ. ১.৭.৩ নৈন্দ্রধনুরিতি পরস্মৈ প্রব্রূয়াৎ। ১.৩১.১৬ উদ্যন্তমস্তংয়ন্তং চাদিত্য দর্শনে বর্জয়েৎ। ১.৩১.১৮ সংসৃষ্টাং চ বৎসেনানিমিত্তে। ১.৩১.১০	শেষভোজ্যতিথীনাং স্যাৎ। গোমধুপর্কার্হো বেদাধ্যায়ঃ সমুদেতঃ। আচার্য ঋত্বিক্ স্নাতকঃ শ্বশুরো রাজা বা ধর্মযুক্তঃ। ২৭.১.১০৩,১০৭,১০৮ অভাব উদকম্। ২৭.১.১১১ অতিথিং নিরাকৃত্য যত্রগতে ভোজনে স্মরেত্ততো বিরম্যোপোষ্য শ্বোভূতে যথামনসং তর্পয়িত্বা সংসাধয়েৎ। ২৭.১.১১৬ নেন্দ্রধনুরিতি পরস্মৈ প্রব্রূয়াৎ। ২৬.৮.৩৪ নাধেনুরিতি ব্রূয়াদ্ধেনুর্ভব্যেত্যেব ব্রূয়াৎ। ২৬.৮.৩০
বানপ্রস্থীর বিধি	২.৪-৫	বানপ্রস্থো বৈখানসশাস্ত্রসমুদাচারঃ। ২.১১.১৪	তস্যারণ্যমাচ্ছাদনং বিহিতম্। ২.২২.১ ততো মূলৈঃ ফলৈঃ	

		বৈখানসো বনে মূলফলাশী তপঃশীলঃ সবনেষূদকমুপস্পৃশঞ্ছ্বা মণকেনা সবনেষূদকমুপস্পৃশঞ্ছ্বা মণকেনাগ্নিমাধায়াগ্রাম্য ভোজী দেবপিতৃভূতমনুষ্যর্ষি পূজকঃ সর্বাতিথিঃ প্রতিষিদ্ধবর্জং বৈষ্কমপ্যুপযুঞ্জীত। ২.১১.১৫	পর্ণৌস্তৃণৈরিতি বর্তয়ংশ্চরেৎ। ২.২২.২ অন্ততঃ প্রবৃত্তানি। ২.২২.৩ ততোऽপো বায়ুমাকাশমিত্যভিনিশ্রয়েৎ। বিদ্যাং সমাপ্য দারং কৃত্বাগ্নীন্ আধায় কর্মাণ্যারভতে সোমাবরা র্ধ্যানি যানি শ্রূয়ন্তে। গৃহান্কৃত্বা সদারঃ সপ্রজঃ সহাগ্নিভির্বহির্গ্রামাদ্বসেৎ। একো বা। শিলোঞ্ছেন বর্তয়েৎ। ২.২২.৭-১০ একাগ্নিরনিকেতঃ স্যাদশর্মাশরণো মুনিঃ। স্বাধ্যায় এবোৎসৃগমানো বাচম্। ২.২১.২১	
সন্ন্যাসীর বিধি	২.৬.১-২	পরিব্রাজকঃ পরিত্যজ্য বন্ধূনপরিগ্রহঃ পরিব্রজেদ্যথাবিধি। ২.১১.১৬ অরণ্যং গত্বা। ২.১১.১৭ শিখামুণ্ডঃ। ২.১১.১৮ কৌপিনাচ্ছাদনঃ। ২.১১.১৯ কষায়বাসাঃ। ২.১১.২১	অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদশ্ররমাশরণো মুনিঃ। স্বাধ্যায় এবোৎসৃজমানো বাচং গ্রামে প্রাণবৃত্তিং প্রতিলভ্যানিহোऽনমুত্রশ্চ রেৎ। ২.২১.১০	

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ

Aitareya Brāhmaṇa. Ed. R. Anantakriṣṇa śāstri, With śadguruśiṣya's Vṛtti *Sukhapradā,* Vol. I, Trivandrum: The Bhaskara Press, 1942. Print.

Banerji, S. C. *A Brief History of Dharmaśāstra.* New Delhi: Abhinav Publications, 1999. Print.

Dharmasūtras The Law Codes of Āpastamba, Gautama, Baudhāyana, and Vasiṣṭa. Ed. and Trns. Patrick Olivelle, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2000. Print.

Gopal, Ram. *India of Vedic Kalpasūtras.* Delhi: National Publishing House, 1959. Print.

Gautama-Dharmasūtra with Maskari bhāshya. Ed. L. Srinivasacharya, Mysore: The Government Branch Press, 1917. Print.

Kane ,Pandurang Vaman .*History of Dharmaśāstra.* Vol. I, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1930. Print.

Macdonell, Arthur A. *A History of Sanskrit Literature.* New York: D. Appleton and Company, 1900. Print.

Manusaṃhita. Ed. Panchanan Tarkaratna. Calcutta: Nababharat Publishers, 1988(1395 Beng. Tr.). Print.

Max Muller, F. *A History of Ancient Sanskrit Literature.* London: Williams and Norgate, 1859. Print.

Mukhopadhyaya ,Govindagopal .*A New Tri-Lingual Dictionary* . Varanasi: Pilgrims Publishing, 1999. Print

Prasad, Ramananda. *The Bhagavad-Gītā.* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1995. Print.

Swine, Brajakishore. *The Dharmaśāstra: An Introductory Analysis.* Delhi: Akshaya Prakashan, 2004. Print.

The Sacred Book of the East. Ed. F. Max Muller. Vol. XIV. *The Sacred Laws of the Āryas.* Part. I. Tran. Georg Buhler. New York: The Christian Literature Company, 1898. Print.

The Sacred Book of the East. Ed. F. Max Muller. Vol. XIV. *The Sacred Laws of the Āryas.* Part. II. Tran. Georg Buhler. Orford: The Clarendon Press, 1882. Print.

Vaikhānasasmārtasūtram .Trns. Dr. W. Caland, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, The Baptist Mission Press, 1929. Print.

Vaikhānasasmārtasūtram .Ed. Dr. W. Caland, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, The Baptist Mission Press, 1927. Print.

Vaikhānasa-śrautasūtram .Ed. Dr. W. Caland, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, The Baptist Mission Press, 1941. Print.

Vikhanas. *The Vaikhanasadharmaprasna*. Ed. T Ganapati śastri, Trivāndrum: The Travancore Government Press, 1913 .Print.

Winternitz ,M .*A History of Indian Literature* .Calcutta: Calcutta University Press, 1927. Print.

Yāska. *Niruktam*. Ed. Amareswara Thakur, Calcutta: University of Calcutta, 1960. Print.

হিন্দিগ্রন্থ

আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রম্ .সম্পা .অনু .ডাঃ উমেশচন্দ্র পাণ্ডে .ধরদত্তের *উজ্জ্বল* বৃত্তিসহ , বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ আফিস ,বিদ্যাবিলাস প্রেস ,১৯৬৯.

উপাধ্যায় ,ডঃ ভুবনেশ . *স্টুডেন্টস্ সংস্কৃত-হিন্দি কোশ* .বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা সংস্থান ,২০০০.

গৌতমধর্মসূত্রাণি .সম্পা .অনু .ডাঃ উমেশচন্দ্র পাণ্ডে .হরদত্তের মিতাক্ষরা বৃত্তিসহ ,বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ আফিস ,বিদ্যাবিলাস প্রেস ,১৯৬৬.

পতঞ্জলি . *ব্যাকরণ-মহাভাষ্য* .সম্পা .অনু .চারূদেব শাস্ত্রী .দিল্লী: শ্রী মোতিলাল বানারসীদাস ,বিদ্যাভাস্কর বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক রিসার্চ ইন্স্টীট্যুট প্রেস , ২০২৫)সংবৎ .(

বৌধায়ন .*বৌধায়নধর্মসূত্রম্* .সম্পা .অনু .ডাঃ নরেন্দ্র কুমার আচার্য . গোবিন্দস্বামীর *বিবরণ* বৃত্তিসহ ,দিল্লী: বিদ্যানিধি প্রকাশন, ১৯৯৯.

বাংলাগ্রন্থ

অনির্বাণ. *বৈদিক সাহিত্য(বেদ-মীমাংসা)*. কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬.

চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ. *সাম্প্রতিকতমকালে বাঙালীর বেদ-গবেষণা এবং প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬.

দত্ত, রমেশচন্দ্র. *ঋগ্বেদ সংহিতা.* সম্পা .নিমাইচন্দ্র পাল ,কলকাতা: সদেশ , ২০০৭.

পতঞ্জলি. *ব্যাকরণ-মহাভাষ্য.* সম্পা. অনু. দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম. কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৫১ .বঙ্গাব্দ.

পাণিনি. *অষ্টাধ্যায়ী.* সম্পা. অনু .ডঃ তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৪.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি. *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা. কলকাতা:* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৩.

বসু, যোগীরাজ. *বেদের পরিচয়.* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩.

ভৌমিক, শ্রীজাহ্নবীচরণ. *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস(বৈদিক ও লৌকিক).* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩.

ভট্টাচার্য, গুরুনাথ বিদ্যানিধি. সম্পা. *অমরকোষ বা অমরার্থ চন্দ্রিকা.* কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ.

ভট্টাচার্য্য ,ডঃ তপন শঙ্কর .*লঘু-সিদ্ধান্ত-কৌমুদী* .কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০২.

মনু, *মনুসংহিতা.* সম্পা. অনু. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়. কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ১৪১৯) তৃতীয় সংস্করণ) (প্রথম সংস্করণ ১৪১০ ,দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১৬.

সায়নাচার্য্য. ঋগ্বেদ-ভাষ্যোপক্রমণিকা. সম্পা. শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৫